বেদের [illegible]ভাগে [illegible]শ্বর ও দা[illegible]

৫০।

মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর [illegible]নাথ বাগচী [illegible]

সম্পাদক

ডক্টর শ্রীশীতাংশু[illegible]

সংস্কৃত [illegible] ভাণ্ডার

৬৮

[illegible]

[illegible]

ओम् अनुनयरहित भ्रुकुटिलाविल, ओम् अतलपसिन्धिज, रविकुल-
हित(हरिण), ओम् विवसनवसन, अतलिदिगम्बर; ओम् सुन्दर-
वदन, स्थूलस्वनाभिप्रचारक, ओम् गुणगणवलय, नभोविभूषण,
ओम् कलिताभूषण (गजवदन) तस्मै नमस्ते नमस्ते। १९८७ में
गणेशोत्सव में) ईश्वरस्तुति

बुद्धीन्द्रियशरीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभुर्ध्रुवः।
नानाभूतः प्रतिक्षेत्रमर्थवित्तिषु भासते॥ नयविवे॰
२२५

বেদে মন্ত্রভাগে ইশ্বর
আর
দার্শনিক তত্ত্ব।

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর

ও

দার্শনিক-তত্ত্ব

যোগেন্দ্র বাগচী

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব গবেষণাধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
৺মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগচী ডি. লিট্:
তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক রচিত

সম্পাদক
ডক্টর শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী
এম্.এ ; এল্. এল্. বি. ; ডি. লিট্.
নির্দেশক, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দরভংগা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৬৫

মূল্য : ৮·৫০ সাধারণ সংস্করণ
১০·৫০ লাইব্রেরী সংস্করণ

মুদ্রক :
দেবপ্রসাদ মিত্র
এল্‌ম প্রেস
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সম্পাদকের নিবেদন

'বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে স্বর্গীয় গ্রন্থকার বেদের মন্ত্রভাগ উপজীবন করিয়া ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন প্রস্থানের প্রধান আলোচ্য ও বিতর্কের বিষয় ঈশ্বরতত্ত্বের একটি সুসম্বদ্ধ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করিয়াছেন ; এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের বীজ যে বেদের মন্ত্রভাগে নিহিত রহিয়াছে— তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। মাত্র দার্শনিক চিন্তাই নহে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণরূপে বেদ-মন্ত্র মূলক—ইহাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এই গ্রন্থে প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাহা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহার মূল ভিত্তি বেদের মন্ত্রভাগেই প্রোথিত রহিয়াছে—এই ধ্রুব সত্যকে যাহাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার জন্যই এই গ্রন্থ রচনার আয়াস পরলোকগত গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হইলেও ভারতীয় জনসাধারণের মনের পরতন্ত্র-প্রবণতা রাজযক্ষ্মার ন্যায় উত্তরোত্তর দুর্নিবার গতিতে বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। অন্যান্য বিষয় ত দূরের কথা—সংস্কৃতে কৃতবিদ্য কোনও কোনও ছাত্র ও কোনও কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া বিদেশে যাইয়া বিদেশীয়গণের দ্বারপ্রান্তে নিষণ্ণ হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে মানপত্র লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ভারতীয়গণের সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনের অন্যান্য স্তরের পরমুখাপেক্ষিতার পরিমাণ কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। ভারতের বাহির হইতে কোনও বিশেষজ্ঞ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণকে

কোনও আলোর সন্ধান না দিতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও রূপেই আর তাঁহাদের মনের গাঢ় তমঃ অপসৃত হইতেছে না। কোনও রূপেই বিনষ্ট আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিতেছে না।

অতএব এই পরিস্থিতিতে এই জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন প্রত্যেক স্বস্থচেতা শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন—ইহা আশা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। আর সেই প্রয়োজন নিষ্পত্তিতে এই গ্রন্থ সহায়ক হইবে ইহা স্থির করিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

এই গ্রন্থ রচনা করিবার সময় স্বর্গীয় গ্রন্থকারের শরীর সম্পূর্ণরূপে জরাজীর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন বার্ধক্যের ভার ও ব্যাধির প্রকোপকে উপেক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ রচনাতে তিনি উদ্‌যুক্ত হন। কিন্তু গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলেও উহা সংশোধন করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যেরূপে রক্ষিত ছিল সেই রূপেই ইহাকে মুদ্রণালয়ে অর্পণ করা হইয়াছে। সেজন্য ইহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। যদি সম্ভব হয় তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিমার্জনা করা হইবে।

২৯, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী

এই গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচী

উপোদ্‌ঘাত সমাপ্ত

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব গ্রন্থের

সাধারণ সূচী

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব গ্রন্থের

বিশেষ সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক-তত্ত্ব

উপোদ্‌ঘাত

বেদের মন্ত্রভাগ কেবল কর্মকাণ্ডের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ, ইহাতে কোন দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা নাই, দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা মন্ত্র-যুগের বহু পরবর্তী উপনিষদ্‌ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপনিষদ্-ভাগেও যাহা দেখা যায় তাহাও ভারতবর্ষের নিজস্ব কিনা—এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। এইরূপ অসদালোচনায় ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় সভ্যতার প্রতি বিশেষভাবে সন্দিহান হইয়াছেন। বেদের মন্ত্রভাগ নিতান্ত নিঃসার আলোচনাতেই পরিপূর্ণ—এই সিদ্ধান্ত ভারতের বহির্ভাগ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ভারত-বর্ষের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও নির্বিচারবুদ্ধিতে এই অপসিদ্ধান্তকেও যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা মনে করেন ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই; যদিও বা থাকে তাহাতে উৎকৃষ্ট কিছু নাই। যদি কোন উৎকৃষ্ট থাকিয়াও থাকে তাহা ভারতের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্তই অভারতীয়।

কদাচিৎ বা কোন ব্যক্তি ভারতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া ভারতীয় সভ্যতাতেও কদাচিৎ দুই-একটি ভাল কথা আছে—এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপের সমুচিত উত্তরপ্রদান বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বহুদিন হইতেই যে সমস্ত আবর্জনা-রাশি নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতের স্কন্ধে স্থাপন করা হইয়াছে তাহার উৎসারণের জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ প্রযত্ন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল।

মিথ্যা প্রচারের নিরোধের জন্য ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের যত্নশীল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের ও নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এখনও পূর্বের মতই নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী বিদ্বম্মান জনবৃন্দ ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি ভারতের যথাসর্বস্ব বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনরূপে বিদ্যমান অন্য সমস্ত শাস্ত্ররাশিকে ও লোক চক্ষুতে হেয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নির্বাধ প্রয়াস করিতেছেন। এজন্য আমরা অতি সন্তপ্তচিত্তে ভারতীয় সভ্যতার বিরোধে অপপ্রচারে নিরোধের জন্য বেদের মন্ত্রভাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অনেকেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বেদের মন্ত্রভাগের মত সুপ্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীর মানব-সভ্যতায় আর দ্বিতীয় নাই। এই বেদ একমাত্র। ভারতেরই নিজস্ব বস্তু। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হইতে বেদ ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্যন্ত কেহ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এজন্য আমরা একমাত্র ভারতের নিজস্ব বস্তু বেদের মন্ত্রভাগ হইতে ঈশ্বরতত্ত্বের ও দার্শনিকতত্ত্বের প্রকাশ দেখাইব।

বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্মণভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এজন্য বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বেদের মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বেদের মন্ত্রভাগেই 'মন্ত্র' শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। যেমন ঋক্-সংহিতার প্রথম অষ্টকে—"মন্ত্রং মনসা বনোমি তম্" (ঋক্ সং ১।২।৩৪।১৩); "মন্ত্রং বদত্যু-কৃথ্যম্" (ঋক্ সং ১।৩।২০।৫); "হৃদা যত্তষ্টান্ মন্ত্রঁ অশংসন্" (ঋক্ সং ১।৫।১১।৪); "মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে" (ঋক্ সং ১।৫।২১।১); "আ নো মন্ত্রং সরথে হোপযাতন্" (ঋক্ সং ৮।৬।২।১১)। ঋক্ সংহিতার প্রদর্শিত মন্ত্রগুলিতে মন্ত্র শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে! এইরূপ প্রত্যেক বেদেরই মন্ত্রভাগে মন্ত্রশব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়" (তৈঃ ব্রাঃ ১।২।১) এই বাক্যটি ভাষ্যকার শবরস্বামী উদ্ধৃত করিয়াছেন! এই সমস্ত মন্ত্রশব্দের অর্থ কি? বেদ-

মন্ত্রসমূহে যে মন্ত্র শব্দ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে সেই মন্ত্রশব্দের অর্থ নির্ধারণ করিবার জন্য ভগবান্ জৈমিনি "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" (জৈঃ সূঃ ২।১।৩২) এই সূত্রে মন্ত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী মন্ত্রের নানাবিধ লক্ষণ দেখাইয়াছেন এবং পরিশেষে বলিয়াছেন যে, বেদসম্প্রদায়রক্ষক অভিযুক্তগণ বেদের যে অংশকে মন্ত্র বলিয়া স্মরণ করিয়া আসিতেছেন, ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, মন্ত্র বলিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেছেন তাহাই মন্ত্র। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অভিধানস্য চোদকেষু এবং জাতীয়কেষু অভিযুক্তা উপদিশন্তি মন্ত্রান্ অধীমহে মন্ত্রান্ অধ্যাপয়ামঃ মন্ত্রা বর্ত্তন্তে ইতি।" ইহার টীকাতে বার্তিককার বলিয়াছেন—"অধ্যেতৃবৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধং চেদস্"। বস্তুতঃ, কথা এই যে, শব্দের অর্থ নিরূপণে শিষ্টগণের ব্যবহারই প্রমাণ। 'ঘট'পদের অর্থ কি, 'পট'পদের অর্থ কি—ইহা আমরা শিষ্টগণের ব্যবহার দ্বারাই অবধারণ করিয়া থাকি। বেদ সম্প্রদায়রক্ষক বৈদিকগণ বা যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন মন্ত্র পদের তাহাই অর্থ। যাঁহারা যে বিষয়ে অভিযুক্ত সেই বিষয়ে তাঁহাদের উক্তি বা ব্যবহারই প্রমাণ। এজন্য বেদসম্প্রদায়রক্ষক বৈদিক যাজ্ঞিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরের ব্যবহারদ্বারা বেদবাক্যের অন্তর্গত মন্ত্রশব্দের অর্থ নিরূপিত হইতে পারে না।

ভারত সুদীর্ঘ দিন হইতে বিদেশীয় জাতির অধীন হইলেও ভারতবর্ষের বেদের মন্ত্রশব্দের অর্থ বিদেশীয় বিজেতৃগণ নিরূপিত করিয়া দিবে ইহা কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য বেদের যাঁহারা ধারক, বাহক ও বেদার্থের অনুষ্ঠাতা তাঁহারাই বেদে অভিযুক্ত। বেদের অর্থ নির্ণয়ে তাঁহারই একমাত্র অধিকারী। অন্যেরা অনধিকার প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহাদের সে উদ্যম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য।

ঋগ্‌বেদের শাকল সংহিতা, যাহা সম্প্রতি ঋক্ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, এই শাকল সংহিতা ব্যতীত ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন সংহিতা,

ও বাষ্কল সংহিতা প্রসিদ্ধ আছে। এজন্য যে মন্ত্র শাকল সংহিতায় আম্নাত হয় নাই, কিন্তু শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে আম্নাত হইয়াছে তাহাও ঋগ্‌বেদের অন্য সংহিতার মধ্যেই আম্নাত হইয়াছে। 'বালখিল্যসূক্ত' শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে আম্নাত হইয়াছে। আবার এই বালখিল্য সূক্তই ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন সংহিতার অন্তর্গতরূপে আম্নাত হইয়াছে। এইরূপ 'সংজ্ঞানসূক্ত' শাকল সংহিতার পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে কিন্তু শাঙ্খ্যায়ন সংহিতার মধ্যেই তাহা পঠিত হইয়াছে। এজন্য শাকল সংহিতার পরিশিষ্টভাগে যে ঋক্ মন্ত্রগুলি আম্নাত হইয়াছে তাহা ঋক্‌মন্ত্রই নহে এরূপ ভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই। ঋগ্বেদের কোন মন্ত্রসংহিতার পরিশিষ্টরূপে যে মন্ত্রগুলি পঠিত হইয়াছে সেই মন্ত্রগুলিই আবার ঋগ্বেদের অন্য সংহিতার মধ্যে আম্নাত হইয়াছে। যে ঋক্ মন্ত্র শাকল সংহিতায় আম্নাত হয় নাই তাহা ঋক্‌মন্ত্রই নহে—এরূপ ভ্রান্তি বহু পণ্ডিতজনেরও আছে। ঋক্‌সংহিতায় নিবিদধ্যায় পরিশিষ্টরূপ হইলেও ঋক্ সংহিতাতে নিবিৎ পাঠের উল্লেখ আছে। "শংসন্তি কেচিন্নিবিদো মনানাঃ" (ঋক্ সং ৫।১।১০) "কেচিৎ বহ্বৃচাঃ নিবিদঃ শংসন্তি"—সায়ণভাষ্য। নিবিদধ্যায় পরিশিষ্ট বলিয়া তাহা প্রক্ষিপ্ত নহে। নিবিতের উল্লেখ ঋক্ সংহিতায় আছে বলিয়া আধুনিকমতে নিবিদধ্যায় ঋক্ সংহিতারও পূর্বভাবী হওয়া উচিত।

বেদের মন্ত্র তিন প্রকার—ঋক্‌মন্ত্র, যজুর্মন্ত্র ও সামমন্ত্র। ঋক্ সংহিতাতেই তিন প্রকার মন্ত্র বলা হইয়াছে। "তমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়ঃ। ইন্দ্রং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ ॥" (ঋক্ সং ৬।১।২২) 'অর্কপদ'-দ্বারা যজুর্মন্ত্রের, 'সাম'পদদ্বারা সামমন্ত্রের ও 'গায়ত্র' পদদ্বারা গায়ত্র্যাদি-চ্ছন্দোযুক্ত শস্ত্ররূপ অপ্রগীত ঋক্‌মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে (সায়ণভাষ্য)। এই তিন প্রকার মন্ত্রের লক্ষণ ভগবান্ জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন—"তেষামৃগ্‌ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" (জৈঃ সূঃ ২।১।৩৫) "গীতিষু সামাখ্যা" (জৈঃ সূঃ ২।১।৩৬)। "শেষে যজুঃশব্দঃ" (জৈঃ সূঃ ২।১।৩৭)। এই তিনটি সূত্রদ্বারা জৈমিনি যথাক্রমে ঋক্‌মন্ত্র, সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের লক্ষণ

বলিয়াছেন। প্রথম সূত্রটির অর্থ এই যে, নিয়তাক্ষরযুক্ত পাদ আছে ও নিয়তসংখ্যক পাদ আছে এবং একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশ করে তাদৃশ মন্ত্রের নাম ঋক্। যেমন—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্ হোতারং রত্নধাতমম্।" (ঋক্ সং ১।১।১) প্রদর্শিত ঋক্ মন্ত্রটি অষ্টাক্ষরযুক্ত পাদ, এইরূপ ত্রিপাদযুক্ত গায়ত্রী-ছন্দ। গায়ত্রী-ছন্দ বলিয়াই প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর আছে এবং একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশক হইয়াছে। এই তিনপাদদ্বারাই একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক হইয়াছে। এজন্য তিনটি পাদ লইয়াই এই একটি ঋক্-মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি ঋক্ সংহিতার প্রথম মন্ত্র। কিন্তু এরূপ কখনও হইতে পারে না যে, এই মন্ত্রের পরবর্তী দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম পাদ প্রথম মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া চতুস্পাদ একটি ঋক্ মন্ত্র হইবে। আর এইজন্য জৈমিনি বলিয়াছেন—"অর্থবশেন পাদব্যবস্থা"। ত্রিপাদ প্রথম মন্ত্রটির দ্বারাই একটি পূর্ণ অর্থের প্রতিপাদন হইয়াছে বলিয়া এই ত্রিপাদ মন্ত্রে দ্বিতীয়মন্ত্রের প্রথম পাদ যুক্ত করিয়া চতুস্পাদরূপে প্রথম মন্ত্রটি হইবে না। গায়ত্রী এই মন্ত্রের ছন্দ। গায়ত্রী ত্রিপাদ এবং প্রতিপাদ অষ্টাক্ষরযুক্ত। ঋক্‌মন্ত্র নিয়তাক্ষরপাদব্যবস্থিত বলিয়া অন্যমন্ত্রের কোন পাদ ইহাতে যুক্ত হইতে পারে না।

আবার যে ঋক্‌মন্ত্র ষড়্‌জ প্রভৃতি স্বরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া গীত হইবে তাহাকেই সামমন্ত্র বলে। ঋক্ মন্ত্রই গীত হইলে অর্থাৎ স্বর সংযোগে উচ্চারিত হইলে তাহাকেই সাম বলা হয়। এজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে "তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ঁ সাম গীয়তে" (ছাঃ উঃ ১।৬।৫)। স্থূল কথায় পদ্য মন্ত্রই ঋক্ এবং গীতিযুক্ত পদ্যমন্ত্রই সাম। এজন্য প্রত্যেকটি সামমন্ত্রের যোনিরূপে ঋক্ মন্ত্র ব্যবস্থিত হইয়াছে। যে ঋক্ মন্ত্রটি স্বর সংযোগে গীত হইয়া সাম মন্ত্র নামে অভিহিত হয় সেই ঋক্ মন্ত্রটি সেই সামমন্ত্রের যোনি ঋক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ততঃপর জৈমিনি বলিয়াছেন, ঋক্‌মন্ত্র ও সামমন্ত্র ভিন্ন যে মন্ত্র তাহাকেই যজুর্মন্ত্র বলে; তাহা নিয়তাক্ষরপাদবদ্ধ নহে, এবং স্বরসংযোগে গীতও হয় না।

তাহা অপাদবদ্ধ। সুতরাং পদ্য, গীতি ও তদ্ভিন্ন মন্ত্র—এই ত্রিবিধ মন্ত্রই বেদে আম্নাত হইয়াছে। নিয়তাক্ষর পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এবং একার্থপ্রতিপাদক মন্ত্রই ঋক্ মন্ত্র। তাহা শাকল সংহিতায়, শাঙ্খায়ন সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, শ্রৌত সূত্রে বা ইতিহাস পুরাণাদিতে যে স্থলেই আম্নাত হউক না কেন, তাহাই ঋক্ মন্ত্র। এজন্য যজুঃ সংহিতাতেও যে সমস্ত নিয়তাক্ষরপাদবদ্ধ, ছন্দোযুক্ত, নিয়তপাদসমন্বিত একার্থপ্রতিপাদক মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে তাহারাও ঋক্ মন্ত্রই বটে। এইরূপ অথর্বসংহিতাতেও বহু ঋক্‌মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শাকল সংহিতায় যে ঋক্‌মন্ত্রটি আম্নাত হয় নাই অথচ অথর্বসংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহা ঋক্‌মন্ত্র নহে এরূপ বলা উচিত নহে। বহু ঋক্‌মন্ত্র যাহা ঋগ্বেদের মন্ত্র সংহিতায় আম্নাত হয় নাই অথচ ব্রাহ্মণাদিতে আম্নাত হইয়াছে তাহাও ঋক্ মন্ত্রই বটে। বৈদিক, যাজ্ঞিক এবং বেদ-সংরক্ষক প্রভৃতি বেদে অভিযুক্তগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করেন এবং যাহাতে ঋক্‌মন্ত্রের লক্ষণ আছে, যজুর্মন্ত্র বা সামমন্ত্রের লক্ষণ নাই তাহা ঋক্‌মন্ত্র ভিন্ন কি হইবে? বেদের মন্ত্র তিনপ্রকার বলা হইয়াছে। চতুর্থ বা পঞ্চমপ্রকার মন্ত্র প্রসিদ্ধ নাই। সামমন্ত্রসমূহ সমস্তই ঋক্‌মন্ত্র। কেবল স্বরসংযোগে গীত হয় বলিয়া এই ঋক্‌মন্ত্র-গুলিকেই সামমন্ত্র বলে।

কেহ কেহ যজুর্মন্ত্রেও ছন্দ আছে এরূপ বলেন। যজুর্মন্ত্রে ছন্দ থাকিলেও তাহা ঋক্‌মন্ত্রের মত নিয়তাক্ষরযুক্ত পাদবিশিষ্ট নহে, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দোযুক্তও নহে। পিঙ্গলাদিছন্দঃশাস্ত্র হইতে যজুর্মন্ত্রেরও ছন্দ নির্দেশ করা যায় অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ যজুর্মন্ত্রের কোন ছন্দ নাই। যজুর্মন্ত্র পাঠ করিলে ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিতেছি এরূপ প্রতীতিও হয় না। যাঁহারা যজুর্মন্ত্রেও ছন্দ আছে বলেন তাঁহারা মনে করেন যজুর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলে তাহা মন্ত্র না হইয়া ব্রাহ্মণ বাক্যের অন্তর্গত হইয়া যাইত। কারণ জৈমিনি বলিয়াছেন, "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ (জৈঃ সূঃ ২।১।৩৩)। কিন্তু তাঁহাদের এই কথা সঙ্গত মনে হয়

না। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়াছেন। "মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বেদঃ।" মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ—বেদের এই উভয়ভাগে বেদশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদশব্দের অভিধেয়। আপস্তম্ব-পরিভাষা সূত্রেও "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" বলা হইয়াছে। সুতরাং "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" (জৈঃ সূঃ ২।১।৩২) এই সূত্রদ্বারা বেদের ত্রিবিধমন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া পরে "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" বলিয়াছেন। আর তাহাতে মন্ত্রভিন্ন বেদভাগই ব্রাহ্মণ—ইহাই সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত অর্থ। যজুর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলেই তাহা ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মন্ত্রের লক্ষণে জৈমিনি ছন্দের উল্লেখ করেন নাই। মন্ত্রমাত্রই ছন্দোযুক্ত হইবে এরূপ বলেন নাই। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" ইহাই জৈমিনির সূত্র। সুতরাং যজুর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলে "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" এই সূত্রদ্বারা যজুর্মন্ত্রসমূহেরও ব্রাহ্মণত্বাপত্তি হইবে এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। যজুর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলেও তাহার মন্ত্রত্বের কোন হানি হইবে না।

যজুর্মন্ত্রে ছন্দ না থাকিলে তাহা ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে—এই কথা "স্বাধ্যায়মণ্ডল" দ্বারা প্রকাশিত তৈত্তিরীয় সংহিতার ভূমিকা "বেদ-বেদিকা"তে পণ্ডিত গজানন্দশর্মা বলিয়াছেন—"ছন্দোবন্ধাভাবে শেষে ব্রাহ্মণশব্দ ইতি শাস্ত্রাৎ যজুষাং মন্ত্রাণামপি ব্রাহ্মণবাক্যত্বপ্রসঙ্গঃ" (বেদবেদিকা ১৮ পৃঃ)। পণ্ডিত গজানন্দ শর্মা যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যে অসঙ্গত হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টভাবেই প্রদর্শন করিয়াছি।

যাহা হউক, নিরুক্ত গ্রন্থের নৈঘণ্টুককাণ্ডে ভগবান্ যাস্ক দুহিতারও পিতৃধনে অধিকার আছে কিনা, ইহার বিচার করিয়া পুত্রের মত দুহিতারও পৈত্রিক ধনে অধিকার আছে এইরূপ ধর্মশাস্ত্রকারগণের একটি মত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই মত সমর্থনের জন্য যাস্ক বলিয়াছেন—

"তদেতদ্ ঋক্শ্লোকাভ্যামভ্যুক্তম্—

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥

(কৌ০ উ০ ২।১১)

ইহার অভিপ্রায়, দুহিতারও যে পিতৃধনে অধিকার আছে তাহা ঋক্ ও শ্লোক দ্বারা অভ্যুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমর্থিত হইয়াছে। "অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি" এই ঋক্‌মন্ত্রটি দুহিতারও পিতৃধনে অধিকারের সমর্থক। যাস্ক-ধৃত এই ঋক্‌মন্ত্রটি কোন মন্ত্রসংহিতায় আম্নাত হয় নাই। অথচ যাস্ক এই বাক্যটিকে ঋক্‌মন্ত্র বলিয়াছেন। মন্ত্র-সংহিতায় আম্নাত না হইলেই যদি তাহা ঋক্‌মন্ত্র না হয় তবে যাস্ক কর্তৃক উদ্ধৃত "অঙ্গাদঙ্গাৎ" এই বাক্যটিই বা ঋক্‌মন্ত্র হইবে কিরূপে? যাস্ক কি ঋক্‌মন্ত্র বুঝিতেন না? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—কোন্ বাক্যটি মন্ত্র এবং কোন্ বাক্যটি মন্ত্র নয় তাহাতে অভিযুক্ত প্রসিদ্ধিই প্রমাণ। ভগবান্ যাস্কের মত বেদে অভিযুক্ত ব্যক্তি আর কে আছে? এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে টীকাকার ভগবদ্দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসীত্যেতাম্ ঋচং প্রবাসাদেত্য পুত্রস্য মূর্ধনি জপন্ জিঘ্রতি। অনুষ্টুবেষা।" কৌষীতকি উপনিষদেও ইহাই বলা হইয়াছে।

এইরূপ মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত পৌষ্যপর্বে উপমন্যু উপাধ্যায় কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দ্বারা অশ্বিনীকুমার যুগলের স্তুতি করিয়াছিলেন—"স এবমুক্ত উপাধ্যায়েনোপমন্যুঃ স্তোতুমুপচক্রমে দেবাবশ্বিনৌ বাগ্‌ভিঋর্গ্‌ভিঃ। "প্রপূর্বগৌ পূর্বজৌ চিত্রভানূ"—ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা উপমন্যু অশ্বিনীকুমারযুগলের স্তুতি করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রগুলি মহাভারতের পৌষ্যপর্বে বলা হইয়াছে। ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, কর্ম-মীমাংসকগণ এই প্রদর্শিত ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে কর্মসম-

বেতার্থের প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করেন। এই ঋক্‌মন্ত্রগুলির সমানার্থক অন্য যে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র কর্মকাণ্ডে আম্নাত হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্র কর্মসমবেতার্থক বলিয়া এই ঋক্‌মন্ত্রগুলিও কর্মসমবেতার্থের প্রকাশক হইবে। কিন্তু কর্মমীমাংসকগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উপমন্যু দৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ আছে বলিয়া ইহারা ব্রহ্মের প্রতিপাদক। বিশেষতঃ উপমন্যুদৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্রগুলি কোন কর্মেই বিনিযুক্ত হয় নাই। এজন্য উপমন্যুদৃষ্ট ঋক্‌মন্ত্রগুলি কর্মে বিনিযুক্ত না হইলেও তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক। উপমন্যুদৃষ্ট মন্ত্রগুলি যে ঋক্‌মন্ত্র তাহা উপমন্যুর সময় হইতে অদ্য পর্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রসিদ্ধই আছে। অথচ এই মন্ত্রগুলি কোন মন্ত্রসংহিতায় আম্নাত হয় নাই। কোন ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত না হইলেই যদি তাহা ঋক্‌মন্ত্র না হয় তবে উপমন্যুদৃষ্ট মন্ত্রগুলিও ঋক্‌মন্ত্র হইবে না। কিন্তু শবরস্বামী যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে এই মন্ত্রগুলি যে ঋক্‌মন্ত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ন্যায়দর্শনের "প্রধানশব্দানুপপত্তেগুর্ণশব্দেনানুবাদো নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।৫৯) এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, ঋগ্‌ব্রাহ্মণঞ্চাপবর্গাভিধায্যভিধীয়তে। ঋচশ্চ ব্রাহ্মণানি চাপবর্গাভিবাদানি ভবন্তি। ঋচশ্চ তাবৎ—

কর্মভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্মভ্যো-
হমৃতত্বমানশুঃ ॥১॥

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো
বিশন্তি ॥২॥

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৩॥

এস্থলে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অপবর্গাভিধায়ী তিনটি ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ও এই বাক্যগুলিকে স্পষ্টাক্ষরে ঋক্‌মন্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু এই তিনটি ঋক্‌মন্ত্র কোন ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই। "বেদাহমেতম্" এই তৃতীয়মন্ত্রটি শুক্লযজুঃসংহিতার ৩১তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্রটিও কোন ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই। ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত না হইলেই যদি তাহা ঋক্‌মন্ত্র না হয় তবে বলিতে হইবে যাস্কের মত বাৎস্যায়নও ঋক্‌মন্ত্র কাহাকে বলে জানিতেন না। ইদানীং আমরা ভারতের বাহিরে গমন করিয়া তাহাদের উপদেশ অনুসারে বুঝিয়াছি—যাস্ক, মহাভারতকার এবং বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বৈদিকমূর্ধন্যগণ ঋক্‌মন্ত্র কাহাকে বলে বুঝিতেন না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" এইরূপ উপক্রম করিয়া "তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ঋক্‌মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত। এজন্য ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থ। এস্থলে "এষাভ্যুক্তা" এই বাক্য দ্বারা "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্" এই ঋক্‌টিকেই "এষাভ্যুক্তা" এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গশব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। ঋক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" এই ঋক্‌টিকে উপদেশ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে "মন্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৫ বলা হইয়াছে। সূত্রকার "মন্ত্রবর্ণ" শব্দ দ্বারা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই ঋক্‌মন্ত্রটির নির্দেশ করিয়াছেন। অথচ এই ঋক্‌মন্ত্রটি কোন ঋক্‌সংহিতাতেই আম্নাত হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও ব্রহ্মসূত্রে ইহাকে ঋক্‌মন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থের ও ব্রহ্মসূত্রকারের ঋক্‌মন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের ২৮তম খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, "তদেতানি জপেৎ। (১) অসতো মা সদ্‌গময়, (২) তমসো মা জ্যোতির্গময়, (৩) মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়েতি ;" এস্থলে শ্রুতি তিনটি যজুর্মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই তিনটি মন্ত্র যজুঃসংহিতায় আম্নাত হয় নাই। অথচ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ এই তিনটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্ত্র বলিয়াই তো ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। "অমৃতং গময়েতি" এই "ইতি"কার দ্বারা এই তিনটি যে ব্যাখ্যেয় মন্ত্র ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে। "এতানি জপেৎ" এস্থলেও ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন দ্বারা নির্দেশ করায় এই তিনটি মন্ত্রই যজুঃ ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করও "এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজূংষি" এইরূপ বলিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে এই মন্ত্র তিনটি আম্নাত না হইলেও ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই তিনটিকে যজুর্মন্ত্র বলা হইয়াছে এবং তাহার ব্যাখ্যাও প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে শতপথব্রাহ্মণ যজুর্মন্ত্র কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত। কাহারা মন্ত্র তাহাতে অভিযুক্ত উক্তিই প্রমাণ। বেদে যাঁহারা অভিযুক্ত তাঁহারা যাহাকে মন্ত্র বলেন তাহাই মন্ত্র এবং মন্ত্রব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট বেদ ভাগই ব্রাহ্মণ। বেদের এই মন্ত্রভাগে ঈশ্বর-তত্ত্বের ও দার্শনিকতত্ত্বের প্রকাশ আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব।

আজকাল দার্শনিকগণ মনে করেন আমরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি, বেদের মন্ত্রভাগের আলোচনায় আমাদের লাভ কি? কিন্তু যে ছয়খানি দর্শন সুপ্রসিদ্ধ আছে সেই সমস্ত দর্শনগ্রন্থের সূত্রকার ও ভাষ্য-কার প্রভৃতি বেদের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনের জন্য বেদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মত পোষণের জন্য বহু প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের সূত্রভাষ্যাদির আলোচনা না থাকায় বর্তমান সময়ে দার্শনিক-গণ মনেই করিতে পারেন না যে, বেদের মন্ত্রভাগও দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ এবং অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায়ও বেদের মন্ত্রভাগ পরিপূর্ণ এবং তাহাই দর্শনশাস্ত্রেরও উপজীব্য।

অনেকে মনে করেন, বেদের উপনিষদে দার্শনিকতত্ত্বের বা অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা থাকিলেও বেদের উপনিষদ্ভাগ পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদের সুপ্রাচীন মন্ত্রভাগে দার্শনিকতত্ত্বের বা অধ্যাত্ম-বাদের আলোচনা নাই। তাহা কেবল নিঃসার কর্মকাণ্ডের আলোচনাতেই

পরিপূর্ণ। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি নিবারণের জন্য আমরা বেদের মন্ত্রভাগে দার্শনিকতত্ত্বের, ঈশ্বরতত্ত্বের ও আধ্যাত্মবিদ্যার যে আলোচনা বিদ্যমান আছে তাহা প্রদর্শন করিব। বেদের মন্ত্রভাগ বলিলে কি বুঝিতে পারা যায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ করিবার জন্য আমরা বেদের মন্ত্রভাগের স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর

(১)

(ঈশ্বর পিতা)

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥

(ঋক্ ১০।৮২।৩, অথর্ব সং ২।১।৩,
বাজসনেয়িসংহিতা ১৭।২৭, তৈঃ সং ৪।৬।২।১, তৈঃ আঃ ১০।১।৪)

ভাষ্যভাবার্থ—যিনি জগৎস্রষ্টা তিনি আমাদের পিতা, পালয়িতা। তিনি কেবল আমাদের পালকই নহেন, তিনি জনিতা, উৎপাদক। তিনি কেবল আমাদের উৎপাদকই নহেন, তিনি বিধাতা—সমস্ত জগতের উৎপাদক। তিনি বিশ্বস্রষ্টা, তিনি সমস্ত ভূতবর্গের বেত্তা—সমস্ত ভুবনের পরিজ্ঞাতা। তিনিই সমস্ত দেবগণের নামকর্তা। ইন্দ্রাদি-দেবগণকে স্বয়ং নির্মাণ করিয়া তাহাদের ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নাম-করণ করিয়াছেন এবং এই ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে তাহাদের স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। যিনি দেবগণের উৎপাদয়িতা এবং তাহাদের নাম-কর্তা ও তাহাদের স্ব স্ব অধিকারে স্থাপয়িতা, তিনি এক। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদয়িতা, তিনি এক এবং অতি দুর্বিজ্ঞান। এজন্য এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে যে, পরমেশ্বর কে? কঃ পরমেশ্বরঃ?

ন্যায়দর্শনের ৪।১।২১ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "যথা অয়ং পিতা অপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাম্"। প্রদর্শিত ঋক্‌মন্ত্রটি দেখিয়াই ভাষ্যকার ঈশ্বরকে সমগ্র প্রাণিবর্গের পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২)

(ঈশ্বর বন্ধু)

স নো বন্ধুজনিতা স বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যত্র দেবাঽমৃতমানশানা-
স্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ (শুক্ল যজুঃ সং ৩২।১০)*

ভাষ্য ভাবার্থ—সেই পরমাত্মা আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের বন্ধুর মত মান্য। তিনি কেবল আমাদের বন্ধুই নহেন, তিনি আমাদের জনিতা জনয়িতা, আমাদের উৎপাদয়িতা। তিনি বিধাতা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারয়িতা। তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে জানেন এবং তাহাদের স্থানসমূহকেও জানেন। অগ্ন্যাদি দেবগণ 'তৃতীয়ে ধাম্নি' তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে স্বেচ্ছানুসারে অবস্থান করিতেছেন। এই অগ্ন্যাদি দেবগণ মোক্ষপ্রাপক তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবপ্রাপক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মভাবপ্রাপক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্ন্যাদি দেবগণ দ্যুলোকে অবস্থান করিতেছেন।

(৩)

(ঈশ্বর সখা)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥
(ঋক্ সং ১।২২।১৬৪।২০, অথর্ব সং ৯।৯।২০)

---

* প্রদর্শিত মন্ত্রগুলির দার্শনিকতত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে।

ভাষ্য ভাবার্থ—এই ঋক্ মন্ত্রে লৌকিক পক্ষিদ্বয়কে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্তুত হইয়াছেন। এক বৃক্ষনিবাসী শোভন পক্ষযুক্ত পক্ষিযুগল সমান স্বভাব এবং পরস্পর সখা। এই পরস্পর সৌখ্যযুক্ত পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটি পক্ষী বৃক্ষের পক্ব স্বাদু ফল ভক্ষণ করে এবং অপর পক্ষী বৃক্ষের স্বাদুফল ভক্ষণ করে না, কিন্তু কেবলমাত্র দর্শন করে। এই এক বৃক্ষারূঢ় সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিযুগলের মত জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমান স্বভাব এবং পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন এবং বৃক্ষস্থানীয় এক শরীরে অবস্থিত। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমান স্বভাব ও পরস্পর সখ্যযুক্ত। শরীরই জীবাত্মা ও পরমাত্মার উপলব্ধিস্থান বলিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে মন্ত্রে একবৃক্ষারূঢ় বলা হইয়াছে। পক্ষিযুগলের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত হইয়া স্বাদু ফল অর্থাৎ স্বকর্ম দ্বারা অর্জিত সুখ দুঃখরূপ ফলের উপভোগ করে। পরমাত্মা দ্বিতীয় পক্ষীর মতই স্বাদু ফল ভক্ষণ করে না, কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইয়া ভোক্তা জীবের এবং ভোগ্য বিষয়ের দর্শনমাত্র করে। এই মন্ত্রটি অবলম্বন করিয়া বীরশৈবগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে বিশেষাদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন। (শ্রীকর ভাষ্য প্রস্তাবনা ১৪।১৫ শ্লোক)। এই ঋক্ মন্ত্রটি মুণ্ডক উপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্র। যাঁহারা ঋক্ সংহিতার আলোচনা করেন না তাঁহারা মনে করেন এই মন্ত্রটি মুণ্ডক উপনিষদেই বলা হইয়াছে ; কিন্তু বেদের মন্ত্রকাণ্ডে আম্নাত হয় নাই। বেদের মন্ত্রকাণ্ডে আম্নাত হয় নাই বলিয়া "দ্বা সুপর্ণা" এই বাক্যটি মন্ত্র কিনা এই বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। তৃতীয় মুণ্ডকের এই প্রথম মন্ত্রটি যে ঋক্ সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আমরা করিয়াছি এবং ঋক্ সংহিতার যে সূক্তে এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে তাহার নাম "অস্যবামীয়" সূক্ত। এই সূক্তের বিশেষ পরিচয় আমরা 'বেদের মন্ত্রভাগে আধ্যাত্ম-বিদ্যা' প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। মুণ্ডক উপনিষদে যে সমস্ত ঋকমন্ত্র আম্নাত হইয়াছে তাহাদের মন্ত্রত্বে সন্দেহের কোন অবসর

নাই। উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে বলিয়াই তাহার ঋক্ত্ব বা মন্ত্রত্বের কোন হানি ঘটে নাই।

(৪)

(পরমেশ্বর পিতা ও মাতা)

ইন্দ্রো ভূতস্য ভুবনস্য রাজেন্দ্রো দাধার পৃথিবীমুতেমাম্।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনা শ্রিতানীন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরং চ ॥১॥

ইন্দ্রঃ পৃণন্তং পপুরিং চেন্দ্রা ইন্দ্রঃ স্তুবন্তঁ স্তুবিতারমিন্দ্রঃ।
দধাতি শক্রঃ সুকৃতস্য লোকে ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরংচ॥ ॥

ইন্দ্রো দ্যৌরুর্ব্যত ভূমিরিন্দ্রা ইন্দ্রঃ সমুদ্রো অভবৎ গভীরঃ।
উবন্তরিক্ষঁ স জনাসা ইন্দ্রা ইন্দ্রং মন্যে পিতরং মাতরংচ ॥৩॥

(মৈত্রায়ণী সং ৪।১৪।৭)

এই মৈত্রায়ণী সংহিতাই কালাপক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত ঋক্ মন্ত্রে পরমেশ্বরকে মাতা ও পিতা বলা হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত মন্ত্রে ইন্দ্রকেই পিতা, মাতা বলা হইয়াছে তথাপি এ স্থলে ইন্দ্র শব্দ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা ইন্দ্রকে নির্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু পরমেশ্বরেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে", "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" ইত্যাদি ঋক্মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দ ও মঘবন্ শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্রেও বুঝিতে হইবে। প্রদর্শিত মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্রগুলির সরলার্থ—ইন্দ্র সমস্ত ভুবনের রাজা। পৃথিবীলোক ও দ্যুলোককে ইন্দ্রই

ধারণ করিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্ব ইন্দ্রেই আশ্রিত আছে। এই ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া মনে করি ॥ ১ ॥ ইন্দ্রই সমস্ত প্রীতির প্রদাতা এবং ইন্দ্রই প্রীতির গ্রহীতা, প্রীতির দাতা ও ভোক্তা ইন্দ্রই বটে। ইন্দ্রই স্তুতিকর্তা এবং ইন্দ্রই স্তোতব্য। ইন্দ্রই সমস্ত সুকৃত-কর্মের ফলপ্রদাতা। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি ॥ ২ ॥ পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক সমস্তই ইন্দ্র। ইন্দ্রই গভীর সমুদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন। হে শ্রোতৃবর্গ, ইন্দ্রই সমস্ত লোকরূপে স্থিত রহিয়াছেন। ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি ॥ ৩ ॥ মৈত্রায়ণী সংহিতার এই অনুবাকে আরও তিনটি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। সেই তিনটি মন্ত্রেও পরমেশ্বর ইন্দ্রকে পিতা ও মাতা বলা হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রে ঈশ্বরের পিতৃত্বাদি ধর্ম দেখাইয়াছি। সকলের পিতা ঈশ্বর এক, ইহাও ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। যদিও ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বাত্মক বলা হইয়াছে তথাপি পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি সম্বন্ধের উল্লেখপূর্বক ঈশ্বরের নির্দেশ অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও আশ্বাসপ্রদ হইয়া থাকে বলিয়া আমরা সম্বন্ধোল্লেখী মন্ত্রের উদ্ধরণ করিলাম।

(৪-ক)

ঈশ্বর পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র

উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥

(অথর্ব সং ১০।৮।২৮)

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, এক দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর সমস্ত জীবের মনেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের পিতা।

ইনিই আবার সমস্ত জীবের পুত্ররূপে অবস্থিত। এই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই পরমেশ্বরই সমস্ত জীবের প্রথমে অবস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত মাতার গর্ভস্থিত জীবরূপেও এই পরমেশ্বরই অবস্থিত আছেন।

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরকে পুত্ররূপে উপাসনা যাহা প্রচলিত আছে তাঁহারও মূল প্রদর্শিত ঋক্‌মন্ত্র। এই মন্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বাত্মক ও এক বলা হইয়াছে। একই ঈশ্বর সর্বজীবরূপে অবস্থিত আছেন—ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। সমস্ত জীবের ঈশ্বরাত্মকতা উপপাদনের জন্যই বেদান্তদর্শন প্রবৃত্ত হইয়াছে। নানাবিধ উপপত্তির দ্বারা ঈশ্বরের সর্বজীবাত্মকতা বেদান্তদর্শনে উপপাদিত হইয়াছে। সাধারণ বুদ্ধিতে ঈশ্বরের সর্বজীবাত্মকতা কেহই বুঝিতে সমর্থ হয় না।

এই মন্ত্রেও ঈশ্বরকে এক বলা হইয়াছে। বেদের মন্ত্রদ্বারা ও দার্শনিকগণ নানা যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিলেও জঘন্য বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে ভারতীয়গণ নানা ঈশ্বরবাদী এইরূপ প্রসিদ্ধি হইয়াছে। ঈশ্বর এক এবং সর্বাত্মক—ইহা বেদৈকপ্রতিপাদ্য বলিয়া মাত্র ভারতীয়গণই ইহা জানিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন ভাগেই এই সিদ্ধান্ত প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই।

(৫)

ঈশ্বরের একত্ব

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(ঋক্ সং ১।২২।১৬৪।৪৬)

মন্ত্রের ভাবার্থ—একই ব্রহ্ম সর্বাত্মক বলিয়া সমস্ত দেবতার নাম

দ্বারা মন্ত্রসমূহে একই ব্রহ্ম স্তুত হইয়া থাকেন। নামের ভেদ প্রযুক্ত বস্তুর ভেদ হয় না। সর্বাত্মক ব্রহ্মের অনন্তশক্তিপ্রযুক্ত তাহা হইতে অনন্ত ক্রিয়া নিস্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া ক্রিয়াভেদের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া স্তোতৃগণ বিভিন্ন নামে একই ব্রহ্মের স্তুতি করিয়া থাকেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য সুপর্ণ-গরুড়, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে নানা ঋক্‌মন্ত্রে একই ব্রহ্ম স্তুত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা মনে করেন, ভারতীয় সভ্যতায় ঈশ্বরও নানা, ঈশ্বরের একত্ব ভারতীয়গণ জানিতেন না তাঁহাদের এই অখণ্ড অজ্ঞতা নিবৃত্তির জন্য পৃথিবীর মানবীয় সভ্যতার আদি গ্রন্থ ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রভাগ হইতে ঈশ্বরের একত্বপ্রতিপাদক মন্ত্র আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা কোনওরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভারতীয়গণকে একেশ্বরবাদ শ্রবণ করাইতে চাহেন তাঁহাদের ধৃষ্টতার তুলনা নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের একত্ব প্রভৃতি একমাত্র বেদই প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। বেদই সমগ্র মানবজাতিকে ইহা শুনাইয়াছেন। সেই বেদপ্লাবিত ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ প্রচারের প্রয়াস বালচাপল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদপ্রকাশিত ঈশ্বরের একত্বাদি অনন্ত যুক্তি-জালাদির দ্বারা ভারতীয় দার্শনিকগণ এককণ্ঠে সমর্থন করিয়াছেন—ইহা আমরা এই গ্রন্থের অপরাংশে প্রদর্শন করিব।

(৬)

জগৎস্রষ্টা ও প্রলয়কর্তা ঈশ্বর এক ও আমাদের পিতা

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষিহোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ ॥

(ঋক্ সং ৮।৩।১৬।১ ; তৈ০ সং ৪।৬।২।১)

ভাষ্যভাবার্থ—যে বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর, প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি সপ্তভুবন আত্মাতে আহুতি প্রদান করিয়া অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপের মত সপ্তলোক আত্মাতে উপসংহরণ করিয়া—অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ঋষি, সংহাররূপ হোমের কর্তা আমাদের পিতা-জনক, স্বয়ং অবস্থিত ছিলেন। মন্ত্রের প্রথমার্ধের অভিপ্রায় এই যে, আমাদের পিতা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভুবনের উপসংহরণ করিয়া সংহর্তারূপে একাকী অবস্থান করেন। আর এই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তই উপনিষদে "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ", "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। যাহা মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাহাই উপনিষদেও বলা হইয়াছে। উপনিষদ্ কোন নূতন কথা বলেন নাই।

দ্বিতীয়ার্ধের ভাবার্থ—সপ্তভুবন সংহার করিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বর "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এইরূপ সিসৃক্ষারূপ আশীর্যুক্ত হইয়া জগতের ভোগরূপ দ্রবিণ-ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রথমচ্ছৎ স্বীয় প্রাথমিক নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। স্বীয় রূপ আচ্ছাদনপূর্বক 'অবরান্ আবিবেশ' অবরান্ স্বসৃষ্টপ্রাণিহৃদয়ে 'আবিবেশ' জীবরূপে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। "স তপোঽতপ্যত", "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত", "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বর জগতের সংহারকর্তা। তিনিই জগতের পুনঃস্রষ্টা। তিনিই স্বসৃষ্টপ্রাণিহৃদয়ে জীবরূপে প্রকাশমান এবং এই পরমেশ্বর এক—এই সিদ্ধান্তই উক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে। এই ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বলা হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যকারও ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াছেন। তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১)।

(৭)

জগৎসৃষ্টি দুর্বিজ্ঞান

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব॥

(ঋক্ সং ৮৷৭৷১৭৷৬ ; মৈঃ সং ৪৷১২৷১৷১৯ ; তৈ০ ব্রাঃ ২৷৮৷৯৷৫)

ভাষ্যভাবার্থ—এই ঋক্মন্ত্রে জগৎসৃষ্টির দুর্বিজ্ঞানতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভূতভৌতিকাদিরূপে এই পরিদৃশ্যমান নানাপ্রকার বিসৃষ্টি কোন্ উপাদান কারণ হইতে এবং কোন্ নিমিত্তকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কোন্ পুরুষ যথার্থতঃ জানে? কোন্ পুরুষই বা মনুষ্য-লোকে তাহা বলিতে পারে? জগতের উপাদান কারণই বা কি? এবং নিমিত্তকারণই বা কি? ইহা কেই বা জানে? এবং কেই বা বলিতে পারে? মন্ত্রে 'কুতঃ' শব্দ দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ বিষয়ক প্রশ্ন সূচিত হইয়াছে। এজন্য কারণ-দ্বৈবিধ্যই বৈদিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। শঙ্কা—যদি বলা যায় দেবতারা জানেন ও তাঁহারাই এই উভয়কারণ বলিতে পারেন, দেবতারা সর্বজ্ঞ—এতদুত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন যে, দেবতারাও জানিতে পারেন না। কারণ ভূতভৌতিক জগতের সৃষ্টির পরে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূতভৌতিক সৃষ্টির পরে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দেবতাদের সৃষ্টির পূর্বেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। দেবতাদের সৃষ্টির পূর্বে যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেবতারা জানিবেন কিরূপে? না জানিয়া উপদেশই বা করিবেন কিরূপে? দেবতারাও জানেন না, মানুষও জানে না যে, কোন্ কারণ হইতে সমগ্র জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই ঋক্মন্ত্রটি "দৃশ্যতে তু" (ব্রঃ সূঃ ২৷১৷৬) সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে

উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সম্পাদকের মন্ত্রসংহিতার পরিচয় না থাকায় মন্ত্রের স্থাননির্দেশ ভ্রান্তিপূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮)

জগৎসৃষ্টির বিজ্ঞাতা একমাত্র পরমেশ্বর

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

(ঋক্ সং ৮।৭।১৭।৭ ; মৈঃ সং ৪।১২।১।২০ ; তৈং ব্রাঃ ২।৮।৯।৬)

ভাষ্যভাবার্থ—পূর্বমন্ত্রে জগৎসৃষ্টি দুর্বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। দেবতা বা মনুষ্য কেহই জানে না যে, জগৎসৃষ্টি কোন্ কারণ হইতে হইয়াছে। আর এজন্য জগতের সৃষ্টি কোন কারণবিশেষ হইতে হইয়াছে ইহা সিদ্ধই হইতে পারে না বলিয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন—"ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ"। এই জগৎ বর্তমানের মত অতীতেও এইরূপই ছিল। পূর্বে জগৎ প্রলীন ছিল তাহার পরে কারণবিশেষ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টি স্বীকার করেন না। ঋক্মন্ত্রই বলিতেছেন—কোন্ কারণ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেহই জানে না। জগতের সৃষ্টিই কেবল দুর্বিজ্ঞান নহে কিন্তু সৃষ্ট জগতের ধারয়িতাও দুর্বিজ্ঞান। সৃষ্ট জগতের ধারণও সম্ভাবিত নহে। মন্ত্রার্থ—গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপে নানাবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে সেই পরমাত্মাই যদি স্বসৃষ্ট জগতের ধারণ করেন তবেই সৃষ্ট জগৎ বিধৃত হইতে পারে, নতুবা অন্য কেহই ইহার ধারণ করিতে সমর্থ নহে। "এষ সেতুর্বিধৃতিঃ" উপনিষদেও ইহাই বলা হইয়াছে।

যে উপাদান হইতে জগতের বিসৃষ্টি হইয়াছে সেই উপাদানীভূত পরমাত্মাও দুর্বিজ্ঞান বলিয়া পরমাত্মাই জগতের উপাদান ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য সাংখ্যবিদ্‌গণ প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াছেন। বৈশেষিকগণ পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্র বলিতেছেন—এই বিসৃষ্টি যে পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই পরমাত্মাই সৃষ্ট জগতের ধারয়িতা, অন্য কেহই ধারয়িতা হইতে পারে না। এই পরমাত্মাই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। "যদি বা দধে যদি বা ন" এইরূপ সন্দেহ প্রকাশের জন্য শ্রুতি প্রবৃত্ত হয় নাই; কিন্তু "যদি বেদাঃ প্রমাণম্" এইরূপ উক্তির মত অসন্দিগ্ধ বিষয়ে সন্দেহবচন হইয়াছে। অন্যথা, পরমাত্মার জগৎকারণত্বপ্রতিপাদক বহু মন্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। এই মন্ত্রেরই অপর ভাগে বলা হইয়াছে যে, "যো অস্যাধ্যক্ষঃ"—'অস্য' ভূতভৌতিক জগতের যিনি অধ্যক্ষ ঈশ্বর পরম-ব্যোমে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ-রূপে স্থিত আছেন। স্বমহিম-প্রতিষ্ঠ ঈশ্বরই জগতের একমাত্র অধ্যক্ষ। তিনিই মাত্র জগতের সৃষ্টি কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে হইয়াছে তাহা জানেন। অন্য কেহই জানিতে পারে না। তিনিই জগতের ধারয়িতা, অন্য কেহ ধারয়িতা হইতে পারে না। নিবিষ্টভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে—এই মন্ত্রের অভিপ্রায়ই নানাবিধ উপনিষদ্‌বাক্যে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের ভগবদ্‌ভাস্করীয় ভাষ্যে এই প্রশ্নোত্তররূপ দুইটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাস্করের ব্যাখ্যারও নবীনতা আছে। ভাস্করীয় ভাষ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শন করিব। (পরিণামবাদ, এই গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠা)।

(৯)

পরমেশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি ?

কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণম্
কতমৎ স্বিৎ কথাসীত্।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্মা
বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥
(ঋক্ সং ৮।৬।১৬।২ ; তৈঃ সং ৪।৬।২।৪ ; মৈঃ সং ২।১০।২।১৭)

এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রে "য ইমা বিশ্বা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরমেশ্বর প্রলয়কালে জগতের উপসংহার করিয়া প্রলয়দশার অবসানে সিসৃক্ষাবশতঃ সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—ইহা বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় বলিয়া জগতের সৃষ্টিতে অধিষ্ঠান কি হইবে ? উপাদান কারণই বা কি হইবে ? অধিষ্ঠান ও উপাদান না থাকিলে পরমেশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টিই অনুপপন্ন হইবে অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিই হইতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে পূর্বমন্ত্রের সিদ্ধান্তে আক্ষেপ প্রদর্শনের জন্য এই মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। লোকদৃষ্টি অনুসারে পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে আক্ষেপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। কুম্ভকার কর্তৃক ঘটাদির সৃষ্টিতে দেখা যায় ঘটচিকীর্ষু কুম্ভকার তাহার কর্মশালাতে স্থিত হইয়া ঘটের আরম্ভক মৃত্তিকারূপ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দণ্ডচক্রাদি উপকরণের সাহায্যে ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে। কুম্ভকার যেরূপে ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে ঈশ্বরও সেইরূপেই জগতের সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু কুম্ভকারের মত ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্ভাবিত নহে। কারণ জগতের প্রলয়দশাতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। এজন্য ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিবেন কিরূপে ? দ্যুলোকভূলোকই সমস্ত জগতের আশ্রয়। জগতের আশ্রয় দ্যুলোকভূলোক সৃষ্টি করিবার

সময় কুম্ভকারের কর্মশালার মত ঈশ্বরের কোন অধিষ্ঠান বা আশ্রয় থাকিতে পারে না। কোন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত না হইয়া ঈশ্বর দ্যুলোকাদির সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে —"কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম্"। এইরূপ দ্যুলোকভূলোক সৃষ্টির আরম্ভণ —উপাদানকারণই বা কি ছিল? আরম্ভক উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি হইল কিরূপে? আর ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"আরম্ভণং কতমৎ স্বিৎ—আরভ্যতে অনেনেতি আরম্ভণমুপাদানকারণম্"। উপাদান-কারণদ্বারাই কার্য আরব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য উপাদানকারণকেই আরম্ভণ বলা হইয়াছে।

যদিও আরম্ভণ দ্রব্য কিছু স্বীকার করা যায় তাহাতেও প্রশ্ন এই যে, সেই আরম্ভণ উপাদান সদ্‌বস্তু অথবা অসদ্‌বস্তু হইবে? উভয় পক্ষই অসঙ্গত। কারণ, ঈশ্বরভিন্ন সদ্‌বস্তু উপাদান স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব থাকিবে না। "প্রলয়দশাতে ঈশ্বর একাকী অবস্থান করেন", এই শ্রৌত সিদ্ধান্তের ভঙ্গ হইবে। আর উপাদান অসৎ হইলে সদ্‌রূপ দ্যুলোকাদির তাহা উপাদান হইবে কিরূপে? উপাদেয় উপাদানের সমানরূপ হইয়া থাকে। অসৎ সতের সমানরূপ নহে বলিয়া অসৎ ও সতের উপাদান-উপাদেয়ভাব হইতে পারে না। আর ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"কথাসীৎ"—কথমভূৎ। সৎ বা অসৎ কিছুই দ্যুলোকাদির উপাদান হইতে পারে না—ইহাই এই মন্ত্রাংশের অভিপ্রায়। যদিও বিশ্বচক্ষা—সর্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্মা পরমেশ্বর স্বীয় মহিমা বশতঃ দ্যুলোক-ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন তথাপি পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে যে অধিষ্ঠান ও আরম্ভণ অবশ্য অপেক্ষিত তাহা কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাহার অধিষ্ঠান ও সৃষ্ট বস্তুর উপাদান কি—এই প্রশ্নই এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। "কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনম্। কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।" এই শিবমহিম্ন স্তোত্রের শ্লোকের পূর্বার্ধে যে প্রশ্নগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্র হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রেরই অর্থ স্তোত্রে সংকলিত হইয়াছে।

বৈশেষিকদর্শনে যে আরম্ভবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা কর্মমীমাংসকগণ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারও বীজ এই মন্ত্রে নিহিত হইয়াছে। "আরম্ভণং কতমৎ স্বিৎ" এই মন্ত্রাংশে দ্যুলোকভূলোকের আরম্ভক কি? ইহাই প্রশ্ন করা হইয়াছে। যদিও আমরা সায়ণভাষ্যানুসারে উপাদান-কারণকেই আরম্ভণ বলিয়াছি তথাপি আরম্ভণ শব্দদ্বারা কার্যদ্রব্যের আরম্ভক অবয়বকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা মন্ত্রের আরম্ভণ-শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহের পেটিকাস্বরূপ—ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(১০)

ঈশ্বর সর্বাত্মক কুম্ভকারাদিকর্তৃবিলক্ষণ, তাঁহার অধিষ্ঠানাদির অপেক্ষা নাই

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাত্।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ (ঋক্ সং ৮।৩।১৬।৩, তৈ সং ৪।৬।২।৪, মৈঃ সং ২।১০।২।১৮, শ্বেঃ উঃ ৩।৩)

ভাষ্যভাবার্থ—পরমেশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টিতে অধিষ্ঠান ও উপাদান কি? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এই 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ' মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর সর্বাত্মক এজন্য অধিষ্ঠান ও উপাদান নিরপেক্ষ হইয়া জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ—ইহাই এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমেশ্বর সর্বতো ব্যাপ্তচক্ষু, এইরূপ পরমেশ্বর বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতো বাহু

এবং বিশ্বতস্পাৎ। এই এতাদৃশ পরমেশ্বর নিজের মধ্যেই ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিরূপে সৃষ্টি করেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—বাহুযুগলের দ্বারা দ্যুলোককে সংধমন করেন—সম্যক্‌ভাবে প্রেরণ করেন এবং 'পতত্রৈঃ' গমনশীল চরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে সংধমন অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরসৃষ্ট চতুর্দশভুবনরূপ জগতে দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রাধান্যবশতঃ শ্রুতি এই দুই লোকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে দ্যুলোক-ভূলোক উৎপাদন করিয়া স্বপ্রকাশ দেব পরমেশ্বর এক অসহায় অবস্থান করিতেছেন। ভগবদ্‌গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিসমন্বিতম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (গীতা ১৩।১৪)। মহাভারতের শান্তিপর্বেও উক্ত গীতাশ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৩৮ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক)। প্রদর্শিত ঋক্‌মন্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে গীতা ও মহাভারতের ঈশ্বরবর্ণনা প্রদর্শিত হইয়াছে। "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" এই ঋক্‌মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে—গীতা ও মহাভারতেও তাহাই বলা হইয়াছে। গীতা ও মহাভারতের ভাষ্যটীকা প্রভৃতি আলোচনা করিলে এই মন্ত্রের বিশেষ রহস্য অবগত হইতে পারা যাইবে।

উদয়নপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ৫ম স্তবকে তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য উদয়ন "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত" এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ও ন্যায়সিদ্ধান্ত অনুসারে এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদের মঙ্গলশ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুক্তাবলীতে এই মন্ত্রটির চতুর্থপাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উদয়ন ও বিশ্বনাথ (মতান্তরে কৃষ্ণদাস সার্বভৌম) যে ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ঋক্‌সংহিতায়ই আম্নাত হইয়াছে। ইহা না জানার জন্য বেদের মন্ত্রকাণ্ডের সহিত ন্যায়দর্শনের যে কোনও সম্বন্ধ আছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। মুক্তাবলীতে যে মন্ত্রপাদ উদ্ধৃত হইয়াছে প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকে তাহার পাঠ অন্যরূপ ছিল। "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে" এইরূপ পাঠ ছিল এবং এই পাঠই প্রচলিত ছিল। আজও অনেকে

এই পাঠই বলিয়া থাকেন। মন্ত্রভাগের সহিত অপরিচয়ই ইহার কারণ। ঋক্‌সংহিতার স্থান নির্দেশ না করিয়া মন্ত্রটি উদ্ধৃত হওয়ায় ইহা বেদমন্ত্র নহে—এরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

এই ঋক্‌মন্ত্রের উদয়নকৃত ব্যাখ্যা এইস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে ঃ

অত্র প্রথমেন সর্বজ্ঞত্বং চক্ষুষা দৃষ্টেরুপলক্ষণাৎ। দ্বিতীয়েন সর্ব-বক্তৃত্বং, মুখেন বাগুপলক্ষণাৎ। তৃতীয়েন সর্বসহকারিত্বম্, বাহুনা সহকারিত্বোপলক্ষণাৎ। চতুর্থেন ব্যাপকত্বং পদা ব্যাপ্তেরুপলক্ষণাৎ। পঞ্চমেন ধর্মাধর্মলক্ষণপ্রধানকারণত্বম্। তৌ হি লোকযাত্রাবহনাদ্বাহূ। ষষ্ঠেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বম্। তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপ-দেশাঃ পতন্তীতি। সংধমতি সংজনয়ন্ ইতি চ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। তেন সংযোজয়তি সমুৎপাদয়ন্ ইত্যর্থঃ। "দ্যাবা" ইতি ঊর্ধ্বসপ্ত-লোকোপলক্ষণম্। "ভূমী"তি অধস্তাৎ। এক ইতি অনাদিতা। (কুসুমাঞ্জলি ৫ম স্তবক, ৯১ পৃঃ সোসাইটি সং)। ইহার অভিপ্রায়—এই ঋক্‌মন্ত্র পরমেশ্বরের ছয়টি বিশেষণ বলিয়াছেন। প্রথম-বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে সর্বজ্ঞ—সর্বদ্রষ্টা বলা হইয়াছে। "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" অর্থাৎ সর্বতো ব্যাপ্তচক্ষু—চক্ষুর দ্বারাই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু সর্বতো ব্যাপ্ত নহে এজন্য আমরা অল্পজ্ঞ। পরমেশ্বর সর্বতো ব্যাপ্তচক্ষু বলিয়া সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান তাঁহার আছে। ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য। তাহা ইন্দ্রিয়জন্য নহে। "পশ্যত্যচক্ষুঃ" এই মন্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। যদি কেহ সর্বতো ব্যাপ্তচক্ষু হয় তবে তাহার সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে। ঈশ্বরেরও সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহাকে "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অনিত্য চাক্ষুষজ্ঞানের উৎপত্তিতে চক্ষু অপেক্ষিত হইলেও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান নিত্য বলিয়া চক্ষুর অপেক্ষা নাই। সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের আছে বলিয়াই শ্রুতি ঈশ্বরকে "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" বলিয়াছেন। আর এইজন্যই "চক্ষুষা দৃষ্টেরুপলক্ষণাৎ" এইরূপ বলিয়াছেন। শ্রুতি ঈশ্বরের চক্ষু

আছে ইহা বুঝাইতেছেন না। কিন্তু চক্ষু শব্দের দ্বারা তাঁহার সর্ববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান আছে ইহাই বুঝাইতেছেন। গীতাশ্লোকেও যে—"সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্" বলা হইয়াছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের অক্ষি না থাকিলেও অক্ষিশব্দের দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানকেই বুঝান হইয়াছে।

"বিশ্বতোমুখঃ" এই দ্বিতীয় বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ববক্তৃত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রাণিবর্গের হিতের অনুশাসনকর্তা একমাত্র পরমেশ্বর। প্রাণিবর্গের হিতোপদেষ্টা পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের হিতোপদেষ্টৃত্ব সমর্থনের জন্যই মন্ত্রে তাহার সর্বজ্ঞত্বও প্রদর্শন করা হইয়াছে। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির ৩য় স্তবকের ১৮শ কারিকাতে আচার্য উদয়ন পরমেশ্বরের উপদেষ্টৃত্বরূপ সর্ববক্তৃত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পাতঞ্জলসূত্রেও পরমেশ্বরকে "পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (পাতঞ্জল সূঃ ১।২৬) এই সূত্রে আদি উপদেষ্টা বলা হইয়াছে। ব্যাসভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে, "জ্ঞানধর্মোপদেশেন……সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি" (পাতঃ সূঃ ভাষ্য ১।২৫)। ঈশ্বরের সর্বতোব্যাপ্ত মুখ প্রতিপাদনের জন্য মন্ত্র প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরই প্রাণিমাত্রের আদি হিতোপদেষ্টা ইহাই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইজন্যই উদয়ন বলিয়াছেন—"মুখেন বাগুপলক্ষণাৎ।"

"বিশ্বতোবাহুঃ" এই তৃতীয় বিশেষণের দ্বারা ঈশ্বরকে সর্বকার্যের সহকারিকারণ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর সমস্ত কার্যেরই সহকারিকারণ। এজন্যই শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বকর্তা বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ হস্ত-দ্বারাই লোকে কার্য করিয়া থাকে। ঈশ্বর সমস্ত কার্য্যেরই সাধারণ কারণ বলিয়া তাঁহাকে "বিশ্বতোবাহুঃ" বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত প্রতিপাদনের জন্য বিশ্বতোবাহু বলা হয় নাই। ঈশ্বর "অপাণি-পাদঃ", ঈশ্বর অশরীরী, তাঁহার হস্ত বা পাদ সম্ভাবিত নহে। এজন্য উদয়ন বলিয়াছেন—"বাহুনা সহকারিত্বোপলক্ষণাৎ"।

"বিশ্বতস্পাৎ" এই চতুর্থ বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সর্বব্যাপকত্ব

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সর্বগতদ্রব্যকেই বিভুদ্রব্য বা সর্বব্যাপক দ্রব্য বলা হয়। লোকে গমন চরণসাধ্য বলিয়া ঈশ্বরের সর্বগতত্ব-সাধনের জন্য "বিশ্বতস্পাৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের পাদ অর্থাৎ চরণ প্রতিপাদনের জন্য ইহা বলেন নাই। ঈশ্বর অশরীর-অপাণিপাদ; এজন্য উদয়ন "পদা ব্যাপ্তেরুপলক্ষণাৎ" এরূপ বলিয়াছেন। মন্ত্রগত "পাৎ" শব্দ ঈশ্বরের পদপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী; ঈশ্বর সর্বগত।

"সংবাহুভ্যাং ধমতি" এই বিশেষণে বাহুশব্দদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটি প্রধান কারণের নির্দেশ করা হইয়াছে। ধর্ম ও অধর্ম—এই দুইটি সমস্ত কার্যের বীজ। বীজ যেমন অঙ্কুরকার্য জননে প্রধান অর্থাৎ মুখ্য কারণ এইরূপ ধর্ম ও অধর্ম সমস্ত কার্য-জননে মুখ্য কারণ। এই ধর্ম ও অধর্ম-রূপ মুখ্য কারণদ্বয়কেই শ্রুতি ঈশ্বরের বাহুযুগল বলিয়াছেন। ধর্ম ও অধর্মকে বাহুশব্দের দ্বারা শ্রুতি নির্দেশ করিলেন কেন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন—"তৌ হি লোকযাত্রাবহনাদ্ বাহূ"। লোকযাত্রা শব্দের অর্থ লোকব্যবহার। কিরণাবলীর প্রারম্ভে উদয়ন বলিয়াছেন—"লোকস্য যাত্রার্থিনঃ"। এস্থলে যাত্রাশব্দের অর্থ ব্যবহার। ধর্ম ও অধর্ম সর্ববিধ লোকযাত্রা বহন করে অর্থাৎ নিষ্পাদন করে বলিয়া ধর্ম ও অধর্মকে বাহুযুগল বলা হইয়াছে। ব্যবহার মাত্রই সুখ বা দুঃখের জনক হইয়া থাকে। ধর্ম সুখের এবং অধর্ম দুঃখের কারণ। এজন্য ধর্ম ও অধর্মকে লোকযাত্রা বহন করে বলা হইয়াছে।

"সং পতত্রৈঃ" এই ষষ্ঠ বিশেষণদ্বারা পরমাণুরূপ আরম্ভক দ্রব্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা এবং ধর্মাধর্ম-রূপ অদৃষ্ট এবং আরম্ভক পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয়। অচেতন অদৃষ্ট পরমাণু প্রভৃতি চেতন ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া কার্যের জনক হইয়া থাকে। চেতনদ্বারা অনধিষ্ঠিত অচেতন জড়বস্তু কার্যের জনক হইতে পারে না। চেতন কুম্ভকারাদির দ্বারা অনধিষ্ঠিত অচেতন

দণ্ডচক্রাদি ঘটাদিকার্যের জনক হয় না। চেতন কুম্ভকারাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই ঘটাদিকার্যের জনক হয়—ইহা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ আছে। এইরূপ অচেতন আরম্ভক পরমাণু ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্যের জনক হইয়া থাকে। অচেতন অদৃষ্ট-পরমাণ্বাদি ঈশ্বরাধিষ্ঠেয় হইলেও, ঈশ্বরাধিষ্ঠেয় অচেতন বস্তুগুলির মধ্যে পরমাণুই প্রধান কারণ। পরমাণুই আরম্ভক দ্রব্য অর্থাৎ সমবায়িকারণ। কার্যজননে সমবায়িকারণই প্রধান। অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ অপ্রধান। শ্রুতি "পতত্র" শব্দের দ্বারা প্রধান অর্থাৎ মুখ্যাধিষ্ঠেয় সমবায়িকারণরূপ পরমাণুর নির্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রে "সংধমতি" শব্দের অর্থ সংযোজয়তি। পরমেশ্বর ধর্মাধর্মরূপ বাহুযুগলের দ্বারা পতত্রসমূহকে অর্থাৎ পরমাণু-সমূহকে সংযুক্ত করেন। ধর্মাধর্ম সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর আরম্ভক পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া পরমাণুসমূহকে সংযুক্ত করেন। তাহাতে সংযুক্ত পরমাণুদ্বয় হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ দ্ব্যণুকত্রয় হইতে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরমাণু হইতে মহদ্দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে মহদ্ দ্যুলোক অর্থাৎ উর্ধ্বসপ্তলোক ও ভূম্যাদি অধস্তন সপ্তলোক উৎপাদন করিয়া অনাদি পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন। মন্ত্রে "দেব" শব্দের অর্থ পরমেশ্বর ও "এক" শব্দের অর্থ অনাদি বুঝিতে হইবে।

আচার্য উদয়ন এই ঋক্‌মন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুকারণবাদের শ্রৌতত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আমরা "কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানম্" মন্ত্রের (নয় সংখ্যক মন্ত্রের) ব্যাখ্যাপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে আরম্ভবাদের শ্রৌতত্ব সূচিত করিয়াছি। আচার্য উদয়ন যে মন্ত্রটির সাহায্যে ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, উদয়ন হইতেও প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য ব্যোমশিবাচার্য ব্যোমবতী-বৃত্তিতে সৃষ্টিসংহারনিরূপণ প্রকরণে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর যে শ্রুতিসিদ্ধ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ব্যোমশিবাচার্য বলিয়াছেন— "ইত্যাগমেন প্রসিদ্ধঃ" (ব্যোমবতী-বৃত্তি ৩০৫ পৃঃ কাশী সং)।

ঈশ্বর প্রদর্শিত মন্ত্ররূপ আগমদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতেও উদয়ন এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিবার পূর্বে বলিয়াছেন—"তমিমমর্থমাগমঃ সংবদতি"। অনুমান প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ ঈশ্বর আগম প্রমাণদ্বারাও সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অনুমান প্রমাণের সহিত আগম প্রমাণের সংবাদ অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্ব আছে। ন্যায়ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্বজ্ঞাতা ঈশ্বরঃ।" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১)। তাৎপর্যটীকাকারও ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১।)* ন্যায়মুক্তাবলী গ্রন্থেও ঈশ্বরপ্রতিপাদক এই ঋক্ মন্ত্রটি ও মুণ্ডক উপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্র "বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা" উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—ইত্যাদয় আগমা অনুসন্ধেয়াঃ।"

এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, আচার্য উদয়ন এই ঋক্‌মন্ত্রের অন্তর্গত "পতত্র" শব্দের দ্বারা পরমাণুর নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়াছেন। "পতত্র" শব্দ পরমাণুর প্রতিপাদক হইল কিরূপে এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের জন্য আচার্য "পতত্র" শব্দের নির্বচনও প্রদর্শন করিয়াছেন। "পতন্তীতি" পতনশীল বস্তুকে পতত্র বলে। "পতন্ত্যনেন" এইরূপ ব্যুৎপত্তিদ্বারা পতত্র শব্দ পক্ষীর পাখা বুঝায়। অমরসিংহ তাঁহার কোষে এইরূপ অর্থ বলিয়াছেন। আচার্য উদয়ন কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয় করিয়া "পতত্র" শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। পত্ ধাতুর অর্থ গমন। উদয়ন বলিয়াছেন, "তে হি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ—পতন্তীতি।" উদয়ন বলিয়াছেন পরমাণু গতিশীল বলিয়া পতত্র। কিন্তু পরমাণুর গতিশীলতা সিদ্ধ হইল কিরূপে? যদি বলা যায় ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ প্রলয়দশাতে স্থিত পরমাণুসমূহে গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পরমাণু গতিশীল। এরূপ কথা সঙ্গত মনে হয় না। কারণ মূর্তদ্রব্যমাত্রেই কারণবশতঃ গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। গতি থাকিলেই যদি পতত্র শব্দ ব্যপদেশ্য হয় তবে

* এবং এই মন্ত্রটি ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১৮৬ পৃঃ, প্রমাণপ্রকরণ)

ঘটপটাদিও পতত্র শব্দ ব্যপদেশ্য হওয়া উচিত। দ্ব্যণুকের ক্রিয়াও তো ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ হইয়া থাকে। নতুবা তিনটি দ্ব্যণুক সংযুক্ত হইল কিরূপে? দ্ব্যণুকত্রয় সংযুক্ত না হইলে মহদ্‌দ্রব্য উৎপন্ন হইত কিরূপে?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পরমাণুই গতিশীল বলিয়া পতত্র শব্দ ব্যপদেশ্য হইয়া থাকে। দ্ব্যণুকাদি গতিশীল নহে। পরমাণুই গতিশীল, দ্ব্যণুকাদি গতিশীল নহে—ইহা কিরূপে জানা যাইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রলয়দশাতেও পরমাণুসমূহ গতিশীল থাকে। প্রলয়দশাতে পরমাণুর ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না। প্রশস্তপাদভাষ্যের "সৃষ্টিসংহার" বিধি-প্রকরণের টীকাতে উদয়ন বলিয়াছেন—"কালাবচ্ছেদোপাধিতয়া বর্তমানানি চ মহাভূতসংক্ষোভপ্রভববেগজানি চ কর্মাণি সন্তন্যমানান্যবতিষ্ঠন্তে। অন্যথা কালাবচ্ছেদানুপপত্তৌ পুনঃ সর্গানুপপত্তেঃ। তদিদমুক্তং তাবন্তমেব কালমিতি।" অভিপ্রায় এই যে, প্রলয়দশাতে মহাভূত-চতুষ্টয়ের সংক্ষোভজাত বেগ হইতে উৎপন্ন পরমাণুর কর্ম সন্তানক্রমে উৎপন্ন হইতে থাকে। এজন্য প্রলয়দশাতে পরমাণুর কর্মপ্রবাহের নিবৃত্তি হয় না। প্রলয়ে পরমাণুর ক্রিয়া না থাকিলে, অখণ্ড মহাকালের অবচ্ছেদক ক্রিয়ারূপ উপাধি না থাকিলে, সৃষ্টিকালের সমপরিমাণ প্রলয়কাল হইতে পারিত না। প্রলয়কালের অবসান না হইলে পুনঃ সৃষ্টিও হইতে পারিত না। (৯২-৯৩ পৃষ্ঠা, কিরণাবলী)। প্রশস্তপাদভাষ্যের সেতুটীকাতে পদ্মনাভ মিশ্র বলিয়াছেন যে, "প্রলয়ে পরমাণুষু বেগকর্মণী তিষ্ঠতঃ। কর্ম বিনা কালাবচ্ছেদকানুপপত্তৌ তাবন্তমেব কালমিতি প্রলয়পরিমাণানুপপত্তেঃ।" সেতুতে আবার বলা হইয়াছে, "পরমাণুক্রিয়াসত্ত্বেঽপি সংযোগবিভাগৌ অপি নোৎপদ্যেতে। তথা চ প্রবিভক্তাঃ সংযোগরহিতা ইত্যেব তত্ত্বম্। (২৮৬ পৃঃ, সেতু টীকা)। প্রলয়ে পরমাণু গতিশীল থাকে বলিয়া পরমাণু পতত্রশব্দ ব্যপদেশ্য হইয়া থাকে। পদ্মনাভ মিশ্র যে বলিয়াছেন—প্রলয়ে পরমাণুর ক্রিয়া থাকে, কিন্তু সংযোগবিভাগ উৎপন্ন হয় না—ইহাতে শঙ্কা

এই যে, সংযোগবিভাগের অজনক ক্রিয়াই অপ্রসিদ্ধ। সংযোগবিভাগের অনপেক্ষ কারণকেই ক্রিয়া বলে। (কণাদসূত্র, ১।১।১৭)। প্রলয়ে পরমাণুর ক্রিয়াজন্য সংযোগ থাকিলেও তাহা আরম্ভক সংযোগ নহে—ইহাই পদ্মনাভ মিশ্রের অভিপ্রায়। প্রলয়ে অদৃষ্ট নিরুদ্ধবৃত্তি বলিয়া আরম্ভক সংযোগ হইতে পারে না।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকে তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যাতে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—"মহাভূতসংপ্লবসংক্ষোভলব্ধসংস্কারাণাং পরমাণূনাং মন্দতরতমাদিভাবেন কালাবচ্ছেদকপ্রয়োজনস্য প্রচয়াখ্যসংযোগপর্যন্তস্য কর্মসন্তানস্য ঈশ্বরনিঃশ্বসিতস্যানুবৃত্তেঃ। কিয়ানসৌ ইত্যত্র অবিরোধাদাগমপ্রসিদ্ধিমনতিক্রম্য তাবন্তমেব কালমিতি অনুমন্যতে।" (৩৩৩ পৃঃ, সোসাইটি সং)। কিরণাবলীতে আচার্য যাহা বলিয়াছেন এ স্থলে তাহা আরও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। প্রলয়ে পরমাণুর ক্রিয়াসন্তানকে আচার্য ঈশ্বরনিঃশ্বাস বলিয়াছেন। এ স্থলেও আচার্যের মনে প্রশস্তপাদভাষ্যের "তাবন্তমেব কালম্" এই উক্তি জাগরূক রহিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ বেদের মন্ত্রকে নিরুপপদ আগম শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারও "আগমঃ খল্বপি" বলিয়া "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ" (ঋক্ সং ৩।৮।১০) মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ আগমশাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনাগমও কি শাস্ত্র হইতে পারে?" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সুঃ ১।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্রেও কেবল শাস্ত্রশব্দ দ্বারা ঋগ্বেদাদিরই নির্দেশ করা হইয়াছে। আগমশব্দ ও শাস্ত্রশব্দ একার্থক বলিয়া "আগমশাস্ত্র" বলিলে তাহার অর্থ কি হইবে? পর্যায়শব্দের সহপ্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আচার্য উদয়ন ন্যায়কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বলিয়াছেন—"ন সন্ত্যেব হি বেদভাগাঃ যত্র পরমেশ্বরো ন গীয়তে। তথা হি স্রষ্টৃত্বেন পুরুষসূক্তেষু বিভূত্যা রুদ্রেষু, শব্দব্রহ্মত্বেন মণ্ডলব্রাহ্মণেষু, প্রপঞ্চং পুরস্কৃত্য নিষ্প্রপঞ্চতয়া উপনিষৎসু, যজ্ঞপুরুষত্বেন মন্ত্রবিধিষু, দেহাবির্ভাবৈরুপাখ্যানেষু, উপাস্যত্বেন সর্বত্রেতি।" (২২৫ পৃঃ, সোসাইটি সং)।

দার্শনিকগণের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বেদের আলোচনায় বিমুখ হইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট নারায়ণ-উপনিষদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে উদয়নকৃত ব্যাখ্যারই অনুসরণ করিয়াছেন। (৭৯৩ পৃঃ, আনন্দাশ্রম সং ১ম অনুবাক)।

(১১)

স্বেতরনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা—ইহাতে প্রশ্ন।

কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন॥
তৈঃ সং ৪।৬।২ ; ঋক্ সং ৮।৩।১৬।৪ ; তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯-৮

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত" এই ঋক্‌মন্ত্রে স্বয়ংপ্রকাশ দেব পরমেশ্বরকে স্বেতর-নিরপেক্ষভাবে জগতের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। সর্বাত্মক পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টিতে অন্যের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা হইতেও পারে না। যিনি সর্বাত্মক তাঁহা হইতে অন্য বস্তুই অপ্রসিদ্ধ। পূর্ব ঋক্‌মন্ত্রে প্রদর্শিত এই সিদ্ধান্তই পুনর্বার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে দুইটি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রটি প্রশ্নার্থক ও দ্বিতীয় মন্ত্রটি তাহার উত্তর।

ভাষ্যভাবার্থ—যেমন কোন বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করিতে হইলে রাজাদিপ্রেরিত মানুষেরা কোন বৃহৎ অরণ্যে যাইয়া শাক-তিনিস প্রভৃতি কোন বৃহৎ-সার দারু ছেদন করিয়া তক্ষণাদির দ্বারা প্রাসাদের স্তম্ভাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, এইরূপ জগন্নির্মাণে পরমেশ্বরপ্রেরিত জগৎস্রষ্টৃগণ (হিরণ্যগর্ভাদি) যে বনের যে বৃক্ষ ছেদন করিয়া তক্ষণাদির দ্বারা দ্যুলোকভূলোকাদি জগতের নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই বনের নাম কি ? তাদৃশ মহান্ বৃক্ষই বা কি ছিল ? হে মনীষিগণ, উক্ত উভয়ের তত্ত্ব-

নিরূপণের ইচ্ছাযুক্ত মনের দ্বারা আপনারা নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। চতুর্দশ ভুবন ধারণ করিয়া পরমেশ্বর যে স্থানে অবস্থান করেন (করিয়া ছিলেন) পরমেশ্বরের সেই স্থানেরও জিজ্ঞাসা করুন। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন—এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ" এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। উত্তররূপ এই ঋক্‌মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে। যে তিনটি প্রশ্ন ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহার উত্তর ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাহা আম্নাত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন মন্ত্রসংহিতা ব্রাহ্মণগ্রন্থের কোন অপেক্ষা রাখে না তাঁহারা এ স্থলে কি বলিবেন? প্রশ্নগুলির কি সমাধান করিবেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর ঋক্‌সংহিতায় তো বলা হয় নাই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও বলা হয় নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, ঋক্ সংহিতায় আম্নাত এই মন্ত্রে যে তিনটি প্রশ্ন প্রদর্শন করা হইয়াছে সেই প্রশ্নপ্রদর্শক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি নিজেই তাহার উত্তর জানিতেন না। নিরঙ্কুশ প্রলাপের উত্তর দিতেও লজ্জাবোধ করি। প্রশ্নবোধক ঋক্‌মন্ত্রটি যে সূক্তের অন্তর্গত সেই সূক্তে ৭টি মন্ত্র আছে। প্রশ্নপ্রতিপাদক মন্ত্রটি সূক্তের চতুর্থ মন্ত্র। এই সূক্তের দ্রষ্টা বিশ্বকর্মা ভৌবন। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো-মুখঃ", যাহার ব্যাখ্যা আমরা ইতঃপূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। বৈশেষিক আচার্যগণ অতি যত্নের সহিত যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন এই তৃতীয় মন্ত্রটি পাঠ করিয়া কোন স্বস্থচেতা পুরুষ কি কখনও এরূপ বলিতে পারে যে, এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে যে প্রশ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার উত্তর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিই জানিতেন না! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নিজে জানিয়াও প্রশ্ন করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই মন্ত্রের ভাষ্য-ভাবার্থ প্রদর্শন প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

(১২)

প্রদর্শিত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥

(তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯।৯)

ভাষ্যভাবার্থ—পূর্ব ঋক্‌মন্ত্রে মনীষিগণকে তিনটি প্রশ্ন করিতে বলা হইয়াছিল। এই মন্ত্রে ঋষি পূর্বোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদর্শন করিতেছেন। প্রশ্ন ও তাহার উত্তররূপে দুইটি ঋক্‌মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। যে বনের যে বৃক্ষ হইতে দ্যুলোকভূলোক নির্ম্মিত হইয়াছে সেই বন ও বৃক্ষ উভয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই বনস্থানীয় ও ব্রহ্মই বৃক্ষস্থানীয়। ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত বলিয়া যে কার্যের জন্য যে সামগ্রী অপেক্ষিত সেই সামগ্রী ব্রহ্মেই বিদ্যমান আছে এজন্য স্বাতিরিক্ত কোন বস্তু ব্রহ্মের অপেক্ষিতই নহে। সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভুবনকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন ও সমস্ত ভুবনকে তিনি নিয়মিত করেন। হে মনীষিগণ, আমি মন দ্বারা নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে এই উত্তর প্রদান করিতেছি। যে ব্রহ্মবাদ উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে ঋক্‌মন্ত্রে তাহার কি কিছু ন্যূনতা আছে? এই প্রশ্নোত্তররূপ দুইটি মন্ত্র শ্রীকরভাষ্যেও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (শ্রীকরভাষ্য ২।১।২৮ সূঃ, ২০৫ পৃঃ)

(১৩)

প্রকৃতি পুরুষ অথবা শক্তি ও পরমাত্মাই জগতের কারণ

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমা ন আসনত্ স্বধা অবস্তাৎ
প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥

(ঋক্ সং ৮।৭।১৭।৬ ; তৈঃ ব্রাঃ ২।৮।৯-৫)

ভাষ্যভাবার্থ—সূর্যরশ্মির মত স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যপদার্থ। এই স্বপ্রকাশ চৈতন্যই ভূতভৌতিকরূপ জগতের মধ্যে তির্যগ্‌ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ পরমাত্মা, যিনি জাগতিক সর্ববস্তুর মধ্যে তির্যগ্‌ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি কি জাগতিক বস্তুসমূহের অধোভাগে অবস্থিত ? অথবা উপরিভাগে অবস্থিত ? মন্ত্রে "স্বিৎ" শব্দ দুইবার প্রযুক্ত হওয়ায় বিকল্পিত দুইটি পক্ষ সূচিত হইয়াছে। সমস্ত জাগতিক বস্তুতে তির্যগ্‌ভাবে ব্যাপ্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্য। এই চৈতন্য কি চৈতন্যব্যাপ্ত বস্তুর উপরিভাগে আছে অথবা অধোভাগে আছে—ইহাই বিকল্পিত পক্ষদ্বয়।

মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, এই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যপদার্থ সমস্ত বস্তুর মধ্যে বস্ত্রের দীর্ঘতন্তুর মত তির্যগ্‌ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পর্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। কোন বস্তুর অধোভাগ পর্যালোচিত হইলে সেই অধোভাগেও স্বপ্রাশ চিদ্বস্তু বিদ্যমান আছে—ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার উপরিভাগও পর্যালোচিত হইলে সেখানেও স্বপ্রকাশ চিদ্বস্তুর অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিদ্বস্তু যে কেবল বস্তুসমূহের মধ্যভাগেই অবস্থিত আছে তাহা নহে। এই চিদ্বস্তু জাগতিক সমস্ত বস্তুর অধোভাগে, ঊর্ধ্বদেশে ও মধ্যভাগে অবস্থিত আছে বলিয়া তাহা বস্তুর একদেশে অবস্থিত—এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেমন ঘটের উপাদানীভূত মৃৎসামান্য ঘটের ঊর্ধ্বভাগে, অধোভাগে ও মধ্যভাগে সর্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে এবং সমস্ত উপাদেয় কার্যেই সেই কার্যের উপাদান মৃৎসামান্যের মতই অনুস্যূত রহিয়াছে। এইরূপ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাও স্বকার্য সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়া বিদ্যমান আছে। এইজন্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ উপাদান উপাদেয় বস্তুর অধোদেশেই অবস্থিত অথবা উপরিদেশেই অবস্থিত ঐরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। ইহাই মন্ত্রের পূর্বার্ধের অর্থ।

সমস্ত ভূতভৌতিক পদার্থ বিতত সূর্যরশ্মির মত স্বপ্রকাশ চৈতন্যের রেতোধারক—চৈতন্যের সাররূপ ধারণ করিয়া আছে। চিদেকরস

বস্তুর সদ্রূপই সার। চিদেকরস বস্তু যদি সদ্রূপ না হইত তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্রাদির মত অসৎ হইয়া পড়িত। এজন্য চিদেকরস বস্তুর সার সদ্রূপ। এই চিৎসার সদ্রূপকে সমস্ত জাগতিক পদার্থই ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তু সদ্রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। চৈতন্যসার সদ্রূপের ধারণকারী সমস্ত গিরি-নদী সমুদ্রাদি চৈতন্যসার সদ্রূপকে ধারণ করিয়াই মহান্ হইয়াছে। যাহাকে ধারণ করিয়া ইহারা মহান্ হইয়াছে তাহার নিরঙ্কুশ মহত্ত্ব সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? মন্ত্রে যে "স্বধা" শব্দ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ মায়া, অবিদ্যা বা প্রকৃতি। মায়া-অবিদ্যাদি "স্বধা" শব্দ দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে। আর ইহাই পারমেশ্বরী শক্তি। এই স্বধা-শব্দাভিধেয় পারমেশ্বরী শক্তিকেই মন্ত্রে "অবস্তাৎ" বলা হইয়াছে। "অবস্তাৎ" শব্দের অর্থ অধম কারণ। এই শক্তি যাহাতে স্থিত হইয়া প্রযত্নবতী হইয়া থাকে সেই প্রযত্নশীল শক্তির আধার পরমাত্মাই মন্ত্রে "প্রযতি" শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান হইয়াছে। এই প্রযতি বা পরমাত্মাকে মন্ত্রে "পরস্তাৎ" —উত্তম কারণ—বলা হইয়াছে। এই শক্তি ও পরমাত্মা উভয়েই জগতের কারণ। শক্তি নিকৃষ্ট কারণ ও পরমাত্মা উৎকৃষ্ট কারণ। এই শক্তি ও পরমাত্মাকেই শাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ বলা হইয়াছে।

(১৪)

ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

(অথর্ব সং ১০।৮।১৭-২৭; শ্বেঃ উঃ ৫।৪।৩)

মন্ত্রভাবার্থ—ঈশ্বর সর্বাত্মক বলিয়া জীবধর্মদ্বারাও ঈশ্বর উপাস্যরূপে শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যেমন "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভাবরূপঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১-২) প্রভৃতি বাক্যে জীবগত ধর্ম দ্বারাও ব্রহ্ম উপাস্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্ম সর্বাত্মক বলিয়া জীবসম্বন্ধী ধর্ম পরমেশ্বরসম্বন্ধী হইয়া থাকে। প্রদর্শিত মন্ত্রে পরমেশ্বরকে বলা হইয়াছে যে, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি দণ্ডহস্তে বিচরণকারী বৃদ্ধ এবং তুমি অনন্ত মূর্তিতে প্রকাশমান হইয়া থাক, অর্থাৎ নানামূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক। এই মন্ত্রটি ব্রহ্ম-সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ১।২।২ সূত্রে ও ২।৩।৪৩ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে; ঈশাবাস্যোপনিষদের মত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ও মন্ত্রোপনিষৎ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে আম্নাত হইয়াছে। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ শ্বেতাশ্বতর সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে। মৈত্রায়ণী সংহিতার মত শ্বেতাশ্বতর সংহিতাও কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। ইহাকে চরক শাখা বলে। সুতরাং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আম্নাত ঋক্‌মন্ত্রের মন্ত্রত্বে বা ঋক্‌ত্বে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

(১৫)

জীবাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

(ঋক্ সং ২।৫।২১।৪; অথর্ব সং ৯।১০।১৮; শ্বেঃ উ ৪।৮)।

ভাষ্যভাবার্থ—নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক এই মন্ত্রটির তিনপ্রকার অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ সায়ণ ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অভিপ্রায়

প্রদর্শন করিব। ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন—এই মন্ত্রে জীবাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রে ঋক্ শব্দ দ্বারা ঋক্প্রধান চারিবেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষড়ঙ্গসমন্বিত চার বেদই এই "ঋক্" শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ। মুণ্ডক উপনিষদে শিক্ষা-কল্পাদি ছয়টি বেদাঙ্গের সহিত চারিবেদকে অপরবিদ্যা বলা হইয়াছে। (মুণ্ডক ১।৪-৫)। চার বেদ সম্বন্ধী যে অক্ষরে পরম-ব্যোমে সমস্ত দেবতারা অবস্থিত রহিয়াছেন—এই মন্ত্রের পূর্বার্ধের ইহাই সংক্ষিপ্ত অর্থ। ক্ষরণরহিত অবিনশ্বর বস্তুই অক্ষর। এজন্য নিত্য সর্বব্যাপী ব্রহ্মই অক্ষর শব্দের অর্থ। অক্ষর শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব "এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।" "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" (বৃ০ উ০ ৩।৭।৮-৯) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" এই মুণ্ডকবাক্যেও অক্ষরশব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব প্রসিদ্ধ আছে। (মু০ উ০ ১।৫)। এইরূপ "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" (মু. ১।২।১৩)। এজন্য এই মন্ত্রে "অক্ষর" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সাঙ্গ চারিবেদসম্বন্ধী ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ববেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—ইহাই "ঋচো অক্ষরে" এই মন্ত্র ভাগের অর্থ। অক্ষরপদাভিধেয় ব্রহ্মই "পরমব্যোম"। "ব্যোম" শব্দের অর্থ ভূতাকাশ। আর "পরমব্যোম" শব্দের অর্থ পরমাকাশ বা ব্রহ্ম। আকাশ যেমন নির্লেপ, রূপরহিত ও সর্বব্যাপী, ব্রহ্মও সেইরূপ নির্লেপ, নীরূপ ও সর্বব্যাপী। এজন্য "পরমব্যোম" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে। "আকাশস্তু তল্লিঙ্গাৎ" ("ব্রঃ সূঃ ১।১।২২) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই ঋক্ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং "আকাশ" "পরমব্যোম", ও "খ শব্দ" ব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মাত্মক পরম ব্যোমে সমস্ত দেবতাগণ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। "ঋচো অধি নিষেদুঃ" এস্থলে "ঋক্" শব্দের দ্বারা সমস্ত বেদকে বুঝান হইয়াছে। সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মেই পর্যবসিত হইয়াছে তাহা "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ ২।১৫) বাক্য দ্বারা

প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহাকে জানে না, অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত দেবগণের স্বরূপলাভ হইয়াছে, সমস্ত বেদ যাহার প্রতিপাদন করে তাঁহাকে যে মানুষ জানে না তাহারা ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা কি করিবে? ঋগাদি শব্দজাল তাহার নিকটে ব্যর্থ। ব্রহ্মবেদনের সাধন বেদ এবং বেদবেদ্য ব্রহ্ম। সর্ববেদবেদ্য ব্রহ্মকে না জানিলে বেদনের সাধন বেদ তাহার নিকটে ব্যর্থই হইবে। এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া বেদবিহিত যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান ত ব্যর্থই হইবে এবং ঋক্‌মন্ত্র সমূহও তাদৃশ পুরুষগণের নিকট ব্যর্থ হইবে। "যে-ইৎ" 'যে এব' যাঁহারাই এই অক্ষরপদবাচ্য ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা 'সমাসতে'—সম্যক্ স্থিত থাকেন। স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকেন। তাঁহাদের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। অথবা "যে বিদুরিৎ" যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ কেবল জানেন, ব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহারাই 'সমাসতে'—সমস্ত সত্রের 'সং—যুগপৎ' অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়াই সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।' ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ফল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য ও পূর্ণতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কর্মফল লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই।

এই মন্ত্রটি "অস্যবামীয় সূক্তের অন্তর্গত এবং মহাব্রতে বৈশ্বদেবীয় শস্ত্রে এই সূক্তটি বিনিযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন, কর্মকাণ্ডে বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলি নিঃসার তাঁহারা এই মন্ত্রটির সম্বন্ধে কি বলিবেন?

এই মন্ত্রের যাস্ক-সম্মত ব্যাখ্যা:

যাস্ক এই মন্ত্রের তিনপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যা আচার্য শাকপূণি সম্মত। শাকপূণির মতে এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ওঙ্কার। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা শাকপূণির পুত্রের সম্মত। ইহার মতে এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য—আদিত্যমণ্ডলান্তবর্তী হিরণ্ময় পুরুষ পরমেশ্বর। তৃতীয় ব্যাখ্যা আত্মবাদিসম্মত। ইহাদের মতে আত্মতত্ত্বই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য।

প্রথম ব্যাখ্যা—শাকপূণির মতে মন্ত্রের অন্তর্গত "অক্ষর" শব্দের

অর্থ ওঙ্কার। ওঙ্কার ব্যতীত ঋগাদি মন্ত্র ব্যর্থ—কোন কর্ম্মেরই সাধন হইতে পারে না। এই ওঙ্কারই পরম ব্যোম। বিবিধ শব্দসমূহ ওঙ্কারে ওত আছে বলিয়া ওঙ্কারই ব্যোম। ভূতাকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম ব্যোম। ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকার এই ব্যক্ত মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলে যে সর্বশব্দানুস্যূত শব্দসামান্য বিদ্যমান থাকে তাহাকেই এই স্থলে পরম ব্যোম বলা হইয়াছে এবং তাহাই ক্ষরণবর্জিত বলিয়া অক্ষর। বিশেষাবস্থারই ক্ষরণ অর্থাৎ অন্যথাভাব হইয়া থাকে। এজন্য বিশেষাবস্থা ক্ষর এবং সর্ববিশেষানুস্যূত শব্দসামান্য অক্ষর। ঋগাদি সমস্ত শব্দই এই শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত। বিশেষমাত্রই অনুগত সামান্যে অবস্থিত। যেমন সমস্ত মৃদ্‌বিশেষ বিশেষানুগত মৃৎসামান্যে ব্যবস্থিত। সমস্ত দেবতার প্রকাশক ঋগাদি মন্ত্র। সমস্ত মন্ত্রই শব্দবিশেষ বলিয়া তাহা ক্ষর। সমস্ত ক্ষরই অক্ষরে ব্যবস্থিত। এজন্য মন্ত্রপ্রকাশ্য দেবতারা মন্ত্রদ্বারা পরম ব্যোম অক্ষরে অধিনিষণ্ণ রহিয়াছে। এজন্য "যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ" বলা হইয়াছে। সমস্ত অর্থই তাহার বাচক শব্দের পরিণাম বা বিবর্ত। এজন্য অর্থমাত্রই বাচক শব্দে ব্যবস্থিত। সমস্ত অর্থে শব্দই অনুস্যূত রহিয়াছে। শব্দবিশেষও শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত এজন্য শব্দ সামান্যই পরম ব্যোম অক্ষর। সমস্ত শব্দবিশেষ ওঙ্কার রূপ শব্দে ব্যবস্থিত। অকারাদি মাত্রাত্রয়ের উপশান্তিতে ওঙ্কারও শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত। এজন্যই শ্রুতি "ওঙ্কার এবেদং সর্বম্" বলিয়াছেন। যাহারা এই পরম ব্যোম অক্ষরকে তাঁহার বিভূতির সহিত জানে না তাহারা ঋগাদি মন্ত্রদ্বারা কি করিবে? সমস্ত অর্থ ও শব্দবিশেষ এই অক্ষরেরই বিভূতি। অক্ষরের বিভূতিসমূহের মধ্যে দেবতারা মুখ্য বা প্রধান বলিয়া মন্ত্রে দেবতারই উল্লেখ করা হইয়াছে। দেবপ্রধান অর্থবর্গ ও শব্দবিশেষ ওঙ্কারে ও ওঙ্কার শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত। অর্থসমূহ অর্থানুগত বাচকশব্দবিশেষে, বাচকশব্দ ওঙ্কারে ও ওঙ্কার শব্দসামান্যে ব্যবস্থিত বলিয়া এই পরম ব্যোম অক্ষরই সর্বাধার। পঞ্চদশসংখ্যক সাংখ্যকারিকাতে অব্যক্ত সিদ্ধির জন্য যে "ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ"

বলা হইয়াছে সেই সমন্বয়হেতুর দ্বারাই এস্থলে পরম ব্যোম অক্ষরের সিদ্ধি মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দর্শনে এই শব্দ-ব্রহ্মবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণের দার্শনিক সিদ্ধান্তেরও মূল এই ঋক্ মন্ত্র। দেবপ্রধান অর্থরাশি ও শব্দরাশি পরম ব্যোম অক্ষররূপে জ্ঞাত না হইলে মন্ত্রগ্রামের ব্যর্থতাতেই পর্যবসান হইবে। যাহারা অর্থরাশি ও শব্দসমূহকে অক্ষররূপে দর্শন করে তাহারাও সেই অক্ষরতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অক্ষরতাদ্ভাব্য প্রাপ্তিতে দ্রষ্টা প্রণববিগ্রহ আত্মাতে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া সমীকৃত হইয়া থাকে। সর্বানুস্যূত শব্দসামান্যরূপে দ্রষ্টাও সর্বানুস্যূত হইয়া সমীকৃত হইয়া থাকে। বিশেষ-লেশ-বর্জিত হইয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এই শব্দ সামান্যই নির্বিশেষ চিৎস্বরূপ, সর্বপ্রকাশ-স্বরূপ। চিৎপ্রকাশই শব্দান্তর্বর্তী হইয়া ভাসমান হয় বলিয়া শব্দও অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। এজন্য শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণেরাও শুদ্ধ চিৎস্বরূপবাদীই বটে। আমরা অন্য প্রবন্ধে এই শব্দব্রহ্মবাদের বিশেষ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। প্রদর্শিত ঋক্ মন্ত্র শাকপূণির মতে শব্দব্রহ্মবাদে বিশ্রান্ত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগে যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে এই মন্ত্রটি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—শাকপূণির পুত্র মন্ত্রগত ঋক্‌শব্দ দ্বারা পরিদৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডল প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ বলেন। স্তুত্যর্থক ঋচ্ ধাতু হইতে "ঋক্" শব্দ নিষ্পন্ন হইলেও এই আচার্য বলেন—"যদেনমর্চন্তি।" আদিত্যমণ্ডলকেই সকলে অর্চনা করে বলিয়া আদিত্য-মণ্ডলই এই স্থলে ঋক্-শব্দপ্রতিপাদ্য। এই আদিত্যমণ্ডল হইতে যাহা ভিন্ন, আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্ময় পরমেশ্বর তিনিই অক্ষর। তিনিই পরম ব্যোম। তাঁহাতেই সমস্ত ওত রহিয়াছে। "য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" (ছা, ১৷৬৷৬) এই শ্রুতিতেও আদিত্যমধ্যবর্তী পুরুষকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। "অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১৷১৷২০) সূত্রে আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষের পরমেশ্বরত্ব

ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবশব্দের দ্বারা আদিত্য-রশ্মিসমূহকে বলা হইয়াছে। রশ্মিসমূহ দ্যোতমান বলিয়া তাহারা "দেব"শব্দাভিধেয় হইয়াছে। এই রশ্মিসমূহ মণ্ডলে অধিনিষণ্ণ আছে। আদিত্যমণ্ডলও তন্মধ্যপুরুষ হইতে অতিরিক্ত নহে। এই মণ্ডলকে যাহারা অক্ষররূপে জানে না তাহারা ঋক্ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল মাত্র দ্বারা কি করিবে? মণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকে না জানিলে যথার্থভাবে আদিত্যের জ্ঞান হইতে পারে না। যাহারা মণ্ডলবর্তী পুরুষকে জানে তাহারা 'সমাসতে'—সম্যক্‌ভাবে স্থিত থাকে; স্বস্বরূপে স্থিত থাকে, সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা—আত্মবাদিগণের মতে মন্ত্রগত "ঋক্" শব্দের অর্থ শরীর। এবং শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণই মন্ত্রগত দেবশব্দের অভিধেয়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহের দ্যোতন করে বলিয়া তাহাদিগকে "দেব" বলা হইয়াছে। দ্যুৎ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে যে নানাপ্রকার বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই বিষয়-বিষয়ক বিশেষ বিজ্ঞানসমূহে অনুস্যূত নির্বিশেষ প্রকাশ মাত্রই অক্ষর-পদাভিধেয়। চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে যাহারা জানে না তাহারা ঋক্-পদাভিধেয় শরীর মাত্র দ্বারা কি করিবে? তাহাদের জীবন নিষ্ফল। আর যাহারা নির্বিশেষ চিন্মাত্র অক্ষরকে জানে তাহারা 'সমাসতে'—স্বরূপমাত্রে স্থিত থাকেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। এই মন্ত্রে শরীরকে যে "ঋক্" বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায়—শরীরই সর্বপ্রকারে স্তূয়মান হইয়া থাকে। স্নান, মার্জন ও অনুলেপনাদির দ্বারা সকলেই এই শরীরেরই অর্চনা করিয়া থাকে। এজন্য শরীরকেই "ঋক্" পদ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমরা এই গ্রন্থের চতুর্থ মন্ত্রে পরমেশ্বর ইন্দ্রের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব সম্বন্ধের উল্লেখ মৈত্রায়ণী সংহিতার মন্ত্র দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি এবং অন্য মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও বন্ধুত্বাদি সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রচারের ফলে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গ নির্বিচার

বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে বেদের সমস্ত মন্ত্রসংহিতার মধ্যে কেবল ঋক্‌বেদের শাকল সংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদের অন্য সংহিতা সমূহ শাকল সংহিতার পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছে। এজন্য মৈত্রায়ণী সংহিতাও শাকল সংহিতার পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছে। মৈত্রায়ণী সংহিতাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা শাকল সংহিতার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ, ঈশ্বরের সহিত পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধের বোধ অতি পরবর্তীকালে ভারতবাসীর হইয়াছিল। শাকল সংহিতারও প্রথম মণ্ডল ও দশম মণ্ডল পরবর্তীকালেই রচিত হইয়াছে। এজন্য শাকল সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল হইতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও প্রাচীন নহে। এজন্য আমরা শাকল সংহিতার অষ্টম মণ্ডল হইতে আমাদের এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলির সমানার্থক ঋক্‌মন্ত্র সমূহ এস্থলে প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম।

(১)

ইন্দ্র দ্যুলোক ও ভূলোকের জনক

জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ
পিবা সোমং মদায়কং শতক্রতো।
(ঋক্ সং ৬।৩।১৮ ব ; ৮।৫।৩৬ সূ০)

ভাষ্যভাবার্থ—

হে ইন্দ্র, তুমি দ্যুলোকের জনক ও পৃথিবীরও জনক। হর্ষ-লাভের জন্য তুমি সোম পান কর।

(২)

ইন্দ্র জগৎস্রষ্টা

তমুষ্টবামষ ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।
(ঋক্ সং ৬।৬।৩৩ ব ; ৮।১০।৮৫ সূ.) ।

ভাষ্য ভাবার্থ—স্তোতৃবৃন্দ পরস্পর বলিতেছেন, আমরা মিলিত হইয়া সেই দেবের স্তব করিব যে ইন্দ্র পরিদৃশ্যমান সমস্ত ভূতবর্গের উৎপাদয়িতা জনক। সেই এই ইন্দ্র হইতেই সমস্ত বস্তুজাত, সমস্ত জগৎ এবং যাহা পরবর্তীকালীন বস্তু—সমস্তই ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩)

ইন্দ্র আমাদের পিতা ও মাতা

ত্বং হি নঃ পিতা বসো
ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ।
(ঋক্ সং ৬।৭।২ বর্গ ; ৮।১০।৮৩ সূঃ)

ভাষ্যভাবার্থ—হে বসো অর্থাৎ বাসয়িতা, ইন্দ্র, হে শতক্রতো, তুমি আমাদের সকলের পিতা হইয়াছ ; আমাদের সকলের মাতাও হইয়াছ।

চতুর্থ মন্ত্রের পাতনিকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৮ খণ্ডে "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ"। এইরূপ একটি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। এইরূপ কঠোপনিষদের ৬।২ খণ্ডে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" বলা হইয়াছে। এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে নিরঙ্কুশ ভয়ের হেতু বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মত্বলক্ষণময়ং ভয়হেতুভাবঃ"—এই কথা হরদত্তাচার্য শিবস্তুতিতে বলিয়াছেন। রামায়ণের প্রারম্ভেও বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে (রামায়ণ ১।৪)। এই সমস্ত শাস্ত্র বাক্য হইতে সমস্ত জীবের নিরঙ্কুশ ভয়হেতু একমাত্র পরমেশ্বর—ইহাই অবগত হওয়া যায়। আর পরমেশ্বর ইন্দ্রই নিরঙ্কুশ ভয়হেতু—ইহা তথাকথিত প্রাচীন ঋক্-সংহিতাতেও বলা হইয়াছে। (ঋক্‌মন্ত্র-৪)। "ত্বদ্বিশ্বানি ভুবনানি বজ্রিন্দ্যাবা রেজেতে পৃথিবী চ ভীষা। (ঋক্ সং ৬.৬।৩৮ ব ; ৮।১০।৮৬ সূঃ)।

ভাষ্যভাবার্থ—হে বজ্রিন, সমস্ত ভুবন তোমার ভয়ে কম্পিত হইতেছে। সমস্ত প্রাণিবর্গ তোমার ভয়ে ভীত। তোমার ভয়ে দ্যুলোক ভূলোক 'রেজেতে—কম্পন্তে'। দ্যুলোক-ভূলোক তোমার ভয়ে কম্পিত। এই মন্ত্রের নির্গলিতার্থ এই যে—সমস্তই তোমার অধীন। পূর্বেই যে সমস্ত মন্ত্রে পরমেশ্বরকে ভয়হেতু বলা হইয়াছে তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় যে—সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের অধীন।

(৫)

ইন্দ্র সমস্ত ভূতবর্গকে স্বীয় বল দ্বারা অভিভূত করেন

বিশ্বাজাতানি শবসাভিভূরসি। ন ত্বা দেবাস আশত॥

(ঋক্ সং ৬।৬।৩৭ বর্গ ; ৮।১০।৮৬ সূ০

ভাষ্যভাবার্থ—হে ইন্দ্র, তুমি সমস্ত ভূতবর্গকে স্বীয় বলের দ্বারা অভিভূত করিয়াছ। এজন্য দেবগণও তোমার দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে!

(৬)

ইন্দ্র বিশ্বকর্তা ও সর্বদেবময়

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁঅসি॥

(ঋক্ সং ৬।৭।১ বর্গ ; ৮।১০।৮০ সূ০)

ভাষ্যভাবার্থ—হে ইন্দ্র, তুমি সকলকে অভিভূত করিয়াছ। তুমি সূর্যকে দীপ্তির দ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়াছ। তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বের কর্তা। তুমি সর্বদেব অর্থাৎ তুমি সর্বদেবতাত্মক। তুমিই মহান্-সর্বাধিক। এই কথা আমাদের উদ্ধৃত পঞ্চম মন্ত্রেও বলা হইয়াছে। আমাদের

সপ্তম ও নবম ঋক্‌মন্ত্রে পরমেশ্বরকে দুর্বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। এস্থলে ইন্দ্রের দুর্বিজ্ঞানতা প্রদর্শিত হইতেছে।

(৭)

ইন্দ্র দুর্বিজ্ঞান

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম ॥

(ঋক্ সং ৬।৭।৪ বর্গ, ৮।১০।৮৯ সূ.)

ভাষ্যভাবার্থ—এই সূক্তটি ভৃগুগোত্র নেম নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। নেম নামক ঋষি—একজন ইন্দ্র আছেন—ইহা স্বীকার করেন না। ইন্দ্র বলিয়া কেহ নাই ইহা বলেন। তাহাতে তিনি কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন ইন্দ্রকে কে দেখিয়াছেন? অর্থাৎ কেহই দেখেন নাই। যাহাকে কেহই দেখেন নাই তাহাকে আমরা কিরূপে স্তব করিব? সুতরাং ইন্দ্র নামে কেহ আছেন—ইহা প্রবাদমাত্র, সত্য নহে। এই এই মন্ত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, দেবতার কোন অস্তিত্ব নাই—ইহা ঋক্‌মন্ত্রেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয়গণ যে দেবতার কথা বলেন তাহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র। এইরূপ অপপ্রচারের পার নাই। এজন্য আমরা এই মন্ত্রের পরবর্তী মন্ত্রটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

(৮)

নেম ঋষির ভ্রান্তি দূরীকরণার্থ ইন্দ্রের আবির্ভাব

অয়মস্মি জরিতঃ পশ্যমেহ
বিশ্বা জাতান্যভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যা
দর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি ॥

(ঋক সং ৬।৭।৫ বর্গ, ৮।১০।৮৯ সূ.)

ভাষ্যভাবার্থ—নেম ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র নেম ঋষির

নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ছুটি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে জরিতঃ, হে স্তোতঃ, এই আমি তোমার নিকটেই অবস্থিত আছি। আমাকে দেখ। আমি সমস্ত ভুবনকে 'মহ্না' আমার মহত্ত্ব দ্বারা অভিভব করিয়াছি। আমি সত্যের উপদেষ্টা বলিয়া বিদ্বান্‌গণ আমার স্তুতি করিয়া থাকেন।

আমরা মাত্র ঋক্‌সংহিতার ৬ষ্ঠ অষ্টক হইবে আটটি মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম—যাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা ইতঃপূর্বে ইন্দ্র শব্দ যে পরমেশ্বরের বাচক তাহা বলিয়াছি। "ইদি পরমৈশ্বর্যে" এই অনুশাসন অনুসারে 'ইদি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইন্দ্র শব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক। ভারতীয় শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সর্বাত্মক বলা হইয়াছে। ইন্দ্রও সর্বাত্মক বলিয়া পরমেশ্বরই বটে। সুতরাং পরমেশ্বর দৃষ্টিতে ইন্দ্রের স্তুতি বেদমন্ত্রে কোনরূপে অসঙ্গত হইতে পারে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত ঋক্ মন্ত্র নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ প্রায় সবগুলিই এই ষষ্ঠ অষ্টক হইতে উদ্ধৃত আটটি মন্ত্রাংশের মধ্যেই আছে। যাহা তথাকথিত প্রাচীন ঋক্‌সংহিতায় আছে, তাহা অন্য মন্ত্রসংহিতাতে থাকিলে অপ্রমাণ হইবে ইহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না।

প্রাচীন ভারতীয়গণ ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখিতেন না, দার্শনিক দৃষ্টি বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাঁহাদের ছিল না—ইহাই লোকসমাজে প্রচার করিবার জন্য ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডল এবং অন্য মন্ত্রসংহিতাগুলিকে পরবর্তিকালীন বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে কারণ দেখান হইয়াছে যে, প্রাচীন ঋক্‌সংহিতার ভাষা দুরূহ, এবং অপর মন্ত্রসংহিতার ভাষা সরল। এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋক্‌সংহিতার অষ্টম মণ্ডল হইতে আমরা যে আটটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভাষা কি অতি দুর্বোধ? তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি সরল নয়? সরল ভাষায় গম্ভীরার্থের প্রকাশক এই অষ্টম মণ্ডলের মন্ত্রাংশের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আরও বিশেষ কথা এই যে, যাঁহারা ঋক্‌সংহিতার প্রথম ও দশম মণ্ডলের ভাষা সরল সহজবোধ্য বলিয়াছেন ও ঋক্‌সংহিতার অপর মণ্ডলগুলির ভাষা দুরূহ বলিয়াছেন তাঁহারা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রগুলি দেখিয়া ইহা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ পূর্বমীমাংসা দর্শনের ২।১।৩১ সূত্রে "অবিজ্ঞেয়াৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা ৩১ সূত্রের একটি অংশ। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিয়াছেন—"অপি চ কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণান্ অশক্য এবার্থো বেদিতুম্"। ইহার অভিপ্রায়—বেদের কতকগুলি মন্ত্রের অর্থই বুঝিতে পারা যায় না। কতকগুলি বেদমন্ত্রের পদবিন্যাসই এরূপ দুরূহ যে, ঐ মন্ত্রগুলির কোন অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই সূত্র ও ভাষ্য পূর্বপক্ষরূপ। পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন কতকগুলি বেদমন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া ঐ বেদ মন্ত্রগুলি অর্থশূন্য, কোন বিশিষ্ট অর্থের প্রকাশক নহে। যে মন্ত্রগুলির অর্থই বুঝিতে পারা যায় না, সেই মন্ত্রগুলি অর্থশূন্য ইহাই বলিতে হইবে। কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্রের যে সহজে অর্থবোধ হয় না ইহা জৈমিনি ও শবরস্বামী স্বীকার করিয়াছেন। কোন্ মন্ত্রগুলির সহজে অর্থবোধ হয় না ইহার নিদর্শনরূপে ভাষ্যকার শবরস্বামী তিনটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন (১) অম্যক্‌সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে (ঋক্ সং ১। ২৩।১৬৯ সূ)। (২) সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ (ঋক্ সং ১০।৯।১০৬ সূ)। ইত্যাদি যে দুরূহ তিনটি মন্ত্র শবরস্বামী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রথম মন্ত্রটি প্রথম মণ্ডলের ও দ্বিতীয় মন্ত্রটি দশম মণ্ডলের। সুতরাং ভারতের প্রাচীন বৈদিকগণ প্রথম মণ্ডলে ও দশম মণ্ডলে দুরূহ মন্ত্র আছে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই দুটি মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে হইতে পারে না। সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাক-দর্শনে বেদের নিন্দাপ্রসঙ্গে চার্বাকগণ বলিয়াছেন যে, "জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।" এই মন্ত্রের অর্থ সহজে বোধ হয় না বলিয়াই চার্বাকগণ এই মন্ত্রটি নিদর্শন রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং প্রথম ও দশম মণ্ডলের রচনা সরল বলিয়া তাহা পরবর্তী

বলা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মণ্ডলেই সরল ও দুরূহ মন্ত্র আছে। ইহার দ্বারা মণ্ডলের সময় নিরূপণ হইতে পারে না। ঋক্‌সংহিতার ৫।৭।৩ বর্গে "সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ" এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি সরলার্থ। ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে "উদ্‌গাতেব শকুনে সাম গায়সি" (ঋক্ সং ২।৪।৪৩ সূ)। এই ঋক্ মন্ত্রটিও অতি সরলার্থ। বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋক্‌সংহিতারও প্রাচীন-নবীন বিভাগ করিতে চাহিতেছেন। "উদ্‌গাতেব শকুনে সাম গায়সি" এই মন্ত্রভাগের অর্থ এই যে, হে শকুনে (কপিঞ্জল পক্ষিবিশেষ) তুমি উদ্‌গাতা ঋত্বিকের মত সাম গান করিতেছ। ইহার দ্বারা কি সামগানকর্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিকের ঋক্ সংহিতার পূর্বকালীনতা সিদ্ধ হইবে ? ঋগ্বেদবিৎ ঋত্বিক্‌কে হোতা, সামবেদবিদ্ ঋত্বিক্‌কে উদ্‌গাতা ও যজুর্বেদবিৎ ঋত্বিক্‌কে অধ্বর্যু বলে। ঋক্‌সংহিতার তথাকথিত প্রাচীন মণ্ডলগুলিতে বহুবার এই সমস্ত ঋত্বিক্‌গণের উল্লেখ আছে।

নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক পূর্বপক্ষী কৌৎসের মত প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অথাপি অবিস্পষ্টার্থা ভবন্তি।" অর্থাৎ কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্র অবিস্পষ্টার্থক। পরে যাস্ক সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন—"অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাৎ।" সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রই অর্থবান্ (নিরুক্ত, উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ) জৈমিনিও বলিয়াছেন—"অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৩২)। আমরা বলিয়াছি প্রত্যেক মণ্ডলেই সরল ও দুরূহ মন্ত্র আছে। ইহা দ্বারা মণ্ডলের সময় নিরূপিত হইতে পারে না। কতকগুলি মন্ত্র অবিস্পষ্টার্থক—এইরূপ পূর্বপক্ষী কৌৎস বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে যাস্ক বলিয়াছেন যে, "যথো এতদবিস্পষ্টার্থা ভবন্তীতি, নৈষ স্থাণো-রপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধঃ স ভবতি।" এই যাস্ক বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, কৌৎস যে বলিয়াছেন কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্র দুরূহ, অবিস্পষ্টার্থক—ইহা মন্ত্রের দোষ নহে। ইহা অশিক্ষিত পুরুষেরই অপরাধ। যেমন অন্ধ স্থাণুদর্শন করিতে পারে না বলিয়া

তাহা স্থাণুর অপরাধ নহে, কিন্তু অন্ধ পুরুষই স্বীয় অপরাধে স্থাণুকে দেখিতে পায় না। অশিক্ষিত পুরুষই স্বীয় অশিক্ষারূপ অপরাধ মন্ত্রে আরোপ করিয়া মন্ত্র অবিস্পষ্টার্থক বলিয়া থাকে। (নিরুক্ত, উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ)।

উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা

মন্ত্রভাগে উপাসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত

উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহে দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। ভারতবর্ষে বহুপ্রকার উপাসক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে পিতারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন আবার কোন সম্প্রদায় বন্ধুরূপে সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, আবার কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে সখারূপে, আবার কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মাতারূপে, কোন সম্প্রদায় বা ঈশ্বরকে পিতা, মাতা উভয়রূপেই উপাসনা করিয়া থাকেন। একই পরমেশ্বর বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ে বিভিন্নরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর পিতৃরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন বলিয়াই তিনি জগতের কর্তা বা বিধাতা নহেন—এরূপ মনে করিলে ঘোরতর ভ্রান্তি ঘটিবে। আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, একই ঈশ্বর অনন্তরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। ইহাতে কোন বিরোধের গন্ধ নাই। বেদের মন্ত্র সংখ্যার পার নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরস্বরূপ প্রতিপাদকমন্ত্রও অসংখ্য। আমরা দিগ্‌দর্শনের অভিপ্রায়ে নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে কয়েকটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। আর তাহাতেই ইহা সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, বেদের মন্ত্রভাগেই একই ঈশ্বরের বহুরূপে উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। একই ঈশ্বরের বহুরূপে উপাসনা ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ভারতের বহির্ভাগ হইতে সংগ্রহ

করেন নাই। তাহা তাঁহাদেরই একান্ত নিজস্ব বস্তু বেদের মন্ত্রভাগেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতীয় নানাবিধ উপাসক সম্প্রদায়কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবার অপপ্রয়াস পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিলেও ভারতীয় জনগণ বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের অখণ্ড একত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। নীচ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই উপাসক সম্প্রদায়গুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিদ্বিষ্ট করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। একমাত্র বেদ হইতেই পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সমগ্র মানব সভ্যতায় প্রসার লাভ করিয়াছে। যাহা হইতে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা পাইয়াছে সেই বেদ দ্বারা প্লাবিত পবিত্রীকৃত ভারত অন্যের নিকট হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার মাধুকরী করিতে পারে না। বেদে ঈশ্বরতত্ত্ব সঙ্কুচিত হইয়া ভীত ভীত ভাবে অবস্থিত নহে। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের মধ্যে মাত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যক মন্ত্রটি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ন্যায়াচার্য উদয়নের উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বেদে ঈশ্বরতত্ত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর সখা, বন্ধু বা পিতা—ইহার যে কোন একটি রূপ অন্যের নিকটে শুনিয়া যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরকে বন্ধু না বলিয়া সখা বলিতে কখন সমর্থ হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা বেদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে যথার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরের যে কোনরূপ বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যজুর্মন্ত্র সংহিতার রুদ্রাধ্যায়ের ঋক্‌মন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। মাত্র অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া বলায় বহু ভয়; কিন্তু নিজে দেখিয়া বলিলে কোন ভয়লেশের অবকাশ থাকে না। যাহা হউক্, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় যে নানা ভাবে একই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা বেদের মন্ত্রভাগেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। বেদমন্ত্রই ঈশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের ঐক্যের সুদৃঢ় সূত্র। "উতৈষাং পিতা উত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।

একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ" (অথর্ব সং ১০।২৩।৪-২৮) এই মন্ত্রটি ঈশ্বরের সহিত জীবের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভৃতি সম্বন্ধের স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঈশ্বরের একত্ব

ভারতীয় শাস্ত্রে দেবতার নানাত্বের উল্লেখ থাকায় কতকগুলি অজ্ঞ লোক মনে করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বুঝি ঈশ্বরেরই বহুত্ব স্বীকার করা হয়। এজন্য করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া ইহারা ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচারে উৎসাহী হইয়াছেন। দেবতার নানাত্ব থাকিলেই যদি ঈশ্বরেরও নানাত্ব হয় তবে মানুষ, পশু প্রভৃতির নানাত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের নানাত্ব হইল না কেন? দেবতা-মানুষ প্রভৃতি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট জীব। ঈশ্বর ইহাদের স্রষ্টা। এই প্রবন্ধের ৫ম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দেবতারই নানাত্ব নাই, ঈশ্বরের নানাত্ব তো সুদূর নিরস্ত। বাজসনেয়ী যজুঃ-সংহিতার ৩২ অধ্যায়ের ৩য় মন্ত্রে "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ" বলা হইয়াছে। এই দ্বিপদা গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর বলিয়াছেন—"যস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানম্ উপমানং কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি অতএব নাম প্রসিদ্ধম্ মহদ্ যশঃ যস্যাস্তি সর্বাতিরিক্তযশাঃ ইত্যর্থঃ।" (৩২।৩)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের সদৃশ আর কেহ নাই। এজন্য ঈশ্বর সর্বাতিরিক্তযশাঃ।

ঈশ্বর অনেক স্বীকার করিলে দোষ কি? ঈশ্বরগোষ্ঠী স্বীকার করিলে কি অনিষ্ট হইবে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে,—যে প্রমাণদ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে, সেই প্রমাণদ্বারাই ঈশ্বরের একত্বও সিদ্ধ হইবে। একত্ব সিদ্ধ না হইলে ঈশ্বরই সিদ্ধ হইবে না। ঈশ্বরের অনেকত্ব খণ্ডনের জন্য অতি প্রাচীন ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "অথ অনেকত্বে সতি কিং বাধ্যত ইতি? একস্মিন্ বস্তুনি ব্যাহতকাময়োঃ ঈশ্বরস্য প্রবৃত্তির্ন প্রাপ্নোতি। অথ একমিতরোঽধিশেতে যোঽতিশেতে স ঈশ্বরো নেতরঃ।" ইহার

অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর অনেক হইলে কি বাধা হইবে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য—কোন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধ ইচ্ছাসম্পন্ন দুইজন ঈশ্বরের কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারিবে না। যেমন একটি বস্তুতে ইহা হউক, ইহা না হউক্ অথবা ইহা ভাল হউক্, ইহা মন্দ হউক—এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছা দুইজন ঈশ্বরের হইলে, কোন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই কার্য হইতে পারিবে না। একটি বস্তু একই সময়ে ভালও বটে, মন্দও বটে, এইরূপ নূতনও বটে, পুরাতনও বটে—এইরূপ হইতে পারে না। এইজন্য উভয় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা প্রতিহত হইবে বলিয়া উভয়ই অনীশ্বর হইয়া যাইবেন। অপ্রতিহত ঐশ্বর্য না থাকিলে ঈশ্বর হইতে পারে না। যাহার ঐশ্বর্য প্রতিহত হয় সে অনীশ্বর। আর যদি এই উভয়ের মধ্যে একজনের ইচ্ছা অনুসারে কার্য হয় তবে যাহার ইচ্ছা অনুসারে কার্য হইবে তিনিই ঈশ্বর, অন্য অনীশ্বর হইবেন। (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১, ৯৫০ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)

পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে যে "তচ্চ তস্য ঐশ্বর্যং সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তম্। ন তাবদ্ ঐশ্বর্যান্তরেণ তদতিশয্যতে। যদেবাতিশয়ি স্যাৎ, তদেব তৎ স্যাৎ। তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্যস্য স ঈশ্বর ইতি। ন চ তৎ সমানমৈশ্বর্যমস্তি, কস্মাৎ ? দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপত্ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু, পুরাণমিদমস্তু ইতি একস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তম্। দ্বয়োশ্চতুল্যয়োর্যুগপৎকামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্তি। অর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্ যস্য সাম্যাতিশয়ৈর্বিনির্মুক্তমৈশ্বর্যং স এবেশ্বরঃ। (পাতঃ সূঃ ১।২৪)। এই ব্যাসভাষ্যের টীকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, "অবিরুদ্ধাভিপ্রায়ত্বে বা প্রত্যেকমীশ্বরত্বে কৃতমন্যৈরেকেনৈবেশনায়াঃ কৃতত্বাৎ। সম্ভূয়কারিত্বে বা ন কশ্চিদীশ্বরঃ পরিষদ্বৎ। নিত্যেশনাযোগিনাঞ্চ পর্যায়াযোগাৎ কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ।" বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত দোষ হইবে না। কারণ ঈশ্বরদিগের রাগদ্বেষ নাই বলিয়া ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছাসম্পন্ন হইতেই পারেন না। এতদুত্তরে বক্তব্য

এই যে, সমস্ত ঈশ্বরেরই যদি কেবল সমানরূপ ইচ্ছাই হয়, কখনও যদি বিরুদ্ধ ইচ্ছা না হয় তবে তো একজন ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই কার্য হইতে পারিবে। বহু ঈশ্বর স্বীকার তো বৃথাই হইবে। যদি বলা যায় বহু ঈশ্বর হইলেও তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মতি পূর্বক একরূপ ইচ্ছাই করিয়া থাকেন, আর তাহাতে ভাষ্যপ্রদর্শিত দোষও হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এরূপ বলিলে কেহই ঈশ্বরই হইবেন না। যেমন পরিষদের সভ্যগণ একমত হইয়া যে কার্য করেন সেই কার্যে কোন একজন সভ্যের কর্তৃত্ব থাকে না। এইরূপ ঈশ্বরেরাও যদি পরিষদের সভ্যের মত হন তবে একজনও ঈশ্বর হইবেন না।

যদি বলা যায়, বহু ঈশ্বর হইলেও তাঁহারা যুগপৎ কার্য করেন না। এক একদিন, মাস বা বৎসর করিয়া ক্রমিকভাবে সকল ঈশ্বরই কার্য করেন। এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নিত্য। নিত্য ঈশনা আছে বলিয়া ঈশ্বরগণ ক্রমিক কার্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নিত্য ঈশনা আছে বলিয়া ঈশ্বর একদিন কার্য করিয়া পরদিনই বিরত হইতে পারেন না। যে ঈশনা পূর্বদিনে কার্য করিল সেই ঈশনা পরের দিনেও আছে বলিয়া পরের দিনে কার্য করিল না কেন? যদি নিত্য ঈশনা পরের দিনও কার্য করিতে না পারে তবে পূর্ব দিনেও কার্য করিতে পারিবে না। কারণ পূর্ব-দিনের ঈশনারই বা গুণ কি আছে, আর পরের দিনের ঈশনারই বা দোষ কি আছে? নিত্য এক ঈশনা আজ কার্য করিবে, আগামী দিনে কার্য করিবে না, এইরূপ হইতে পারে না। যে ঈশনা থাকিয়াও কার্য করে না তাহা ঈশনাই নহে। ঈশ্বরের ঈশনা নিত্য।

যদি বলা যায়, ঈশ্বরের ঈশনা নিত্য বলিয়া ক্রমিক কার্য হইতে না পারিলেও ঈশ্বরের অনিত্য ঈশনাই স্বীকার করিব। আর তাহাতে বহু ঈশ্বর ক্রমিক কার্য-করিতে পারিবেন। এরূপ বলিলে ঈশ্বরই সিদ্ধ হইবে না। ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "যদীশ্বরস্য

ঐশ্বর্যং কিং তন্নিত্যমনিত্যমিতি। যদ্যনিত্যং তস্য কারণং বাচ্যম্। যস্য চানিত্যমৈশ্বর্যং তস্য কারণভেদো ভবতি অণিমাদেঃ। এবমন্যেষামপি ইত্যনেকেশ্বরঃ প্রসজ্যেত।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের যদি অনিত্য ঐশ্বর্য স্বীকার করা যায় তবে অনিত্য ঐশ্বর্যের কারণ বিশেষ বলিতে হইবে। অনিত্যবস্তু কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের অণিমাদি ঐশ্বর্য হইয়া থাকে তবে সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যেরাও ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারিবেন। অন্যেরাও ঈশ্বর হইবেন। কেবল একজনই ঈশ্বর হইবেন কেন? যদি অন্যেরাও ঈশ্বর হুন তবে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হইবে। অনেকেশ্বর হইলে যে সমস্ত দোষ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঋক্‌মন্ত্রেও বলা হইয়াছে—"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (শ্বে ৬।৮)। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪৪ সূত্রের ভামতীতেও এই ন্যায়বার্তিককারীয় যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের নানাত্বখণ্ডন পূর্বক একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই ভামতীতে "সম্ভূয় বেশনায়াং পরিশুদ্ধো ন কশ্চিদীশ্বরঃ স্যাৎ", এইরূপ পাঠ আছে। "পরিষদ্‌বৎ ন কশ্চিদীশ্বরঃ স্যাৎ" এইরূপ পাঠ হওয়াই আমাদের সঙ্গত মনে হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বেদের মন্ত্রে যে ঈশ্বরের একত্ব বলা হইয়াছে ভারতীয় দার্শনিকগণ যুক্তির দ্বারা তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপে বেদের মন্ত্র ও দার্শনিক বিচার একই অর্থে পর্যবসিত হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলিতেও ঈশ্বরের একত্ব বার বার বলা হইয়াছে। তথাপি কতকগুলি দিবাভীত জাতীয় লোক বলিয়া থাকেন—ভারতে বহু ঈশ্বরবাদ প্রচলিত। একেশ্বরবাদ এই দেশে প্রচার করা আবশ্যক। আজও শিশু-পাঠ্যসমূহে বলা হয়—কোন ব্যক্তিবিশেষ ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন ইত্যাদি *

* কিন্তু যাঁহারা একেশ্বরবাদ প্রচার করেন তাঁহারা ঈশ্বরের একত্ব সাধক এতাদৃশ যুক্তিরাশি কি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিয়াছেন? তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত যুক্তিরাশি কি প্রদর্শিত হইতে পারিবে?

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার আকর বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত অর্থবাদ। বেদের প্রদর্শিত অংশ হইতেই ভারতের সমস্ত দার্শনিক চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের ১।৩।১ সূত্রের শাবরভাষ্যের বার্তিকে ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে, "যাশ্চৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদিপ্রক্রিয়াঃ সৃষ্টিপ্রলয়াদিরূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্বাঃ মন্ত্রার্থবাদজ্ঞানাদেব।" (১৬৮ পৃঃ আনন্দাশ্রম সং) এই বার্তিকের টীকা ন্যায়সুধাতে বলা হইয়াছে যে, "নন্বু যৈষা সুখদুঃখমোহাত্মক-সত্ত্বরজস্তমোরূপং প্রধানং জগৎকারণামিতি প্রক্রিয়া স্থিতিসিদ্ধান্তাপরপর্যায়া সাংখ্যৈঃ, পুরুষ ইতি ব্রহ্মবিদ্‌ভিঃ, ঈশ্বর ইতি পাতঞ্জলীয়ৈঃ, পরমাণব ইতি ঔলূক্যৈঃ। আদিশব্দাত্তৎ তৎ কার্যং জগৎ। ইতি যথাক্রমং সাংখ্যাদিভিঃ প্রতীতাঃ-প্রতিজ্ঞাতাঃ অঙ্গীকৃতাঃ। কিমাসাং মূলমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাশ্চৈতা ইতি। (ন্যায়সুধা ১৩১-৩২ পৃঃ, চৌখাম্বা সং)। এই সমস্ত উক্তির সারমর্ম এই যে, সাংখ্য-বেদান্ত-পাতঞ্জল-বৈশেষিকদর্শনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তই বেদের মন্ত্রভাগ ও অর্থবাদ বাক্যসমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক কথায় ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক চিন্তার মূল বেদ।

ততঃপর ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানমাত্রক্ষণভঙ্গনৈরাত্ম্যাদি-বাদানামপি উপনিষদর্থবাদপ্রভবত্বম্। বিষয়েষু আত্যন্তিকরাগং নিবর্তয়িতুম্।" ইহার অর্থ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত বেদের উপনিষদ্‌ভাগ ও অর্থবাদবাক্য সমূহ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। বিষয়সমূহে পুরুষের আত্যন্তিক রাগনিবৃত্তির জন্যই বৌদ্ধাদিদর্শনে বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সমস্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে বেদের মন্ত্রভাগ হইতে দার্শনিকতত্ত্বের ও অধ্যাত্মবাদের আলোচনা প্রদর্শন কোন নূতন কিছু নহে। প্রাচীন ভারতের দার্শনিকবৃন্দ বেদের মন্ত্রভাগ হইতে দার্শনিক-তত্ত্ব প্রদর্শন করিতেন। পরবর্তীকালে বেদের আলোচনা হ্রাস হওয়ায় বেদের সহিত পরিচয় না থাকায় নব্য দার্শনিকগণ

বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতেছেন তাহা বেদ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। আমরা উদয়নের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি।

ঈশ্বরের মন্ত্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্বে দার্শনিক যুক্তি

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য আমরা কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। এই সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর যেমন সর্বজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন সেইরূপ উপনিষদ্-ভাগেও ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। যেমন মুণ্ডক উপনিষদে—"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" বলা হইয়াছে। (মুণ্ডক ১।১।৯)। ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা বলিয়াই তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইবে। স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সাধকের প্রমাণের অপেক্ষা নাই। ন্যায়বার্তিককার বলিয়াছেন—"ন চ বুদ্ধিমত্তয়া বিনা ঈশ্বরস্য জগদুৎপাদো ঘটতে।" ঈশ্বর সর্বজ্ঞ না হইলে তিনি জগতের স্রষ্টা হইতে পারিতেন না। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—কার্যের উপাদানাভিজ্ঞই কার্যের কর্তা হইয়া থাকে বলিয়া জগৎকর্তা ঈশ্বরও জগদ্রূপ কার্যের উপাদানাভিজ্ঞ হইবেন। (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১ ; ৯৫২-৫৩ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। এস্থলে উপাদানাভিজ্ঞ ঈশ্বর উপাদানবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানবান্—ইহাই অর্থ। জগতের উপাদান পরমাণু। অদৃশ্য পরমাণু যাহার প্রত্যক্ষ তিনি সর্বজ্ঞ। "অদৃশ্যদৃষ্টো সর্বজ্ঞঃ" এই কথা "কুসুমাঞ্জলি"তে উদয়ন বলিয়াছেন। (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৩।১৬)। অদৃশ্যবস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। যে দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া দর্শন করেন তিনি অবিশেষে সমস্ত বস্তুরই দর্শন করেন। ইন্দ্রিয় স্বসন্নিকৃষ্ট-বিষয়মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এজন্য ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ সর্ববিষয়ক হইতে পারে না।

বিধিবিবেকে মণ্ডন ন্যায়বৈশেষিকমতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সর্বকার্যাণাং কর্তৃত্বাদেব তর্হি সর্বজ্ঞত্বম্। উপাদানোপকরণসম্প্রদানপ্রয়োজনাভিজ্ঞা হি কুলালাদয়ঃ কর্তারঃ। সর্বেষাঞ্চ কার্যানাম্ ঈশ্বরঃ কর্তা ইতি। সমস্তকার্যোপাদানাদ্যভিজ্ঞঃ, তথা চ সর্বজ্ঞ ইতি।" (২১০-১১ পৃঃ, বিধিবিবেক)।

বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সর্বকার্যাণাং তনুভুবনাদীনামুপলব্ধিমান্ কর্তা প্রতীয়মানোঽন্তর্ভাবিত সর্বজ্ঞত্ব এব প্রতীয়তে।...নন্থ ভবতু কর্তৃতা, সর্বজ্ঞতা তু কস্মাদিত্যত আহ উপাদানোপকরণসম্প্রদানপ্রয়োজনাভিজ্ঞা হি কুলালাদয়ঃ কর্তারঃ। উপাদানমিহ পরমাণুজাতিচতুষ্টয়ম্। উপকরণম্—সমস্তক্ষেত্রজ্ঞসমবায়িনৌ ধর্মাধর্মৌ। সম্প্রদানম্—ক্ষেত্রজ্ঞাঃ, যানয়ং ভগবান্ স্বকর্মভিরভিপ্রৈতি। প্রয়োজনং সুখদুঃখভোগঃ। এতদুক্তং ভবতি যে যৎকর্তারঃ তে তদুপাদানাদ্যভিজ্ঞাঃ যথা কুলালাদয়ঃ। সর্বেষাঞ্চ কার্যাণামীশ্বরঃ কর্তেতি সমস্তোপাদানাদ্যভিজ্ঞঃ। তথা চ সর্বজ্ঞঃ। (ন্যা. ক. ২১০-১১ পৃঃ) এই কথাগুলি পূর্বপক্ষরূপে ঈশ্বরভঙ্গ কারিকাতে বৌদ্ধাচার্য জ্ঞানশ্রী বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ না হইলেও ন্যায়বৈশেষিকমতে ঈশ্বর সর্বকার্যের কর্তা বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হইবে। যে পুরুষ যে কার্যের কর্তা সেই পুরুষ সেই কার্যের উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনের জ্ঞাতা হইয়া থাকে। উপাদানাদি না জানিয়া কর্তা কার্যের উৎপাদন করে না। যেমন ঘটকার্যের উপাদান মৃত্তিকা, উপকরণ দণ্ড-চক্রাদি, সম্প্রদান যাহারা ঘটের গ্রহীতা, প্রয়োজন জলাদির আহরণাদি। এই উপাদানাদি জানিয়াই কুম্ভকার ঘটের নির্মাণ করিয়া থাকে। এইরূপ সর্বকার্যের কর্তা ঈশ্বরও সমস্ত কার্যের উপাদানাদি জানেন বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইবে। জগৎ নির্মাণে উপাদান চতুর্বিধ পরমাণু। বৈশেষিক সিদ্ধান্তে দ্রব্যারম্ভক পরমাণু চার প্রকার স্বীকার করা হইয়াছে। পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু,

তৈজসীয় পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণু। বৈশেষিকাদি মতে মন অণু হইলেও তাহা কোন দ্রব্যের আরম্ভক নহে। জগৎ নির্মাণে উপাদান যেমন চারপ্রকার পরমাণু, এইরূপ উপকরণ—জীবাত্মাতে সমবেত ধর্ম ও অধর্ম। সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মাতেই ধর্ম ও অধর্ম সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত আছে। জগৎ সৃষ্টিতে সম্প্রদান—জীবাত্মসমূহ। ভোক্তৃ জীবসমূহের ভোগের জন্যই ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রয়োজন—সুখ ও দুঃখের ভোগ। জীবসমূহের সুখদুঃখভোগেই সৃষ্টির পর্যবসান। জগতের সৃষ্টি না হইলে জীবের সুখদুঃখের ভোগ হইতে পারে না।

ঘটাদির কর্তা কুলালাদি যেমন ঘটাদিকার্যের উপাদানাদির অভিজ্ঞ এইরূপ ঈশ্বরও সমস্ত কার্যের কর্তা বলিয়া সমস্ত কার্যের উপাদানাদির অভিজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা। সমস্ত কার্যের উপাদানাদি যিনি জানেন তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ হইবেন। এইরূপে ঈশ্বরের সর্বকার্যে কর্তৃত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণের অভিপ্রায়। আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব বারবার বলা হইয়াছে। যাহা মন্ত্রে বলা হইয়াছে ভারতীয় দর্শন সমূহে তাহারই উপপাদন করা হইয়াছে। বেদ হইতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকার্যকর্তৃত্ব না জানিয়া কেবল স্বমনীষার দ্বারাই দার্শনিকগণ ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন—এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা বালক। "স্বতন্ত্রো বেদ এবৈতৎ কেবলোবক্তুমর্হতি"—তন্ত্রবার্তিক। স্বতন্ত্র বেদই কেবল অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপদেশ করিতে পারে। বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন দার্শনিকগণ করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—ন হি আগমানুমানে জগৎকর্তৃত্বনিত্যসর্ববিষয়বুদ্ধিমত্ত্বব্যতিরেকেন কেবলমীশ্বরং সাধয়তঃ (ন্যা. সূঃ. ৪।১।২১—৯৫৬ পৃঃ মেট্রোঃ সং)। ইহার অভিপ্রায় আগম ও অনুমান ঈশ্বরসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎকর্তৃত্বরূপে ও সর্ববিষয়ক নিত্য বুদ্ধিমত্ত্বরূপে ঈশ্বরের সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বরের

জগৎকর্তৃত্ব ও সর্ববিষয়ক নিত্যবুদ্ধিমত্ত্বব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের সিদ্ধি আগম হইতে অথবা অনুমান প্রমাণ হইতে হইতে পারে না।

ঈশ্বর সমস্ত কার্যের কর্তা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বও সিদ্ধ হইবে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত কার্যের কর্তা কিনা এ' বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মতভেদ আছে। যদিও বেদের মন্ত্রে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা ও সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে, তথাপি ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বে মতবৈষম্য আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতে, ঈশ্বর জগতের নির্মাতা নহেন। সাংখ্য মতে ঈশ্বর বস্তুতেই বৈমত্য আছে। পাতঞ্জল দর্শনের মতে ঈশ্বর বস্তুতে বৈমত্য না থাকিলেও ঈশ্বর সমস্ত কার্যের কর্তা নহেন—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। পাতঞ্জলদর্শনে বলা হইয়াছে যে 'নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' (পাত সূঃ ৪।১৩)। প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রযুক্তই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জড়া প্রকৃতিই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রকৃতি স্বতন্ত্র বলিয়া চেতন ঈশ্বর তাহার প্রেরয়িতা নহেন। পাতঞ্জল মতে, ঈশ্বর জগতের নির্মাতা না হইলেও তিনিই জগতের আদি গুরু, আদি উপদেষ্টা। সমস্ত বেদরাশি ঈশ্বর নির্মিত। বেদই ঈশ্বরের বাক্য। এই বেদবাক্যদ্বারাই ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীবর্গের হিতানুশাসন করিয়াছেন। যিনি সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতোপদেষ্টা তিনি সর্বজ্ঞ। অসর্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত প্রাণিবর্গের যথার্থ হিতের অনুশাসন করিতে পারে না। ক্লেশকর্মাদি ঈশ্বরের নাই, তিনি অরাগ-অদ্বেষ, অথচ সমস্ত বস্তুর যথার্থ জ্ঞাতা। তিনিই আদি উপদেষ্টা। "সঃ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" (পাতঃ সূঃ ১।২৬) এজন্য পাতঞ্জলদর্শনে স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বে প্রমাণের উপন্যাস করা হইয়াছে। পাতঞ্জল মতে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হইয়াও সর্বজ্ঞ। পাতঞ্জল মতে যোগীরও সর্বজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। "তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্" (পাতঃ সূঃ ৩।৫৪)—এই সূত্রে যোগীরও সর্বজ্ঞত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ঈশ্বর ও যোগী উভয়েই

সর্বজ্ঞ হইলেও ঈশ্বর অনাদি সর্বজ্ঞ এবং যোগী সাদি সর্বজ্ঞ। যোগী সাধনের অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় সর্বজ্ঞতা সম্পাদন করেন। ঈশ্বর কিন্তু সাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীতই সর্বজ্ঞ। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা অনাদিসিদ্ধ। পাতঞ্জলমতে যোগীর যেরূপ সাধনানুষ্ঠানসাপেক্ষ সর্বজ্ঞতা, বৌদ্ধমতেও সেইরূপ সর্বজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার মত অনাদি সর্বজ্ঞতা বৌদ্ধমতে স্বীকার করা হয় না।

যাহা হউক, পাতঞ্জল মতে, ঈশ্বর জগৎকর্তা না হইলেও তিনি অনাদি সর্বজ্ঞ। এইজন্য ন্যায়বৈশেষিকমতে যেরূপে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরের সেইরূপ সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য ভগবান্ পতঞ্জলি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধির জন্য অন্যরূপ অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন। "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্" (পাতঃ সূঃ ১।২৫) এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে ও তাহার টীকা তত্ত্ববৈশারদীতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বসাধক অনুমান প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমানের নিষ্কর্ষ ১।১।৫ ভামতী-টীকার কল্পতরুতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কল্পতরুকার অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানত্বং নিরতিশয়কিঞ্চিদাশ্রিতম্ সাতিশয়-বৃত্তিজাতিত্বাৎ পরিমাণত্ববৎ ইতি সমুদায়ার্থঃ।" ইহার অর্থ, পরিমাণত্ব জাতি সাতিশয় পরিমাণবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া তাহা যেমন নিরতিশয় বিভুপরিমাণেও সমবেত হইয়া থাকে, এরূপ জ্ঞানত্ব জাতিও সাতিশয় অস্মদাদির জ্ঞানে সমবেত হইয়াছে বলিয়া তাহা নিরতিশয় জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ববিষয়ক জ্ঞানেও সমবেত হইবে।

অতিশয়ের সহিত বিদ্যমানকেই সাতিশয় বলে। যেমন ঘটাদির পরিমাণ হইতে উদঞ্চনের (জালার) পরিমাণ অতিশয়িত (অধিক) বলিয়া ঘটপরিমাণ উদঞ্চন পরিমাণদ্বারা সাতিশয় হইয়াছে। একজাতীয় ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরটি হইতে উৎকর্ষযুক্ত হইলে উৎকৃষ্টকে অপকৃষ্ট হইতে অতিশয়িত বলা যায়। একজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটি অতিশয়িত বলিয়া অপর ব্যক্তিটি সাতিশয় হইবে। ঘটপরিমাণ ও উদঞ্চন পরিমাণ উভয়েই একজাতীয়। উভয়েই পরিমাণত্ব জাতি

আছে। কিন্তু ঘটের পরিমাণ হইতে উদঞ্চনের পরিমাণ অতিশয়িত বলিয়া ঘটের পরিমাণ সাতিশয় হইয়াছে। সাতিশয় ঘট পরিমাণে সমবেত পরিমাণত্ব জাতি যেমন গগনাদির নিরতিশয় পরিমাণেও সমবেত হইয়া থাকে। যাহা অপেক্ষা অতিশয় কেহ নাই তাহাকে নিরতিশয় বলা হয়। গগনাদি বিভুদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা অতিশয়-পরিমাণ নাই বলিয়া গগনাদির পরিমাণ নিরতিশয় পরিমাণ। যাহা অপেক্ষা অতিশয় কেহ থাকে তাহাকে সাতিশয় বলা হয়। যেমন ঘটের পরিমাণ অপেক্ষা উদঞ্চনের পরিমাণ অতিশয় বলিয়া ঘটের পরিমাণ সাতিশয় হইয়াছে। যাহা হউক, পরিমাণত্বজাতি সাতিশয়বৃত্তি বলিয়া তাহা নিরতিশয়বৃত্তি হইয়াছে—ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার করেন।

উভয়ের স্বীকৃত এই পরিমাণত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানত্বজাতিও নিরতিশয় জ্ঞানব্যক্তিতে সমবেত হইবে। বিষয় দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অতিশয় হইয়া থাকে। যে জ্ঞান যত অধিক বিষয়ক সেই জ্ঞান তত উৎকৃষ্ট। কাহারও জ্ঞানের বিষয় অতীতাদি বস্তু অল্প, কাহারও বহু, কাহারও বহুতর ও কাহারও বহুতম। যে জ্ঞানের বিষয় যত অধিক সেই জ্ঞান তত উৎকৃষ্ট। দেবদত্তের জ্ঞান অল্প অতীতাদিবিষয়ক, যজ্ঞদত্তের জ্ঞান বহু অতীতাদিবিষয়ক, বিষ্ণুমিত্রের জ্ঞান বহুতর অতীতাদি বিষয়ক হইয়া থাকে। ইহা সকলেরই স্বীকার্য। এইরূপে জ্ঞানত্ব জাতি সাতিশয়বৃত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানত্ব জাতি নিরতিশয়বৃত্তি হইবে। অর্থাৎ জ্ঞানত্ব জাতি এমন জ্ঞানব্যক্তিতে সমবেত হইবে যে, জ্ঞান অপেক্ষা অধিক বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে। সর্বাতিশায়ী জ্ঞানই সর্ববিষয়ক জ্ঞান। বিষয়ের দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অতিশয় হইয়া থাকে। যে জ্ঞান সর্ববিষয়ক হইবে তাহা অপেক্ষা অতিশয়িত জ্ঞান সম্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সর্ববিষয়ক জ্ঞানেই কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। সাতিশয়ব্যক্তিবৃত্তি জাতি মাত্রই যদি নিরতিশয়-ব্যক্তিবৃত্তি হয় তবে সাতিশয়ব্যক্তিবৃত্তি জ্ঞানত্বজাতিও নিরতিশয় জ্ঞান-

ব্যক্তিবৃত্তি হইবে। নিরতিশয় জ্ঞানব্যক্তিই সর্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান। জ্ঞান গুণ বলিয়া তাহার আশ্রয় অবশ্যই থাকিবে। নিরতিশয় জ্ঞানের আশ্রয়ই সর্বজ্ঞ আর তিনিই ঈশ্বর।

এইরূপে ঈশ্বর জগতের কর্তা না হইলেও প্রদর্শিত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। পাতঞ্জল দর্শনের ইহাই অভিপ্রায়। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও পাতঞ্জল-মতে পুরুষ অকর্তা বলিয়া পুরুষবিশেষ ঈশ্বরও অকর্তা। "ক্লেশকর্মবিপাকাশায়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (১।২৪ পাতঃ সূঃ)—এই সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বাচস্পতিমিশ্র ঈশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা স্বীকার করিয়াছেন। সংহারের ইচ্ছাকে সঞ্জিহীর্ষা বলে। বাচস্পতি ঈশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা স্বীকার করিলেও সিসৃক্ষার কথা বলেন নাই। ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের সিসৃক্ষাবশতঃ জগতের সৃষ্টি ও ঈশ্বরে সঞ্জিহীর্ষা বশতঃ প্রলয় হইয়া থাকে। পাতঞ্জলমতে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর অকর্তা। সুতরাং পাতঞ্জলমতে ঈশ্বর জগতের সংহারকর্তা নহেন। অথচ বাচস্পতি ঈশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকার ১৯শ কারিকাতেও পুরুষের কর্তৃত্ব নাই বলা হইয়াছে এবং ১০ম কারিকাতে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের যে উপদেশ-কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে তাহাতেও ঈশ্বরের যথার্থ কর্তৃত্ব বলা হয় নাই। তত্ত্ববৈশারদীতে বলা হইয়াছে যে, "তদিদমাহার্যম্ অস্য রূপং, ন তাত্ত্বিকম্।" যদি বলা যায়, ঈশ্বর যদি উপদেষ্টা হইতে পারেন অর্থাৎ উপদেশের কর্তা হইতে পারেন তবে জগতের কর্তা হইতেই বা দোষ কি? উপদেষ্টৃত্ব ঈশ্বরের যেমন আহার্যরূপ, স্রষ্টৃত্বও সেইরূপ আহার্যরূপই হইবে। আর তাহাতে পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরও ন্যায়বৈশেষিক মতের ঈশ্বরের তুল্যই হইবেন।

এরূপ বলা যায় না, কারণ সাংখ্যপাতঞ্জলমতে প্রকৃতিই স্বভাবতঃ সাম্যপরিণাম ও বৈষম্যপরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্য প্রেরিত

হইয়া প্রকৃতি উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, "উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে" (পাতঃ সূঃ ২।২৩)। সাংখ্যসিদ্ধান্তে কর্তৃত্ব গুণত্রয়েই আছে। অর্থাৎ প্রকৃতিতেই আছে, পুরুষে কর্তৃত্ব নাই। ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে—"ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে" (পাতঃ সূঃ ২।১৮, ব্যাসভাষ্য)। সুতরাং পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। পুরুষ চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া তাহার কর্তৃত্ব অসম্ভাবিত। "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" (পাতঃ সূঃ ২।২০)—এই সূত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব নাই বলা হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য বা পাতঞ্জল সিদ্ধান্তানুসারে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। ঈশ্বর পুরুষবিশেষ ইহা পাতঞ্জল সূত্রের ১।২।৪ সূত্রে বলা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন তৃতীয়প্রকার তত্ত্ব সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে সম্ভবপর নহে। অথচ বাচস্পতিমিশ্র ৪।৩ পাতঞ্জল সূত্রের টীকাতে বলিয়াছেন—"ন চ পুরুষার্থোঽপি প্রবর্তকঃ; কিন্তু তদুদ্দেশেন ঈশ্বরঃ"। প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ প্রবর্তক নহে। কিন্তু পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরই প্রবর্তক। আবার এই সূত্রের টীকাতে বাচস্পতি বলিয়াছেন—ঈশ্বরস্যাপি ধর্মাধর্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপনয় এব ব্যাপারো বেদিতব্যঃ।" বাচস্পতির কথার প্রভিপ্রায় এই যে, অচেতন চণ্ডচক্রাদি যেমন স্বতন্ত্র চেতন কুলালদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় এইরূপ অচেতন ধর্মাধর্মও স্বতন্ত্র ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বলাতে বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা বস্তুতঃ সাংখ্যপাতঞ্জলের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয় না। বাচস্পতির শৈব - সিদ্ধান্তে অনুরাগ ছিল। এজন্য পাতঞ্জল সিদ্ধান্তেও শৈব সিদ্ধান্তানুসারে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ঈশ্বরের যে উপদেষ্টৃত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বররূপ আত্মাতে নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ সমবেত আছে, ইহা যেরূপ স্বীকার করা হয় সাংখ্যসিদ্ধান্তে

পুরুষ নির্গুণ বলিয়া সেরূপ বলা যায় না। সাংখ্যসিদ্ধান্তে সত্ত্বগুণই জ্ঞানাখ্য বৃত্তিরূপে স্বতঃ পরিণত হইয়া থাকে। এই বৃত্তিরূপ চিত্তপরিণতিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জ্ঞানপদের অর্থ। জীবের চিত্তও সত্ত্বগুণের পরিণাম। এই চিত্তসত্ত্বের বিষয়াকার পরিণামই বৃত্তি। এই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই বিষয়-জ্ঞান নামে ব্যবহৃত হয়। নির্গুণ অসঙ্গ, চৈতন্যরূপ পুরুষ সাক্ষাৎ বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণের দ্বারা চিত্ত বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া চিত্তেরই বিষয়াকার পরিণাম হইয়া থাকে: প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের চিত্ত। ন্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের চিত্ত নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানাদি নিত্য। পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরের জ্ঞানেচ্ছা নিত্য নয়। কিন্তু ইহাই ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্বের পরিণাম। ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব প্রলয়দশাতে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলেও প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টিদশাতে পূর্ববৎ প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের চিত্তরূপে পরিণত হয়। সত্ত্বগুণেরই জ্ঞানরূপ পরিণাম বা বৃত্তি হইয়াছে। এই বৃত্তিতে ঈশ্বর-চৈতন্য স্বভাবতঃ প্রতিবিম্বিত হয়। আর তাহা ঈশ্বরের জ্ঞান। এই প্রক্রিয়া অনুসারে ঈশ্বরের জ্ঞানাদি প্রলয়দশাতে থাকিতে পারে না। প্রলয়দশাতে ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে বলিয়া তখন আর এই চিত্তসত্ত্বের বৃত্তি হয় না। কিন্তু ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, "স তু সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্তঃ" (পাঃ সূঃ ১।২৪)। প্রলয়ে ঈশ্বরীয় চিত্ত প্রকৃতিতে বিলীন হইলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যও স্থিত থাকিতে পারে না। এজন্য 'সদৈবেশ্বরঃ' এই ভাষ্য বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সাংখ্য সিদ্ধান্তেরই ক্ষতি হইবে। প্রলয়ে ঈশ্বরচিত্ত প্রলীন না হইলে তাহা অপ্রাকৃত বস্তু হইবে। কিন্তু সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত তৃতীয় প্রকার তত্ত্ব সম্ভাবিত নহে। অপ্রাকৃততত্ত্বের স্বীকার করিলে বৈষ্ণবমতে প্রবেশ ঘটিবে। বৈষ্ণবগণ প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু ব্যাসভাষ্যে বৈষ্ণবমতানুসারে অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বীকার সঙ্গত নহে। এজন্য

ঈশ্বরীয় চিত্ত প্রলয়ে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলেও পুনর্বার ঈশ্বরীয় চিত্তরূপে প্রাদুর্ভাব যোগ্য থাকিয়াই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। ইহাই সৎকার্যবাদের মর্যাদা। সাংখ্যাচার্যগণ সৎকার্যবাদী। প্রলয়দশাতে ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব জ্ঞানাদিরূপে পরিণত হইবার যোগ্যরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়াই ঐশ্বর্যকে নিত্য বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার "সদৈবেশ্বরঃ" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রলয়দশাতে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অভিব্যক্তই থাকে এইরূপ হইতে পারে না। ঐশ্বর্যাধার চিত্তসত্ত্ব প্রলয়দশাতে প্রকৃতিভাবপ্রাপ্ত না হইলে এই ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্বের তত্ত্বান্তরত্বের আপত্তি হইবে। ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব অপ্রাকৃত এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতিপুরুষ ব্যতীত তৃতীয় তত্ত্ব সাংখ্যসিদ্ধান্তে সম্ভাবিত নহে। ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব যদি প্রলয়কালে প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত না হয় এবং সৃষ্টিদশাতে প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূত না হয় তবে ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্ব প্রাকৃতই হইতে পারিবে না। যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভূত হয় এবং প্রকৃতিতেই বিলীন হয় তাহাই প্রাকৃত। ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্বের প্রকর্ষবশতঃই ঈশ্বরের প্রকর্ষ। চৈতন্যের স্বভাবতঃ কোন প্রকর্ষ বা অপ্রকর্ষ সম্ভাবিত নহে। ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্বের প্রকর্ষবশতঃই ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ববিষয়ক হইয়া থাকে। আর তাহাতেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়। ন্যায়সিদ্ধান্তের মত পাতঞ্জলসিদ্ধান্তে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য নহে বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান একটি মাত্র ইহা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সর্ববিষয়ক একটি মাত্র চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরের আছে—এরূপ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরীয় চিত্তসত্ত্বের প্রকর্ষবশতঃ ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ববিষয়ক বলিয়া ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও তিনিই উপদেষ্টা। ঈশ্বর যে উপদেষ্টা ইহা আমরা অষ্টম মন্ত্রে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দশম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও ইহা বলিয়াছি।

ঈশ্বর কারুণিক কিনা

ন্যায়সূত্রের ২।১।৬৮ সূত্রে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, "কিং পুনরাপ্তানাং প্রামাণ্যম্? (১) সাক্ষাৎকৃতধর্মতা, (২) ভূতদয়া, (৩) যথাভূতার্থচিখ্যা-

পয়িষা। আপ্তাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মাণঃ। ইদং হাতব্যমিদমস্য হানহেতুঃ, ইদমস্যাধিগন্তব্যম্, ইদমস্যাধিগমে হেতুরিতি ভূতান্যনুকম্পন্তে।” ইহার অভিপ্রায়, বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য আপ্তপ্রামাণ্যকৃত। আপ্ত-পুরুষপ্রণীত বলিয়াই বেদ প্রমাণ। আপ্তের প্রামাণ্য কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—আপ্ত-সাক্ষাৎকৃতধর্মা অর্থাৎ আপ্ত যে পদার্থের উপদেশ করিয়া থাকেন সেই পদার্থ আপ্তকর্তৃক সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে। সুদৃঢ় প্রমাণ দ্বারা তাহা আপ্তকর্তৃক অবধৃত হইয়াছে; এবং আপ্তপুরুষের ভূতদয়া অর্থাৎ যে পুরুষকে তিনি উপদেশ করেন তাহার প্রতি তাঁহার অনুকম্পা আছে এবং সাক্ষাৎকৃত যথাভূতার্থবস্তুর প্রখ্যাপনেচ্ছাও তাঁহার আছে—এই ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্টপুরুষই আপ্ত। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ইন্দ্রিয়ের পটুত্বকেও চতুর্থ বিশেষণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, তনুভুবনাদি কার্যের কর্তা সমস্ত বস্তুতত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। এই সর্বজ্ঞ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় অর্থাৎ বাসনা বর্জিত। এই পুরুষের অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ নাই। পাপপুণ্য কর্ম নাই। কর্মের ফল জন্ম, আয়ু ও ভোগ নাই এবং ভোগানুকূল বাসনা বা সংস্কারও তাঁহার নাই এবং তিনি পরম কারুণিক। এই পরমেশ্বর স্বীয় হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের উপায় জানে না বলিয়া অজ্ঞ প্রাণিগণকে দর্শন করিয়া এবং এই প্রাণিসমূহ অনেকবিধ দুঃখাগ্নিতে দহ্যমান দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যের অজ্ঞতা বা দুঃখদর্শনে তাহারই করুণা হয় না যাহার রাগদ্বেষাদি ক্লেশ আছে। যিনি রাগদ্বেষাদিক্লেশসমূহবর্জিত তাঁহার অজ্ঞ, দুঃখী প্রাণী দর্শনে সন্তাপ স্বাভাবিক। এই পরমেশ্বর প্রাণিগণের হিতপ্রাপ্তির ও অহিত-পরিহারের উপায়সমূহ জানেন বলিয়া তিনি উপদেশ না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং অযথার্থ উপদেশও করিতে পারেন না। অযথার্থ উপদেশের কারণ অবিদ্যা বা দ্বেষ। যাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চক

নাই, তিনি অযথার্থ উপদেশ করিতে পারেন না। এইজন্য পরম-কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিব্যাদিলোকের সৃষ্টি করিয়া ও চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হিতপ্রাপ্তির উপায় ও অহিতপরিহারের উপদেশ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ দুঃখী প্রজাগণকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিতপ্রাপ্তির উপায় ও অহিত পরিহারের উপায় উপদেশ না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। এজন্য প্রজাগণের পিতৃস্থানীয় পরমেশ্বরের উপদেশ দেবতা ঋষি ও চতুর্বর্ণে বিভক্ত মনুষ্যগণ, যাহা চতুর্বিধ আশ্রমে বিভক্ত, তাহাদের আদরপূর্বক গ্রহণ ও ধারণ করা উচিত। পরমেশ্বরের উপদেশ গৃহীত ও ধৃত হইলে হিতপ্রাপ্তির উপায় অনুষ্ঠান ও অহিতপরিহারের উপায়ানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ন্যায়ভাষ্যকার ও টীকাকার প্রভৃতি দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে পরম-কারুণিক বলিয়াছেন। অজ্ঞ, দুঃখী প্রাণিগণকে দেখিয়া তাহাদের হিতানুশাসন করেন বলিয়া পরমেশ্বর কারুণিক। এইজন্যই পরমেশ্বর প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয়।

উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বর যে প্রাণিবর্গের পিতৃস্থানীয় ইহা বারবার বলা হইয়াছে। মন্ত্রে ঈশ্বরকে কেবল পিতাই বলা হয় নাই; কিন্তু বন্ধু, সখা, পুত্র, ভ্রাতা ও মাতাও বলা হইয়াছে। এবং ঈশ্বর যে উপদেষ্টা তাহাও উদ্ধৃত মন্ত্রে বলা হইয়াছে। উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রসমূহে যেমন জীবগণ ঈশ্বরের পুত্রকন্যারূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ ঈশ্বরকেও জীবগণের পুত্র, ভ্রাতা বলা হইয়াছে। স্বীয় সন্ততিবর্গের প্রতি পিতা ও মাতার করুণা স্বাভাবিক। স্বীয় সন্ততির প্রতি স্নেহই বাৎসল্যরসের স্থায়িভাব—ইহা বৈষ্ণবকবিগণও বলিয়াছেন—স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্। (সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ ২৫১ কাঃ) বৎসলতা প্রেম তৎসহিতস্নেহো রতিঃ (রামতর্কবাগীশকৃত টীকা)। ঈশ্বরের কারুণ্য ও তাঁহার প্রতি উপাসকগণের স্নেহ-বাৎসল্য ঋক্‌-মন্ত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বীয় সন্ততিবর্গের প্রতি পিতামাতার ব্যৎসল্য প্রাণিমাত্রেই সুপ্রসিদ্ধ। এজন্য বেদমন্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা ও

পিতামাতা বলিয়া নির্দেশ করায় তাঁহার নিরতিশয় কারুণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বর যে করুণাপরায়ণ ইহা বেদমন্ত্রসমূহই বলিয়াছেন। বেদমন্ত্রানুসারেই ভারতীয় দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে কারুণিক বলিয়াছেন ; আর এইজন্যই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" (গীতা ৯।১৭) এবং অর্জুনও বলিয়াছেন—"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য" (গীতা ১১।৫৩)।

ঈশ্বরের কারুণ্যে দার্শনিকগণের আপত্তি

পূর্বমীমাংসকগণ ঈশ্বরই স্বীকার করেন না। ঈশ্বর জগৎকর্তা বেদ-মন্ত্রে শতধা উদ্‌ঘোষিত হইলেও তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব প্রতি-পাদনে বেদের তাৎপর্যই নাই। যাহা বাক্যের তাৎপর্যবিষয়ীভূতই নহে তাহা বাক্যের অর্থই হইতে পারে না। মীমাংসকগণ ঈশ্বরই মানেন না বলিয়া ঈশ্বরের করুণাও মানেন না। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন। এজন্য ঈশ্বর প্রেক্ষাবান্। এই প্রেক্ষাবান্ ঈশ্বর যে জগৎ নির্মাণ করেন তাহাতে তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে? নিষ্প্রয়োজন কার্যে ঈশ্বরের কখনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। ঈশ্বর যে জগৎ নির্মাণ করেন তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত কিছুই নাই ; এজন্য তাঁহার প্রাপ্তব্যও কিছু নাই। ঈশ্বর আপ্তকাম। আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন বিষয়েই অভিলাষ হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বিষয়েই অভিলাষ হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রাপ্তনিখিলপ্রাপনীয়। এইরূপও বলা সঙ্গত নহে যে, ঈশ্বর লীলারসিক। ঈশ্বর স্বীয় লীলাবিস্তারের জন্য অথবা ক্রীড়ার জন্য জগৎ নির্মাণ করেন। ক্রীড়া বা লীলাতেও অপ্রাপ্ত সুখ-বিশেষেরও লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। এজন্য ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা উভয়ই অসঙ্গত।

যদি বলা যায়, ঈশ্বর করুণাপরায়ণ এবং করুণাপ্রযুক্তই ঈশ্বর জগতের নির্মাণ করিয়াছেন, এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ঈশ্বর করুণ-

প্রযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করিলে সুখময় জগৎ সৃষ্টি করিতেন কিন্তু জীব-জগতের সৃষ্টি অতি দুঃখময় ইহা দেখা যায়। যদি বলা যায়, প্রাণিবর্গের ধর্ম ও অধর্ম সাপেক্ষ হইয়া ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া সুখময় ও দুঃখময় এই দ্বিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে, কেবল সুখময় হইতে পারে নাই। ঈশ্বর যে দুঃখময় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া করেন নাই। প্রাণিবর্গের অধর্মই তাহার কারণ, অধর্ম দুঃখেরই হেতু।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অধর্ম জগতের দুঃখের হেতু এবং তাহা জড়। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত না হইলে অচেতন অধর্ম দুঃখের জনক হইতে পারে না—ইহাও ঈশ্বর জানেন। কারুণিক ঈশ্বর ইহা জানিয়া অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইলেন কেন? কারুণিকের তো দুঃখজনক অধর্মের অধিষ্ঠাতা হওয়া সঙ্গত হয় নাই। দুঃখজনক অধর্মেরও অধিষ্ঠাতা হইলে ঈশ্বর আর কারুণিক থাকিবেন কিরূপে? চেতন ঈশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অচেতন অধর্ম কখনও দুঃখরূপ কার্যের জনক হইতে পারে না; হইতে পারিলে আর ঈশ্বরের সিদ্ধি হইবে না। কারণ অচেতন বস্তুও চেতনানধিষ্ঠিত হইয়াই কার্যের জনক হইতে পারিলে অচেতন পরমাণুসমূহও ঈশ্বরানধিষ্ঠিত হইয়া কার্যের জনক হইতে পারিবে। আর ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

যদি বলা যায়, জীবের দুঃখানুভবও প্রয়োজন। জীবের দুঃখানুভব না হইলে জীবের বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে না। বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলে জীবের অপবর্গলাভও হইবে না। সুতরাং বৈরাগ্য উৎপাদনের দ্বারা জীবের অপবর্গলাভই জীবের দুঃখানুভবের প্রয়োজন। আর জীবের দুঃখানুভবের জন্যই পরমেশ্বর অচেতন ধর্মাধর্মেরও অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। সুতরাং পরের হিতকামনা করিয়াই তো ঈশ্বর অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন ও দুঃখময় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বরের কারুণিকত্বের কোন হানি হয় নাই। প্রত্যুত দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করায় ঈশ্বরের কারুণিকত্বই সমর্থিত হইয়াছে।

এরূপ বলা অতি অসঙ্গত। কারণ জীবের দুঃখোৎপত্তি ঈশ্বরের অধীন। দুঃখজনক অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন বলিয়াই তো ঈশ্বর জীবের দুঃখোৎপত্তিতে প্রভু। জীবের দুঃখোৎপত্তিতে কারুণিক ঈশ্বরের বৈমুখ্য থাকাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরের অধর্মের অধিষ্ঠাতা না হইলে কখনও জীবের দুঃখোৎপত্তি হইতে পারিত না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অপবর্গ বা মোক্ষ। ঈশ্বর অধর্মের অধিষ্ঠাতা না হইলে জীবের এই অপবর্গ অনায়াসলভ্য হইত। যাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইত তাহার জন্য ঈশ্বরের দুঃখময় সৃষ্টির কোন আবশ্যক হইত না।

যদি বলা যায়, জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ঈশ্বর স্বভাবতঃই জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎসৃষ্টি করা ঈশ্বরের স্বভাব— এরূপ বলা অতি অসঙ্গত। কোন প্রয়োজনানুসন্ধান না করিয়াই যদি ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে আর তাঁহাকে প্রেক্ষাবান্ বলা যাইতে পারে না। অথচ নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে প্রেক্ষাবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোন প্রেক্ষাবান্ই কোন প্রয়োজন অনুসন্ধান না করিয়া কাজ করে না। (ন্যায়কণিকা ২২১ পৃঃ, তাৎপর্যটীকা ৯৪৪ পৃঃ)

প্রদর্শিত আপত্তির সমাধান

পূর্বপক্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ ঈশ্বর কারুণিক হইলেও, সমস্ত জীবাপেক্ষা ঈশ্বরের অতিশয়িত মহিমা থাকিলেও পরমেশ্বর বস্তুর সামর্থ্যের অন্যথাকরণ করিতে পারেন না। যেমন ধর্ম ও অধর্ম অনিত্য বস্তু। এই অনিত্য ধর্ম বা অধর্ম ঈশ্বরের মহিমা প্রযুক্ত কখনও নিত্য হইতে পারে না। এইরূপ ধর্ম ও অধর্ম ফলবিরোধী; ধর্মের ফল সুখ ও অধর্মের ফল দুঃখ। ফল উৎপন্ন হইলেই ধর্ম ও অধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। অন্যথা বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহা

ধর্ম ও অধর্ম বস্তুর স্বভাব। ধর্মের যেমন সুখজনন সামর্থ্য আছে এইরূপ অধর্মেরও দুঃখজনন সামর্থ্য আছে। ঈশ্বর বস্তুসামর্থ্যের অন্যথাকরণ করিতে পারেন না বলিয়া ধর্ম ও অধর্ম ফলপ্রদান না করিয়া বিনষ্টও হইতে পারে না। অধর্ম যেমন নিত্য হইতে পারে না এইরূপ ফলপ্রদান না করিয়া বিনষ্টও হইতে পারে না। ঈশ্বরও বস্তুসামর্থ্যের অন্যথাকরণ করিতে পারেন না। এজন্য অধর্মের সামর্থ্য লঙ্ঘনপূর্বক ঈশ্বর অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইবেন না—ইহা হইতে পারে না। ফলপ্রদানের পূর্বে অধর্মকে বিনাশ করিলে বস্তুর সামর্থ্যের লঙ্ঘন করিতে হয়। এজন্য ঈশ্বর কারুণিক হইয়াও বস্তুস্বভাবের অনুবর্তন করিয়া ধর্ম ও অধর্মরূপ সহকারিযুক্ত হইয়া বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি ঈশ্বর জীবের উপার্জিত কর্মের ও তাহার ফলের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের সৃষ্টি করিতেন তবে ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইতেন এবং জীবের শরীরলাভ যাদৃচ্ছিক ও আকস্মিক হইয়া পড়িত। আর তাহাতে জীবের জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, অপবর্গ সকলই আকস্মিক হইয়া পড়িত। জগদ্বৈচিত্র্যই অনুপপন্ন হইত। কোন ব্যবস্থাই সম্ভাবিত হইত না। কর্মের ফল না থাকিলে জীবসমূহও সর্বকর্মবিবর্জিত হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। জীবজগতের উচ্ছেদ না হউক—এইজন্যই পরমকারুণিক ঈশ্বর জীবকৃত অধর্মেরও অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। ইহাতে ঈশ্বরের কারুণিকত্বের কোন হানি হয় নাই। ঈশ্বরের যাদৃচ্ছিকতা স্বীকার করিলে অবশ্যই ঈশ্বরের কারুণিকতার হানি হইত। ঈশ্বর বিষমকারী ও নির্দয় হইতেন। তাঁহার প্রেক্ষাবত্ত্বাও সম্ভাবিত হইত না। (তাৎপর্যটীকা ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১, ৯৪৫ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)।

আর যে পূর্বপক্ষিগণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর স্বভাববশতঃ জগতের সৃষ্টি করিলে ঈশ্বরের প্রেক্ষাবত্ত্বের ব্যাঘাত হইবে এইরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ প্রেক্ষাবান্ ঈশ্বর স্বীয় স্বভাববশতঃই জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আর এই কথা ন্যায়বার্তিকেও বলা হইয়াছে—তৎস্বাভাব্যাৎ

প্রবর্ত্তত ইত্যদৃষ্টন্। (ন্যায়বার্তিক, ৪।১।২১ সূত্র) ভূমি যেমন স্বীয় স্বভাববশতঃ স্থাবরজঙ্গম প্রাণিপুঞ্জের ধারণ করে; জল যেমন স্বীয় স্বভাববশতঃই ক্লেদন করে, তেজ দাহপাকাদি করে এইরূপ ঈশ্বরও স্বভাববশতঃই জগতের সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর প্রবৃত্তিস্বভাব হইলেও কার্যসমূহের সর্বদা উৎপত্তির আপত্তি হইবে না এবং কার্যসমূহের ক্রমিক উৎপত্তিরও অনুপপত্তি হইবে না। কারণ ঈশ্বর প্রেক্ষাবান্। বুদ্ধিরূপ গুণ ঈশ্বরের আছে এবং ঈশ্বর জীববর্গের ধর্ম ও অধর্ম সাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন। এজন্য সর্বদা সৃষ্টির এবং সৃজ্যবস্তুসমূহের এক কালে উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। যে কার্যের কারণ সান্নিধ্য থাকিবে তাহার উৎপত্তি হইবে আর যে-কার্যের কারণ সান্নিধ্য থাকিবে না তাহার উৎপত্তি হইবে না। এজন্য কার্যের যুগপৎ উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। ধর্মের ও অধর্মের পরিপাককাল অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। সমস্ত ধর্ম ও অধর্ম এককালে পরিপচ্যমান হয় না। এজন্য যুগপৎ সমস্ত কার্যের আপত্তি হয় না। ধর্মাধর্মের পরিপাককাল অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কথা উদ্দ্যোতকর ন্যায়বার্তিকে বলিয়াছেন। (ন্যাঃ বাঃ ৯৫০ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। ন্যায়-বার্তিককার যাহা বলিয়াছেন ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩ সূঃ) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর "এবমীশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি" ইত্যাদি ভাষ্যে ঈশ্বরও স্বভাববশতঃই জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদের আগমপ্রকরণে গৌড়পাদও বলিয়াছেন—"দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (আগমপ্রকরণ শ্লোক ৯)।

ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না

অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত বস্তুবিষয়ক ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ-রূপ, কিন্তু পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের হইতে পারে না। ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান

কেন হইতে পারে না—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, পরোক্ষজ্ঞান অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দজ্ঞান ও স্মৃতি এই চারিপ্রকার হইতে পারে। অন্য পঞ্চমপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। এই চারিপ্রকার পরোক্ষজ্ঞানই সংস্কার জন্য। যেমন ব্যাপ্তির অনুভব জন্য সংস্কার হইতে ব্যাপ্তির স্মৃতি হইয়া থাকে, এই ব্যাপ্তিস্মরণই অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শ হইয়া অনুমিতি হইয়া থাকে। এইরূপ উপমান প্রমাণের ব্যাপার অতিদেশ বাক্যের অর্থের স্মরণ সংস্কার জন্য হইয়া থাকে। অতিদেশ বাক্য হইতে শাব্দানুভব উৎপন্ন হয়। এই অনুভব হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে অতিদেশ বাক্যের অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপ শাব্দবোধে পদজ্ঞানই প্রমাণ। পদার্থের স্মৃতি প্রমাণের ব্যাপার। পদার্থের স্মৃতি পদার্থের অনুভবজন্য সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং স্মৃতি অনুভবজন্য সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত পরোক্ষজ্ঞানই সংস্কারজন্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না। কালান্তরে বিষয়ের জ্ঞানের জন্যই অনিত্য জ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি স্বীকার করা হয়। যাহার জ্ঞান সর্বদা বিদ্যমান আছে তাহার কালান্তরে বিষয়ের জ্ঞানের জন্য সংস্কার ও সংস্কার হইতে স্মৃতি স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই। বিষয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞান যাহার নিত্য তাহার বিষয়প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া সংস্কার ও স্মরণের কোন আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ, জ্ঞান সংস্কাররূপ ফল নাশ্য বলিয়া নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হইতে পারে না। জনক জ্ঞান ও জ্ঞানজন্য সংস্কার একসময়ে থাকিতে পারে না। নিত্যজ্ঞানের বিনাশ হইতে পারে না বলিয়া নিত্যজ্ঞান সংস্কারেরও জনক হয় না। ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান সংস্কারের জনক হয় না বলিয়া ঈশ্বরের স্মৃতি হইতে পারে না। ঈশ্বরের স্মৃতি হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত চতুর্বিধ পরোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরের

সম্ভাবিত নহে বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপই হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। নিত্য অনুমিতি, নিত্য উপমিতি অপ্রসিদ্ধ। (ন্যাঃ বাঃ, ন্যায়সূত্র ৪।১।২১, ৯৫২ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)।

জ্ঞানের নিত্যত্বে আপত্তি ও তাহার সমাধান

যদি বলা যায় জ্ঞানমাত্রেরই আশুতরবিনাশিত্বস্বভাব সর্বানুভবসিদ্ধ। জ্ঞান আশুতরবিনাশী বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানও আশুতরবিনাশী অনিত্যই হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। লোকানুভবের দ্বারা জ্ঞানের অনিত্যতাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ শরীরী আত্মার জ্ঞান অনিত্য হইলেও অশরীরী ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? জ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তিরই অবধারণ হইতে পারে না। কারণ হেতুর বিপক্ষবৃত্তিত্ববাধক কোন তর্ক নাই। কোন জ্ঞানব্যক্তি যদি নিত্য হয় তবে কি অনিষ্ট হইবে? এইরূপ জ্ঞানত্ব যদি নিত্যব্যক্তিবৃত্তি হয় তবে কি অনিষ্ট হইবে? পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত ব্যাপ্তির অনঙ্গীকারে কোনও অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয় না বলিয়া জ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তির অবধারণ হইতে পারে না। শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত জীবের জ্ঞান অনিত্য হইলেও শরীরাদিরহিত ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য হইবে কেন? প্রত্যক্ষসিদ্ধ হিমকরকাদি জলীয় দ্রব্য অনিত্য এবং তাহার রূপও অনিত্য, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ হইলেও হিমকরকাদির আরম্ভক জলীয় পরমাণু ও জলীয় পরমাণুর রূপও কি অনিত্য হইবে? জলীয় দ্রব্যমাত্র অনিত্য, জলীয় দ্রব্যের রূপমাত্রই অনিত্য এইরূপ বাপ্তি যেমন সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ জলীয় পরমাণুতে ও তাহার রূপে উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞানমাত্রই অনিত্য এইরূপ ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বরজ্ঞানেই তাহার ব্যভিচার হইবে। ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান ঈশ্বররূপ ধর্মীর গ্রাহক প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ আছে। "সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) এই সূত্র অনুসারে জলীয় পরমাণু ও তাহার রূপ নিত্য ইহা যেমন সিদ্ধ হইয়াছে

সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কারণশূন্য ভাববস্তু নিত্য—ইহাই উক্ত সূত্রের অর্থ। (তাৎপর্যটীকা ৯৫৩ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য নহে বলিয়া ঈশ্বরজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, শঙ্কা—প্রতিগতমক্ষং প্রত্যক্ষম্। "অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া" ইতি সমাসঃ। যে জ্ঞান অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রতিগত, ইন্দ্রিয়াশ্রিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য। তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর-জ্ঞান নিত্য, জন্যই নহে; সুতরাং ইন্দ্রিয়-জন্যও নহে। ঈশ্বরের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন নাই। যে-জ্ঞান অক্ষ (ইন্দ্রিয়) জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজন্যত্ব লৌকিক প্রত্যক্ষের অর্থাৎ জন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ। কিন্তু ইহা নিত্যানিত্যসাধারণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ নহে।

আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানকরণজন্য-ত্বরহিতজ্ঞানত্বমপরোক্ষত্বম্"। ইহার অর্থ, যে-জ্ঞান জ্ঞানকরণজন্য নহে সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই জ্ঞানকরণজন্য হইয়া থাকে। পরোক্ষজ্ঞান মাত্রেই করণ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতির করণ সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দ-বোধের করণ পদজ্ঞান, স্মৃতির করণ পূর্বানুভব। পূর্বানুভব সংস্কার দ্বারা স্মৃতির করণ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই জ্ঞানরূপ করণজন্য হইয়া থাকে। যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণজন্য হয় না তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। (লক্ষণাবলী ৩ পৃঃ) এস্থলে জ্ঞান-করণশব্দের অর্থ জ্ঞানের করণ নহে; কিন্তু জ্ঞানরূপ করণ বুঝিতে হইবে। লক্ষণাবলীতে আচার্য উদয়ন অপরোক্ষজ্ঞানের যে লক্ষণ বলিয়াছেন তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডে গঙ্গেশোপাধ্যায় তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। ইহা তত্ত্বচিন্তামণিকারের কল্পনা নয়। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বহু পূর্ববর্তী আচার্য উদয়ন এই লক্ষণটি বলিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন এই লক্ষণটি গঙ্গেশোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক্, গঙ্গেশোপাধ্যায়র পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় পরিশুদ্ধিপ্রকাশগ্রন্থে বলিয়াছেন, "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানমিত্যস্মৎপিতৃচরণাঃ। (পরিশুদ্ধিপ্রকাশ ৪৫৫ পৃঃ, সোসাইটি সং)। এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইন্দ্রিয়াজন্য নিত্য ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষপদ দ্বারা নির্দেশ করা আচার্য উদয়ন সঙ্গত মনে করেন নাই। এইজন্য তিনি প্রত্যক্ষ না বলিয়া অপরোক্ষ বলিয়াছেন। অক্ষজন্য না হইয়াও জ্ঞান প্রত্যক্ষশব্দাভিধেয় হইবে ইহা বুঝান সঙ্গত মনে করেন নাই। এজন্য প্রত্যক্ষশব্দের প্রয়োগ না করিয়া অপরোক্ষ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। লৌকিক অনিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণজন্য নহে; কিন্তু অনিত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণজন্য না হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়করণ-জন্য বটে। এজন্য তাহা প্রত্যক্ষ পদাভিধেয় হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান যাহা অক্ষ বা ইন্দ্রিয়জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষ-পদাভিধেয় হইতে পারে না। আমরা প্রথমেই প্রত্যক্ষ পদের অর্থ দেখাইয়াছি। অক্ষজন্য না হইলেও তাহাতে প্রত্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ পরিভাষা মাত্র হইবে। এজন্য আচার্য উদয়ন যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণজন্য নহে তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন। আচার্যের এইরূপ বলা অতি সমীচীন হইয়াছে। কারণ যে জ্ঞান জ্ঞানরূপ করণজন্য তাহা পরোক্ষজ্ঞান। যাহা পরোক্ষজ্ঞান নহে তাহা অপরোক্ষ। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষপদের দ্বারাই নির্দেশ করা উচিত। কিন্তু অনৈন্দ্রিয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষপদের দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। এজন্য ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানকে শ্রুতি অপরোক্ষপদের দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। যৎ সাক্ষাদ-পরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম (বৃঃ ৩৷৪৷১)। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে, অথচ পরোক্ষও নহে সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষ পদের দ্বারা নির্দেশ করাই সঙ্গত। এজন্য অদ্বৈতবেদান্তেও জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের প্রযোজক নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভামতী মতানুযায়ী পরিমল-গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানের পরোক্ষত্ব নিরূপণের জন্য বলিয়াছেন

—"স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বং জ্ঞানাপরোক্ষ্যমিতি নির্বক্তব্যম্।" (পরিমল ৫৬ পৃঃ নির্ণয়সাগর সং)। উদয়নাচার্য অপরোক্ষজ্ঞানকে জ্ঞানকরণজন্যত্বরহিত বলিয়াছেন অর্থাৎ যে জ্ঞান জ্ঞানকরণজন্য নহে তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু লক্ষণে করণত্বপ্রবেশে গৌরব প্রতিসন্ধান করিয়া অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়াছেন। যে জ্ঞান জ্ঞানজন্য নহে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান, যে জ্ঞানের কারণ হয় না সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। উদয়ন বলিয়াছেন—যে জ্ঞানের, জ্ঞান করণ হয় না সেই জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞান। কারণ-বিশেষকেই করণ বলে—ব্যাপারবৎ কারণং করণম্। ব্যাপারবিশিষ্ট-কারণই করণ—তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো হি ব্যাপারঃ। অভিপ্রায় এই যে, ব্যাপার কারণজন্য হইবে এবং কারণজন্য ফলেরও জনক হইবে। সুতরাং ব্যাপারে কারণজন্যত্ব ও কারণজন্য কার্যের জনকত্ব এই উভয়ধর্ম আছে বলিয়া ব্যাপার পদার্থটি গুরুশরীর। এই শরীরকৃত গৌরব প্রতিসন্ধান করিয়াই অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব-লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ না করিয়া কারণত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিতের মতে বিশিষ্ট-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ বিশেষণ-জ্ঞান-জন্য বলিয়া বিশিষ্ট-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ জ্ঞানাজন্য জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু বিশিষ্ট-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানই হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট-বিষয়ক প্রত্যক্ষে অপ্পয়দীক্ষিত প্রদর্শিত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়াছে। এই অব্যাপ্তিদোষ প্রতিসন্ধান করিয়াই উদয়ন লক্ষণে করণত্বের প্রবেশ করাইয়াছেন। বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে বিশেষণজ্ঞান কারণ হইলেও তাহা করণ নহে। বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইলেও ব্যাপারবৎ কারণ নহে। বিশেষণ জ্ঞান নির্ব্যাপার বলিয়া তাহা বিশিষ্টজ্ঞানের কারণ হইলেও বিশিষ্টজ্ঞানের করণ নহে।

এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ তত্তার স্মৃতিজন্য। এইজন্য প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষেও অপ্পয়দীক্ষিত সম্মত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটিবে। কারণ প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ তত্তা-বিষয়ক স্মরণরূপ জ্ঞানজন্য; কিন্তু জ্ঞানাজন্য

নহে। অপ্পয়দীক্ষিত জ্ঞানাজন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। যদি বলা যায়, প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণজন্য নহে ; কিন্তু তত্তা-বিষয়ক-সংস্কারজন্য ; আর তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ জ্ঞানাজন্যই হইবে। এইরূপ বলা অসঙ্গত। প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ যদি সংস্কারজন্য হইত তবে প্রত্যভিজ্ঞার স্মৃতিত্বাপত্তি হইত। সংস্কারজন্য জ্ঞানকেই স্মৃতি বলে। স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এই প্রদর্শিত দুইটী অব্যাপ্তিদোষের বারণের জন্য অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্বম্। স্বাবিষয়বিষয়কত্ব প্রথম জ্ঞানপদে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ জ্ঞানজন্য হইলেও স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যই বটে। এ স্থলে স্বপদের অর্থ বিশিষ্টজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞানের অবিষয়বিষয়ক বিশেষণ জ্ঞান হয় নাই। বিশেষণও বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য বিশিষ্ট জ্ঞানের অবিষয়বিষয়ক বিশেষণজ্ঞান হয় নাই। আর তাহাতে বিশিষ্টজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানজন্য হইলেও স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্য হইয়াছে। অর্থাৎ বিশিষ্টজ্ঞান স্বাবিষয়বিষয়ক বিশেষণজ্ঞানজন্য হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট-জ্ঞানে বিশেষণজ্ঞানজন্যত্ব থাকিলেও স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানাজন্যত্ব আছে। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষ তত্তাবিষয়ক বটে বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষা-বিষয়বিষয়ক তত্তার স্মৃতি হয় নাই। সুতরাং বিশিষ্ট ও প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ উভয়ই জ্ঞানজন্য হইলেও স্বাবিষয়বিষয়ক জ্ঞানাজন্যই বটে। দ্বিতীয় স্থলে স্বপদের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। (পরিমল ৫৬ পৃঃ, নির্ণয় সাগর সং)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে তাহা প্রত্যক্ষপদ দ্বারা নির্দিষ্ট না হইয়া অপরোক্ষপদদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। আচার্য উদয়ন লক্ষণাবলী গ্রন্থে তাহাই করিয়াছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ শব্দের অর্থগত বৈলক্ষণ্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়শব্দই একার্থক মনে করেন। যাহা হউক ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান আছে—ইহাই বেদমন্ত্রের ও দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বে. ৩।১৯)

ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধব্যতীতই ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান বলা হইয়াছে আর তাহারই উপপাদনের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রৌত সিদ্ধান্তের উপপাদন প্রদর্শনই ভারতীয় দার্শনিকগণের কার্য। কিন্তু এই উপপাদন বিভিন্ন দর্শন প্রস্থানে বিভিন্নরূপে করা হইয়াছে। কেবল বিভিন্ন প্রস্থানে কেন একই প্রস্থানে বিভিন্ন আচার্যগণ বিভিন্নরূপে শ্রৌত সিদ্ধান্তের বিভিন্নরূপ উপপাদন করিয়াছেন। যেমন এই স্থলেই জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তী বিবরণাচার্য—অপরোক্ষার্থব্যবহারানুকূলজ্ঞানত্বং জ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বম্—বলিয়াছেন। (পরিমল ৫৫ পৃঃ, নির্ণয় সাগরঃ সং)। আর ইহাই দার্শনিকগণের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাতন্ত্র্য নহে। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় দার্শনিকগণ দার্শনিক চিন্তায় উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য নাই তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

ঈশ্বরের গুণ কয়টি ?

বৈশেষিকসূত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আলোচনা নাই। কেবল "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (বৈঃ সূঃ ১।১।৩ ও ১০।২।৯) এবং "বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে" (বৈঃ সূঃ ৬।১।১), "সংজ্ঞাকর্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্" (বৈঃ সূঃ ২।১।১৮), "প্রত্যক্ষ-প্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্মণঃ" (২।১।১৯) ইত্যাদি সূত্রে ঈশ্বরবোধক লিঙ্গ আছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর কোন্ দ্রব্যের অন্তর্গত, তাঁহার বিশেষ গুণই বা কি কি, ঈশ্বরের কার্য্যই বা কি কি?—এই সমস্ত সুস্পষ্টভাবে সূত্রে বলা হয় নাই। বৈশেষিকসূত্রে—আত্মা দ্রব্যপদার্থ; আত্মা নিত্য, বিভু এবং সুখদুঃখাদি বিশেষ গুণ আত্মার অনুমাপক—বলা হইয়াছে। কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর দ্রব্য কি না, তাহার বিশেষ গুণ কি, ইত্যাদি স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। প্রশস্তপাদ ভাষ্যেও সৃষ্টি-

সংহারবিধি প্রকরণে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ও সংহারকর্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের সামান্যগুণ ও বিশেষগুণ কি কি ?—তাহা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। সৃষ্টি সংহারবিধি যাহা ভাষ্যে বলা হইয়াছে তাহা সূত্রে কীর্তিত হয় নাই। ভাষ্যকার ঈশ্বর নিরূপণ করার জন্যই এই প্রকরণ-টির সন্নিবেশ করিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যেরই সামান্য গুণ ও বিশেষ গুণ প্রশস্তপাদ বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিলেও ঈশ্বর কোন্ দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহার কি কি গুণ ? ইত্যাদি কিছুই বলেন নাই।

ন্যায়ভাষ্যে ঈশ্বরকে আত্মপদার্থের অন্তর্গত বলা হইয়াছে— "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১)। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে তাহা বার্তিককার উদ্দ্যোতকর উপপাদন করিবেন। অর্থাৎ ভাষ্যকার ঈশ্বরের গুণসমূহ বিশেষভাবে না বলিলেও বার্তিককার ঈশ্বরের কি কি সামান্যগুণ ও বিশেষগুণ আছে তাহা ইতঃপর বিশেষভাবে বলিবেন। ঈশ্বর আত্মকল্প অর্থাৎ আত্মত্বজাতীয়। ঈশ্বর আত্মত্বজাতীয়ভিন্ন অনাত্মত্বজাতীয় হইতে পারেন না। ন্যায়ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, বৈশেষিক সূত্রে যে পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই নয়টি দ্রব্য বলা হইয়াছে (বৈঃ সূঃ ১।১।৫) এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ঈশ্বর আত্মপদার্থের অন্তর্গত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা আত্মত্বজাতীয়। এক আত্মত্বজাতি জীবাত্মাতে ও ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর অনাত্মত্বজাতীয় হইতে পারেন না। ন্যায়ভাষ্যকারের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বর দ্রব্য পদার্থ এবং তাহা আত্মরূপ দ্রব্যের অন্তর্গত। ঈশ্বর আত্মরূপ দ্রব্যের অন্তর্গত হইলেও জীবাত্মা হইতে ঈশ্বরের বৈলক্ষণ্য আছে। জীবাত্মা হইতে ঈশ্বরের অতিশয় আছে। জীবাত্মার বুদ্ধিরূপ গুণ অনিত্য, ঈশ্বরের বুদ্ধিরূপ গুণ নিত্য। বার্তিককার বলিয়াছেন—"তত্র হি নিত্যা বুদ্ধিঃ। সংখ্যাদয়শ্চ সামান্য-

গুণাঃ। ষড়্গুণ আকাশবদীশ্বরঃ।” (ন্যাঃ সূঃ ৯৫১ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সামান্য গুণ ও বুদ্ধি বিশেষ গুণ। এই ছয়টি গুণ ঈশ্বরের আছে। গুণবৎ বলিয়াই ঈশ্বর দ্রব্য পদার্থ। যেমন আকাশ ছয়টি গুণবিশিষ্ট, ঈশ্বরও ছয়টি গুণবিশিষ্ট। আকাশে উক্ত পাঁচটি সামান্যগুণ ও শব্দ বিশেষগুণ আছে। ঈশ্বরে শব্দরূপ বিশেষগুণ নাই কিন্তু বুদ্ধিরূপ বিশেষগুণ আছে।

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে যে ষড়্গুণ স্বীকার করেন তাহা অন্যত্রও উল্লিখিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকসম্মত ঈশ্বরানুমান খণ্ডন প্রসঙ্গে ন্যায়কণিকাতে বলা হইয়াছে যে—“অখিলবিষয়নিত্যবিজ্ঞানমাত্রশালী ষড়্গুণ ঈশ্বরো ন সেদ্ধুমর্হতি। (ন্যাঃ কণিকা ২১৬ পৃঃ)। ন্যায়-কন্দলীতে বলা হইয়াছে—“ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব, ন চ ষড়্-গুণাধিকরণঃ, চতুর্দশগুণাধিকরণাৎ গুণভেদেন ভিদ্যতে, মুক্তাত্মভির্ব্য-ভিচারাৎ।” (ন্যাঃ কন্দলী, ১০ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায়, জীবাত্মা যেমন বুদ্ধিগুণবিশিষ্ট ; ঈশ্বরও সেইরূপ বুদ্ধিগুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্মাই বটে। কিন্তু জীবাত্মা চতুর্দশগুণাধিকরণ এবং ঈশ্বর ষড়্গুণাধিকরণ বলিয়া ঈশ্বর আত্মা হইতে ভিন্ন হইবে—এরূপ বলা যায় না। গুণভেদ আছে বলিয়া তাহা অনাত্মা হইবে না। গুণভেদপ্রযুক্তই যদি তাহা অনাত্মা হয় তবে মুক্ত আত্মাতে মাত্র পাঁচটি সামান্যগুণ আছে বলিয়া মুক্ত আত্মারও অনাত্মত্বাপত্তি হইবে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বার্তিককারের মতানুসারেই ন্যায়কণিকাকার ও ন্যায়কন্দলীকার ঈশ্বরকে ষড়্গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বার্তিককার পরে আবার বলিয়াছেন—“ইচ্ছাতু বিদ্যতে অক্লিষ্টা অব্যাহতা সর্বার্থেষু যথা বুদ্ধিরিতি।” ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ আরও একটি বিশেষগুণ আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা অক্লিষ্টা, অব্যাহতা ও সর্বার্থবিষয়িণী। ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্লেশবর্জিত ও ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপ কার্য হইয়া থাকে। ঈশ্বর অপ্রতিহতেচ্ছ।

ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন সর্ববিষয়ক, ইচ্ছাও সেইরূপ সর্ববিষয়ক এবং জ্ঞানের মতই নিত্য। (ন্যাঃ বাঃ ৯৫২ পৃঃ, মেট্রো)।

তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যে অক্লিষ্টা বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় অবিদ্যারূপ ক্লেশদূষিত নয়। মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হয়। ন্যায়মতে অন্যথাখ্যাতিকে অবিদ্যা বলা হয়। এই মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্যয়। বার্তিককার বলিয়াছেন—"কঃ পুনরয়ং বিপর্যয়ঃ ? অতস্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ঃ" (৭২ পৃঃ)। যে বস্তু যাহা নহে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানার নাম বিপর্যয়, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। ঈশ্বরের অবিদ্যা নাই বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা ক্লিষ্ট নহে। মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক ইচ্ছাকে রাগ বলা হয়। রাগ দোষ; এজন্য ইচ্ছামাত্রই রাগরূপ দোষ নহে। যথার্থ-জ্ঞান-পূর্বক যে ইচ্ছা তাহা রাগ নহে। ব্রহ্মসিদ্ধিতে মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন যে, "ন হি ইচ্ছামাত্রং রাগঃ। অবিদ্যাক্ষিপ্তম্ অভূতগুণাভিনিবেশং রাগমাচক্ষতে। তত্ত্বদর্শনবৈমল্যাত্তু তত্ত্বে চেতসঃ প্রসাদোঽভিরুচিরভীচ্ছা ন রাগপক্ষে ব্যবস্থাপ্যতে" (ব্রহ্মসিদ্ধি ৩ পৃঃ, মাদ্রাজ সং)। যাহা হউক বার্তিককার প্রথমতঃ ঈশ্বরের ছয়টি গুণ বলিয়া পরে ঈশ্বরের সাতটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্নরূপ বিশেষণ আছে কি না ? এস্থলে বার্তিককার ঈশ্বরের কৃতিরূপ বিশেষ-গুণের কথা বলেন নাই।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে ও বার্তিকে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা বলা হইয়াছে। কার্যানুকূলকৃতিমানকেই কার্যের কর্তা বলা হয়। ন্যায়বার্তিককারও, ৩।১।৬ সূত্রের বার্তিকে বলিয়াছেন—"জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নানাং সমবায়ঃ কর্তৃত্বম্।" কর্তার যেমন জ্ঞান ও চিকীর্ষা অপেক্ষিত এইরূপ প্রযত্নও অপেক্ষিত। ঈশ্বর জগৎকর্তা বলিয়া ঈশ্বরেরও জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্নও স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহাতে ঈশ্বরের আটটি গুণ হইবে। তিনটি বিশেষগুণ ও পাঁচটি সামান্যগুণ।

টীকাকার বাস্পতি মিশ্রও ঈশ্বরের প্রদর্শিত আটটি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বুদ্ধিবদিচ্ছাপ্রযত্নৌ অপি তস্য নিত্যৌ,

স্বকর্তৃকত্বসাধনান্তর্গতৌ বেদিতব্যৌ। জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নসমবায়লক্ষণত্বাৎ কর্তৃত্বস্য। (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১ ৯৫৬ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর জগৎকর্তা বলিয়া তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি বিশেষ গুণ স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ নিত্য এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্নও নিত্য বুঝিতে হইবে। জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্নের সমবায়ই কর্তৃত্ব। টীকাকার যে কর্তৃত্ব লক্ষণটি বলিয়াছেন তাহা ৩।১।৬ সূত্রের বার্তিকে বার্তিককার বলিয়াছেন। তাহাই টীকাকার এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈশেষিকসূত্র ও প্রশস্তপাদভাষ্য আলোচনা করিলে ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে, তাঁহার কয়টি সামান্যগুণ ও কয়টি বিশেষগুণ আছে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। এইরূপ ন্যায়ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। ন্যায়ভাষ্যে বরং এবিষয়ে কিছু বিরুদ্ধ কথাই আছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ধর্মজ্ঞান-সমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্য চ ধর্মসমাধিফলমণি-মাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্যম্।" ঈশ্বরের ধর্ম আছে, জ্ঞান আছে, সমাধিসম্পৎ আছে। তাঁহার ধর্ম ও সমাধির ফল অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যও আছে। (৯৪৩-৪৪ পৃঃ ন্যাঃ সূঃ, মেট্রো সং)।

বার্তিককার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—"একে তাবদ্ ব্রুবতে, ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যানি অতিশয়বন্তি তস্মিন্নিতি। এতত্তু ন বুধ্যামহে। যথা বুদ্ধিমত্তায়ামীশ্বরস্য প্রমাণসদ্ভাবো ন চৈবং ধর্মাদিনিত্যত্বে প্রমাণ-মস্তি। ন চাপ্রামাণিকং প্রতিপত্তুং শক্যম্।" (৯৫১ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায় এই—অন্যেরা বলেন অর্থাৎ ভাষ্যকার বলেন যে, সর্বাতিশায়ী ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ঈশ্বরের আছে। ঈশ্বরে ধর্মাদি আছে এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বিশেষগুণ আছে—ইহাতে প্রমাণ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের ধর্মাদি আছে—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। অপ্রামাণিক বস্তু বুঝিতে পারা যায় না। বার্তিককার ভাষ্যকারের মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে—ভাষ্যকার পরমার্থতঃ

এরূপ বলেন নাই। ইহা তাঁহার অভ্যুপগমবাদমাত্র (৯৫১ পৃঃ)। সুতরাং ঈশ্বরের কতটি গুণ ও কি কি গুণ আছে ইহার সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট নির্দেশ বার্তিকার করিয়াছেন। কারিকাবলী গ্রন্থেও প্রশস্তপাদভাষ্যের ক্রমরক্ষা না করিয়া প্রাচীন সংগ্রহ-শ্লোক অনুসারে প্রথমতঃ বায়ুর ৯টি গুণ, তেজের ১১টি গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার ১৪টি করিয়া গুণ, দিক্ ও কালের ৫টি করিয়া গুণ; আকাশের ৬টি, ঈশ্বরের ৮টি ও মনের ৮টি গুণ বলিয়াছেন। এস্থলে ঈশ্বরের যে ৮টি গুণ বলা হইয়াছে তাহা ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা অনুসারেই বলা হইয়াছে।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বার্তিককার ঈশ্বরের ৮টি গুণ বলেন নাই। তিনি ৭টি গুণই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রযত্নের কথা তিনি বলেন নাই। প্রত্যুত বার্তিককার ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছা আছে—ইহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছাবশতঃই জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি হইয়া থাকে ইহাই বার্তিককারের অভিপ্রায়। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যেও সৃষ্টিসংহারবিধিপ্রকরণে ঈশ্বরের সিসৃক্ষা ও সঞ্জিহীর্ষার কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রযত্নের কথা বলা হয় নাই। বার্তিককারও শরীরী জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নিরূপণের জন্যই "জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নানাং সমবায়ঃ কর্তৃত্বম্" এরূপ বলিয়াছিলেন। টীকাকার তাহাই অশরীরী ঈশ্বরের কর্তৃত্বে যোজনা করিয়াছেন। শরীরের ক্রিয়াকে চেষ্টা বলে। কৃতি বা প্রযত্ন এই শরীরক্রিয়ারই জনক হইয়া থাকে। অশরীর ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিতে প্রযত্নের অপেক্ষা নাই—ইহাই বার্তিককারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু টীকাকার বাচস্পতি ও আচার্য উদয়ন ঈশ্বরের নিত্য প্রযত্নও স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রযত্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বরের ৮টি গুণই হইবে। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও ঈশ্বরের এই ৮টি গুণই স্বীকার করিয়াছেন। বার্তিককারের মতে ঈশ্বর স্বীয় অপ্রতিহত ইচ্ছার দ্বারাই জীবের ধর্মাধর্ম ও পরমাণুসমূহকে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন। যেমন বিষবিদ্যাবিৎ স্বীয় ইচ্ছার দ্বারাই

বিষমূর্চ্ছিত পুরুষের দেহস্থিত বিষাবয়বে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া দেহ হইতে বিষসমূহ নিঃসারিত করে।

ঈশ্বরীয় গুণের সংখ্যানিরূপণে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টের মত

জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন, "তদেবং নবভ্য আত্মগুণেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানসুখেচ্ছাপ্রযত্নধর্মাঃ সন্তি ঈশ্বরে। চত্বারস্তু দুঃখদ্বেষাধর্মসংস্কারা ন সন্তি ইতি আত্মবিশেষ এবেশ্বরো ন দ্রব্যান্তরম্।" (ন্যায়মঞ্জরী, ১৮৫ পৃঃ, প্রমাণপ্রকরণ) ইহার অভিপ্রায় আত্মার নয়টি বিশেষগুণ আছে। এই নয়টি বিশেষগুণের মধ্যে জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন ও ধর্ম—এই পাঁচটি গুণ ঈশ্বরের আছে। কিন্তু দুঃখ, দ্বেষ, অধর্ম ও সংস্কার এই চারিটি বিশেষগুণ জীবাত্মার থাকিলেও ঈশ্বরের নাই। এজন্য ঈশ্বরও আত্মবিশেষ বলিয়া দ্রব্যান্তর নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—জয়ন্ত ভট্টের মতে ঈশ্বরের ৫টি বিশেষগুণ ও ৫টি সামান্যগুণ—এই ১০টি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর। জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের আনন্দরূপ গুণও স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বেও জয়ন্তভট্ট "স দেবঃ পরমো জ্ঞাতা নিত্যানন্দকৃপান্বিতঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। (১৭৫ পৃঃ)। এইরূপ জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের ধর্মও স্বীকার করিয়া ন্যায়ভাষ্যকারের মতানুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের এই মত বার্তিককার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বার্তিককারের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও জয়ন্তভট্ট ধর্মকে ঈশ্বরের গুণ বলিয়া স্বীকার করায় জয়ন্তভট্ট বার্তিককারের মতের অনুসরণ করেন নাই। আর এজন্যই জয়ন্তভট্ট একদেশী নৈয়ায়িকের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। বার্তিককারের মতানুবর্তন করায় বাচস্পতি উদয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধনৈয়ায়িক প্রস্থানে পরিগণিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের আনন্দ স্বীকার কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানের অনুবর্তন করে। কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানের প্রবর্তয়িতা ভাসর্বজ্ঞ তাঁহার প্রসিদ্ধ ন্যায়সার গ্রন্থে মোক্ষে

সুখের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঈশ্বর ভাবাপত্তিই মোক্ষ। এজন্য ঈশ্বরে সুখসত্তা কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানের অনুমত। জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরক ছিলেন বলিয়া তাঁহার কাশ্মীরীয় ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থান শৈবসিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত। জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"প্রযত্নস্তস্য সংকল্পবিশেষাত্মক এব। তথা চাগমঃ—"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। কাম ইতীচ্ছা উচ্যতে। সংকল্প ইতি প্রযত্নঃ।" ইহার অভিপ্রায়—ঈশ্বরের যে প্রযত্ন বলা হইয়াছে এই প্রযত্ন কৃতিরূপ নহে, কিন্তু সংকল্পরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—ঈশ্বর সত্যকাম ও সত্যসংকল্প॥ শ্রুতির সংকল্প কথার অর্থই জয়ন্ত ভট্ট প্রযত্ন বলিয়াছেন। সুতরাং জয়ন্তভট্ট প্রযত্ন স্বীকার করাতেও তাহা প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের মতানুসারে বলা হয় নাই। এস্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীবের ইচ্ছা বা সংকল্প অনুসারে স্বশরীরেই ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অনুসারে পার্থিবাদি পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—

যথা হ্যচেতনঃ কায় আত্মেচ্ছামনুবর্ততে।

তদিচ্ছামনুবর্তন্তে তথৈব পরমাণবঃ॥ (১৮৫ পৃঃ)। ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে যে, আত্মার ইচ্ছানুসারে অচেতন শরীরে যেমন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেও অচেতন পরমাণু-সমূহেও ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অচেতন পরমাণুসমূহই ঈশ্বরের শরীরস্থানীয়—ইহা ভঙ্গ্যন্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রযত্ন যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের মতে সাক্ষাৎপ্রযত্নাধিষ্টেয় বলিয়া পরমাণুসমূহকে ঈশ্বরের শরীরই বলা হইয়াছে। প্রযত্নজন্য ক্রিয়া শরীরেই উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরপ্রযত্নজন্য ক্রিয়া পরমাণুতে উৎপন্ন হওয়ায় পরমাণুসমূহও ঈশ্বরের শরীর-স্থানীয়, ইহা প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে। আর এই কথা উদয়নাচার্যও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকের ৭৫ পৃষ্ঠাতে

(এসিয়াটিক সোসাইটী সং) বলিয়াছেন—“সাক্ষাদধিষ্ঠাতরি সাধ্যে পরমাণ্বাদীনাং শরীরত্বপ্রসঙ্গঃ। কিমিদং শরীরত্বং যৎ প্রসজ্যতে ? যদি সাক্ষাৎ প্রযত্নবদধিষ্ঠেয়ত্বং তদিষ্যত এব।” ইহার অভিপ্রায়—পরমাণুসমূহ যদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরীয় প্রযত্নের অধিষ্ঠেয় হয় তবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয় বলিয়া পরমাণ্বাদির ঈশ্বরশরীরত্বের আপত্তি হইবে। এতদুত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন--এই শরীরত্বটি কি, যাহার পরমাণ্বাদিতে প্রসক্তি দেখান হইয়াছে ? যদি সাক্ষাৎ প্রযত্নবদধিষ্ঠেয়ত্বই শরীরত্ব হয় তাহা আমরা পরমাণ্বাদির স্বীকারই করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে—পরমাণ্বাদির ঈশ্বরশরীরত্ব যাহা জয়ন্তভট্ট সূচিত করিয়াছেন, তাহা উদয়নাচার্য স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। আর পরমাণ্বাদি ঈশ্বর-শরীর হইলে শরীরশরীরিভাবে ঈশ্বরাদ্বৈত নৈয়ায়িকদের মত হইবে। রামানুজাচার্যও শরীরশরীরিভাবেই ঈশ্বরাদ্বৈতের সমর্থন করিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দর্শনশাস্ত্রসমূহের যে পরস্পর মতবিরোধ তাহা আপাততঃই বুঝিতে হইবে। আর এই সমস্ত কথা আমার “ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়” প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর বদ্ধ অথবা মুক্ত

পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, “স সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি।” ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সর্বদা বিদ্যমান ও তাঁহার মুক্তিও সর্বদা বিদ্যমান। ঈশ্বর নিত্য ঐশ্বর্যশালী ও নিত্যমুক্ত। (পাতঃ সূঃ ১।২৪)

ন্যায়বার্তিককার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, “অথ কিময়ং বদ্ধো মুক্ত ইতি।” ঈশ্বর কি বদ্ধ অথবা মুক্ত ? উত্তরে বলিয়াছেন—ঈশ্বর বদ্ধ হইতে পারেন না যেহেতু তাঁহার দুঃখ নাই। ঈশ্বর মুক্তও হইতে পারেন না যেহেতু যাহার বন্ধন থাকে তাহারই মুক্তি হইতে পারে। যাহার বন্ধনই সম্ভাবিত নয় তাহার মুক্তিও সম্ভাবিত নহে। বন্ধবানের

মুক্তি হইয়া থাকে। মুচ্‌৯ ধাতুর অর্থ—বন্ধ বিমোচন। ঈশ্বরের বন্ধন নাই বলিয়া তিনি মুক্তও হইতে পারেন না। এজন্য বার্তিককার বলিয়াছেন —ঈশ্বর বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন। (৯৫২ পৃঃ)

ঈশ্বরের শরীর আছে কিনা ?

ন্যায়ভাষ্যে বলা হইয়াছে—"গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ।" (এই প্রবন্ধের ৬১ পৃঃ) জীবাত্মার মত ঈশ্বরেও আত্মত্বজাতি আছে। জীবাত্মা যেমন জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরও সেইরূপ জ্ঞানাদিগুণ-বিশিষ্ট। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণ নিত্য, জীবের জ্ঞানাদি গুণ অনিত্য। জীব বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বলিয়া তাহার যেমন শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ শরীরাদি আছে কি না ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন, ঈশ্বরের শরীরাদি স্বীকার করিলে তাহা নিত্য অথবা অনিত্য—ইহার একটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে এইরূপ হইতে পারে না। ঈশ্বরের শরীরাদি যদি অনিত্য হয় তবে অনিত্য শরীরাদির জনক ধর্মাধর্মাদিও স্বীকার করিতে হইবে। যাহার ধর্মাধর্মাদি নাই, তাহার শরীরাদিও নাই। যেমন মুক্ত পুরুষের ধর্মাদি নাই বলিয়া তাহার শরীরাদি নাই। ঈশ্বরের ধর্মাদি স্বীকার করিলে ঈশ্বর স্বীয় ধর্মাদির অধীন হইবেন, যেমন জীব স্বীয় ধর্মাদির অধীন। ঈশ্বরও জীবের মত স্বীয় ধর্মাধর্মের আয়ত্ত হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্বের আপত্তি হইবে। আর যদি ঈশ্বরের নিত্য শরীরাদি কল্পনা করা যায় তবে দৃষ্ট বিপরীত কল্পনা করিতে হইবে। শরীর ভোগায়তন, ঈশ্বরের স্বীয় সুখদুঃখসম্বিৎসমবায়রূপ ভোগ নাই বলিয়া ঈশ্বরের শরীর কল্পনাই হইতে পারে না। ভোগরহিত ঈশ্বরের শরীর কল্পনা ও সেই শরীরের নিত্যত্ব কল্পনা—সমস্তই দৃষ্টবিপরীত। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের কোনরূপ শরীর কল্পনার অবসর নাই। (বার্তিক, ৯৫১ পৃঃ)।

আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও নবম-দশম মন্ত্রে ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই জগৎস্রষ্টৃত্ব উপপাদনের জন্য ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে ও নানাবিধ অনুপপত্তির সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে।

বার্তিককার ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়া পরে সাতটি গুণ অথবা আটটিগুণ স্বীকার করিলেন কেন?—সর্ববিষয়ক নিত্য অপরোক্ষজ্ঞান মাত্রই যদি ঈশ্বরের বিশেষ গুণ স্বীকার করা যায়, ইচ্ছাদি বিশেষ গুণ যদি ঈশ্বরের স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারেন না। কেবল নিত্যবিজ্ঞানশালী ঈশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিতে পারেন না। কেবল বিশ্বকার্যের উপাদানাদির অভিজ্ঞ হইলেই বিশ্বনির্মাতৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন কুম্ভকার কুম্ভের উপাদানাদিমাত্রের অভিজ্ঞ হইয়াই কুম্ভের নির্মাতা হইতে পারে না। কুম্ভের উপাদানাদির অভিজ্ঞ হইয়াও যদি কুম্ভকার কুম্ভের চিকীর্ষু না হয় অর্থাৎ কুম্ভের উপাদানাদি জানিয়াও যদি কুম্ভ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা না করে, অথবা চিকীর্ষু হইয়াও যদি আলস্যবশতঃ কুম্ভ উৎপাদনে যত্নবান্ না হয় তবে কুম্ভকার কুম্ভের নির্মাতা হইতে পারে না। জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন এই তিনটি বিশেষগুণ না থাকিলে কার্যের কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বরেরও জগৎকর্তৃত্ব সমর্থনের জন্য প্রদর্শিত তিনটি গুণ ঈশ্বরেরও স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলা যায়, অল্পজ্ঞ অনিত্যজ্ঞানবান্ শরীরী জীবের কর্তৃত্ব সম্পাদনের জন্য উক্ত তিনটি বিশেষগুণেরই আবশ্যকতা আছে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বর জীব হইতে অতি বিলক্ষণ। ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ববিষয়ক নিত্য এবং অপরোক্ষ। এতাদৃশজ্ঞানী ঈশ্বরের কেবল জ্ঞানবশতঃই বিশ্বকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন সহকৃত হইয়াই জীবের কর্তৃত্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান অসহায় হইয়াই, অন্য সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই

অর্থাৎ চিকীর্ষা ও প্রযত্নের অপেক্ষা না করিয়াই বিশ্বকার্যের কর্তৃস্বরূপ হইয়া থাকে। ঈশ্বর জ্ঞানের মহিমাই তাদৃশ। কিন্তু জীব-জ্ঞানের তাদৃশ মহিমা নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের লোকাতিশায়ী মহিমা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃস্বরূপ হইতে পারিলে ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার করিবারই বা আবশ্যকতা কি? ঈশ্বরের স্বরূপই এতাদৃশ অসাধারণ যে, জ্ঞান, চিকীর্ষা প্রভৃতি না থাকিলেও ঈশ্বর স্ব-স্বরূপের মহিমাবশতঃই সমস্ত কার্যের কর্তা হইবেন। তাঁহার স্বরূপই মাত্র তাঁহার সহায়, জ্ঞানাদির কোন অপেক্ষা নাই—এরূপ বলিলে আরও ভাল হইত, অজ্ঞ অশরীরীই জগতের কর্তা হইতে পারিতেন।

যদি বলা যায়, কোন কার্যই এক অসহায় কারণ হইতে হইতে পারে না। একটি কারণ হইতে ক্রমিক কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অসহায় কারণ হইতে বিচিত্র কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বর ক্রমিক, নানাবিধ বিচিত্র কার্যের কর্তা। এইজন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার না করিলেও ঈশ্বরের সহকারীর অভাব হইবে না। কারণ অসংখ্য জীবগত ধর্ম ও অধর্ম এবং পরমাণু সমূহ ঈশ্বরের সহায় বিদ্যমানই রহিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহায়করূপে তাঁহার জ্ঞান স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যদি বলা যায় ঈশ্বরকর্তৃক অবিজ্ঞাত জীবগত ধর্মাধর্মসমূহ ও পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। এজন্য ইহাদের প্রবৃত্তির উপপাদন করিতে হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরকর্তৃক অবিজ্ঞাত ধর্মাধর্মাদি ঈশ্বরের সহায়ক হইবে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কুম্ভকারাদি কুম্ভাদি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার সহায়ক দণ্ডচক্রাদি কুম্ভকারাদি কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু কুম্ভকার কর্তৃক অবিজ্ঞাত দণ্ডচক্রাদির কুম্ভজননে প্রবৃত্ত হইতে কখনও দেখা যায় না।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, কুম্ভকারকর্তৃক জ্ঞাত দণ্ডচক্রাদি যেমন কুম্ভজননে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় এইরূপ কুম্ভকারের চিকীর্ষা ও প্রযত্ন কুম্ভকারের কুম্ভজননে অপেক্ষিত হইয়া থাকে ইহাও দেখা যায়। চিকীর্ষা ও প্রযত্নরহিত কুম্ভকারকে কুম্ভ উৎপাদন করিতে দেখা যায় না। এজন্য কুম্ভকারের মত ঈশ্বরেরও চিকীর্ষা ও প্রযত্ন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কুম্ভকারের জ্ঞান কুম্ভকারের চিকীর্ষার জনক হইয়া থাকে। অজ্ঞাত বিষয়ে চিকীর্ষা জন্মাইতে পারে না। এইরূপ চিকীর্ষাও প্রযত্নবিশেষের জনক হইয়া থাকে। চিকীর্ষাব্যতীত প্রযত্নবিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর প্রযত্নবিশেষই কার্যের উৎপাদনে সাক্ষাৎ হেতু। কার্যের উৎপত্তিতে সাক্ষাৎ হেতু প্রযত্ন, প্রযত্নের হেতু চিকীর্ষা ও চিকীর্ষার হেতু জ্ঞান। সুতরাং যাহা কার্যের সাক্ষাৎ হেতু প্রযত্ন তাহা না থাকিলে কেবল জ্ঞান ও কেবল চিকীর্ষা অথবা জ্ঞান ও চিকীর্ষা কার্যের জনক হইতে পারে না। যেমন অন্নপাকে বহ্নি সাক্ষাৎকারণ, তৃণফুৎকারাদি সহায়ক। সাক্ষাৎ-কারণ বহ্নি নাই, কিন্তু সহায়ক তৃণফুৎকারাদি আছে সে অবস্থায় কি অন্নের পাক হইবে? যদি বলা যায়, জ্ঞান যেমন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পাদক বিশেষ গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ চিকীর্ষা ও প্রযত্ন ঈশ্বরের আছে স্বীকার করিব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন নিত্য, এইরূপ ঈশ্বরের চিকীর্ষা ও প্রযত্নও নিত্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের শরীরেন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া সেজন্য যেমন তাঁহার জ্ঞান অনিত্য হইতে পারে না সেইরূপ চিকীর্ষা, প্রযত্নও অনিত্য হইতে পারিবে না। ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব বেদাদিপ্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহার উপপাদনের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটি বিশেষ গুণ নিত্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, কার্যের উৎপত্তি বিশেষে প্রযত্নই সাক্ষাৎকারণ। চিকীর্ষা ও জ্ঞান তাহার জনকরূপে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। জগদ্রূপ কার্যের উৎপত্তিতে ঈশ্বরের প্রযত্ন-

বিশেষই সাক্ষাৎকারণ। প্রযত্নই কৃতি। কৃতিমানকেই কর্তা বলা হয়। ঈশ্বরের প্রযত্ন যদি নিত্য হয় তবে সেই নিত্য প্রযত্নের কারণ চিকীর্ষা ও নিত্য চিকীর্ষার কারণ জ্ঞানের অপেক্ষা কোথায়? জ্ঞান অনিত্য চিকীর্ষার উৎপত্তিতে ও চিকীর্ষা অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্ন নিত্য। তাহার উৎপত্তিই নাই। জ্ঞান ও চিকীর্ষা অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইলেও নিত্য কৃতির উৎপত্তি নাই বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও চিকীর্ষা ঈশ্বরের কর্তৃত্বে অনপেক্ষিতই বটে। প্রযত্নবিশেষের মত জ্ঞানও কার্যের উৎপত্তিতে সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রযত্নবিশেষের দ্বারাই কর্তা উপাদানাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। কর্তা যে সময় প্রযত্নবিশেষের দ্বারা উপাদানাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে সে সময়ে জ্ঞান বা চিকীর্ষার কোন উপযোগিতা নাই। জ্ঞান, চিকীর্ষাজননে ও চিকীর্ষা প্রবৃত্তিজননে উপরতব্যাপার হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ কর্তৃত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া দার্শনিকগণ অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা ঈশ্বরকে অজ্ঞরূপেই পর্যবসিত করিলেন। [ঈশ্বরের] জগৎকর্তৃত্বে ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিকীর্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। নিত্য কৃতিমান্ ঈশ্বর অজ্ঞ ও চিকীর্ষারহিত হইয়াই জগতের কর্তা হইতে পারেন। যে জগৎ—কর্তৃত্বের অনুরোধে দার্শনিকগণ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হইল। শান্তিকর্মে বেতালের উদয় হইল। ঈশ্বরের জ্ঞান, চিকীর্ষা প্রভৃতি অনিত্য স্বীকার করিলে যে দোষ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায় ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। এই নিত্যজ্ঞানই জগৎ উৎপত্তির মূল কারণ। ঈশ্বরের চিকীর্ষা বা প্রযত্নের কোন অপেক্ষা নাই। এইরূপ বলা অতি অসঙ্গত। কারণ নৈয়ায়িকগণ কি এরূপও বলিবেন যে, আত্মমনঃসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ ব্যতীতও ইচ্ছা ও প্রযত্ন উৎপন্ন হইবে। ইচ্ছার নিমিত্তকারণ জ্ঞান ও প্রযত্নের নিমিত্তকারণ ইচ্ছা। এইরূপ ব্যবহিত থাকিলেও আত্মমনঃসংযোগরূপ অসমবায়ি—

কারণ ব্যতীতই কেবল নিমিত্তকারণ জ্ঞানমাত্র হইতে প্রযত্ন বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে? ক্লৃপ্তকারণব্যতীতই কার্যের উৎপত্তি হইবে। এরূপ বলিলে তো তণ্ডুলব্যতীতই অন্নমণ্ড প্রস্তুত করা যাইবে। (প্রদর্শিত দোষগুলি ষড়্গুণ ঈশ্বরবাদীর মতে বুঝিতে হইবে। ন্যায়-কণিকা ২১৭ পৃঃ)। ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য স্বীকার করিলে আ ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও ইচ্ছার আবশ্যকতা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্ত আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—প্রযত্নের দুইটি ধর্ম আছে। প্রযত্নবিশেষকে কর্তৃত্ব বলে। এই কর্তৃত্বরূপ প্রযত্নের দুইটি ধর্ম আছে—একটি জ্ঞানকার্যত্ব, অপরটি জ্ঞানৈকবিষয়ত্ব। নিত্য প্রযত্ন জ্ঞানকার্য নহে। এজন্য নিত্য প্রযত্ন স্বোৎপত্তিতে জ্ঞানের অপেক্ষা না করিলেও নিত্য প্রযত্ন বিষয়লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই করিবে। প্রযত্ন জ্ঞান-বিষয়-বিষয়ক হইয়া থাকে। জ্ঞানের যাহা বিষয় নহে তাহা প্রযত্নের বিষয় হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের নিত্য কৃতি স্বীয় বিষয়লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিবেই বটে। যদি বলা যায়, ঈশ্বরীয় নিত্য প্রযত্ন স্বভাবতঃই সবিষয়ক হইবে। ঈশ্বরীয় প্রযত্ন স্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ—এরূপ বলা অতি অসঙ্গত। স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণকেই জ্ঞান বলে। ঈশ্বরীয় প্রযত্ন যদি স্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ হয়, তবে ঈশ্বরীয় প্রযত্নের জ্ঞানত্বাপত্তি হইবে। জ্ঞানের সহিত প্রযত্নের ইহাই ভেদ যে, জ্ঞান স্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ এবং প্রযত্ন স্বভাবতঃই বিষয়াপ্রবণ। এজন্যই ইচ্ছা ও প্রযত্নের যে সবিষয়কত্ব তাহা যাচিতমণ্ডনন্যায়েই হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের প্রযত্ন নির্বিষয়কই হইবে, আর প্রযত্নই কর্তৃত্ব। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উপপাদনের জন্য প্রযত্ন স্বীকার করা আবশ্যক। ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক জ্ঞান স্বীকারের আবশ্যকতা কি? ঈশ্বরীয় প্রযত্নের সবিষয়ত্ব সিদ্ধির জন্যই যদি জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় তবে আমরা ঈশ্বরীয় প্রযত্নকে নির্বিষয়ই বলিব। এতদুত্তরে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, নির্বিষয়ক প্রযত্নই অসম্ভাবিত। জ্ঞানেচ্ছাকৃতি প্রভৃতি নিয়ত সবিষয়ক হইয়া থাকে। আর নির্বিষয়ক

প্রযত্ন স্বীকার করিলেও তাহা কর্তৃত্বরূপ হইবে না। যদি বলা যায়, ঈশ্বরীয় প্রযত্ন তো সর্ববিষয়ক, নিত্য প্রযত্নের বিষয়নিয়মনের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নিত্য প্রযত্নও স্বভাবতঃ সর্ববিষয়ক হইতে পারে না। প্রযত্ন স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ নহে ইহা বলাই হইয়াছে।

ইহাতে আপত্তি এই যে, প্রযত্ন যদি নিয়ত জ্ঞানবিষয়বিষয়কই হয় এরূপ স্বীকার করা, যায় তবে নৈয়ায়িকগণেরই অগতি হইবে। কারণ তাঁহাদের মতে প্রযত্ন ত্রিবিধ বলা হইয়াছে—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। সুষুপ্তিদশায় প্রাণাদিব্যাপারবিষয়ক জীবনযোনি যত্ন থাকে। ইহা নৈয়ায়িকগণেরই সিদ্ধান্ত। অথচ সুষুপ্তিদশাতে জ্ঞানও থাকে না, ইচ্ছাও থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে জীবনযোনি যত্ন জ্ঞানবিষয়বিষয়ক নহে। জ্ঞান না থাকিলেও যত্ন সবিষয়ক হইতে পারে। আর জীবনযোনি যত্নের ন্যায় ঈশ্বরীয় প্রযত্নও জগতের কর্তৃত্বরূপ হইবে। অচেতন সুষুপ্ত পুরুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদির মত অচেতন ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে। আর তাহাতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধি কখনও হইবে না। এতদুত্তরে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, জীবনযোনি যত্নে যত্নত্বজাতিই নাই। অর্থাৎ জীবনযোনি যত্ন যত্নই নহে। যত্নই জ্ঞানবিষয়বিষয়ক হইয়া থাকে। জীবনযোনি যত্ন যে, যত্নত্বজাতীয় নহে তাহাতে আরও যুক্তি এই যে, যত্নমাত্র ইচ্ছাজন্য হইয়া থাকে। জীবনযোনি যত্ন যদি যত্ন হইত তবে তাহা নিয়ত ইচ্ছাজন্য হইত। আর যত্ন যদি ইচ্ছাব্যতীতও হইতে পারে তাহাতে ইচ্ছার যত্নকারণতা সিদ্ধ হইত না। সুতরাং যাহা কৃতিজাতীয় তাহার সবিষয়ত্বব্যবস্থা জ্ঞান এবং ইচ্ছা হইতেই হইবে। এজন্য সবিষয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সবিষয় ঈশ্বরীয় ইচ্ছা আছে বলিয়াই ঈশ্বরীয় কৃতির বিষয়ব্যবস্থা হইয়াছে। (আত্মতত্ত্ববিবেক, ৮৩৬-৩৭ পৃঃ)। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, জীবনযোনি যত্ন যদি স্বীকার করা না যায় তবে সুষুপ্তিদশাতে প্রাণাদিবায়ুর ক্রিয়া হইবে কিরূপে? প্রাণাদিবায়ুর

ক্রিয়া তো প্রযত্নসাধ্য। এতদুত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন— বাহ্যবায়ুর ক্রিয়া যেমন জীবনযোনিসাধ্য নহে ; কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগ-বশতঃই বাহ্যবায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে ; এইরূপ আন্তরবায়ু প্রাণাদির ক্রিয়াতেও জীবনযোনি যত্নের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগ-বশতঃই আন্তর প্রাণাদিবায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, মৃতব্যক্তির প্রাণাদিবায়ুর ক্রিয়া হয় না কেন, মৃত্যুদশাতেও আন্তরবায়ুর সহিত আত্মসংযোগ তো আছেই ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আন্তর বায়ুর সহিত আত্মসংযোগই আন্তরবায়ুর ক্রিয়ার জনক নয় কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগ। মৃতপুরুষীয় আত্মার অদৃষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই আত্মা আর অদৃষ্টবদাত্মা নহে। (আত্মতত্ত্ববিবেক, রঘুনাথ শিরোমণির টীকা, ৮৩৮ পৃঃ)।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ

ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর উভয়েই বিভুদ্রব্য। অথচ জীবাশ্রিত ধর্ম ও অধর্ম ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই সুখ ও দুঃখের জনক হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত আচার্যগণের অভিপ্রায়। ধর্ম ও অধর্ম অচেতন বস্তু ; অচেতন বস্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্যের জনক হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা দণ্ড প্রভৃতি অচেতন বস্তু চেতন কুম্ভকারের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্যের জনক হইয়া থাকে। এইরূপ জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্যের জনক হইয়া থাকে। জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর তবেই হইতে পারেন যদি জীবের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ সম্ভাবিত হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধই সম্ভাবিত না হইলে ঈশ্বর জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরের সম্ভাবিত হইবে না।

আর ইহাই বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—"আত্মান্তরাণাম-সম্বন্ধাদধিষ্ঠাতৃত্বমনুপপন্নমিতি চেৎ।" (ন্যাঃ সূঃ ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম ও অধর্ম ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীবাত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে। জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধও নাই, পরম্পরা সম্বন্ধও নাই। আর ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে ঈশ্বরের সহিত অসম্বদ্ধ ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হইবেন কিরূপে? সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঈশ্বর যদি ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে না পারেন তবে চেতনানধিষ্ঠিত অচেতন ধর্মাধর্মের প্রবৃত্তিই সম্ভাবিত হইবে না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজসম্বন্ধ আছে। ইহা কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন। "অজঃ সম্বন্ধ আত্মান্তরানামিত্যেকে ইচ্ছন্তি" (ন্যাঃ সূঃ, ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবাত্মার সহিত পরমেশ্বরের অজসংযোগ অর্থাৎ নিত্যসংযোগ আছে ইহা কোন কোন আচার্য স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার নিত্যসংযোগ ন্যায়শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অজসংযোগ নিষেধ না করায় ইহা নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত বটে—"ন চৈতদিহ প্রতিষিধ্যতে, ইতি অপ্রতিষেধাদনুমতং স ইতি।" আবার বার্তিককার বলিয়াছেন—যাঁহারা এই অজসংযোগ স্বীকার করেন তাঁহারা প্রমাণ দ্বারা অজসংযোগ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের কেবল স্বীকারোক্তিমাত্র নয়। অজসংযোগ সাধক অনুমান এই স্থলে বার্তিককার প্রদর্শন করিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ, ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সম্বদ্ধঃ, মূর্তিমদ্দ্ব্যসম্বন্ধিত্বাদ্ ঘটবদিতি। যথা ঘটাদি মূর্তিমতা ঘটাদিনা সম্বন্ধিত্বেন ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সম্বধ্যতে তথা ঈশ্বরোপি মূর্তিমৎ-সম্বন্ধীতি। তস্মাদয়মপি ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সম্বধ্যত ইতি। (ন্যাঃ সূঃ ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায়—পরমেশ্বর আকাশ, দিক্, কাল ও জীবাত্মার সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত হইবে যেহেতু ঈশ্বর মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত। যে যে দ্রব্য মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে

সে সমস্ত দ্রব্য আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন ঘটাদি দ্রব্য ঘটপটাদি মূর্তদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ঈশ্বরও ঘটপটাদি মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত বলিয়া আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইবে। এস্থলে বার্তিককারের অভিপ্রায় এই যে—আকাশ, দিক্, কাল, জীবাত্মা ও ঈশ্বর ইহারা বিভুদ্রব্য ; সর্বগত দ্রব্য। ইহা ন্যায়বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন। তাহারা বলেন সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সহিত যে দ্রব্য সংযুক্ত থাকে তাহাকে বিভুদ্রব্য বা সর্বগতদ্রব্য বলা হয়। সর্বগত বা সর্বব্যাপী দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্য সমস্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু বার্তিককার বলিতেছেন—সর্বদ্রব্যের সহিত যাহা সংযুক্ত তাহাই সর্বগত বা সর্বব্যাপী দ্রব্য। সর্বদ্রব্যসংযোগী স্বীকার না করিয়া সর্বমূর্তদ্রব্যসংযোগী এইরূপ বলিলে বস্তুতঃ সর্বগতত্বের হানিই ঘটে। এজন্য সর্বদ্রব্যসংযোগিত্বই বিভুত্ব বা সর্বগতত্ব। আর এজন্য বিভুদ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যের সংযোগ আছে ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য বার্তিককার অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার প্রদর্শিত এই অনুমান প্রমাণ মীমাংসকগণের সম্মত ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এই মীমাংসা সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িকমতে অনিষিদ্ধ বলিয়া বার্তিককার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—বিভুদ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যান্তরের অজসংযোগ স্বীকার করায় জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরেরও অজসংযোগ স্বীকৃত হইয়াছে। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এই অজসংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি কি অব্যাপবৃত্তি হইবে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন যে—এই প্রশ্নের উত্তরদানের কোন আবশ্যকতা নাই—"স পুনরাত্মেশ্বরসম্বন্ধঃ কিং ব্যাপকোঽব্যাপকো বেতি অর্থাভাবাদব্যাকরণীয়ঃ প্রশ্নঃ। আত্মেশ্বরসম্বন্ধোঽস্তীত্যেতদেব শক্যতে বক্তুম্। স পুনরীশ্বরাত্মানৌ ব্যাপ্নোতি ন ব্যাপ্নোতি ইতি ন ব্যাক্রিয়তে।" জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর বলা হইয়াছে

জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরের থাকিতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার অজসংযোগ আছে ইহা দেখান হইল। কিন্তু সেই সংযোগ জীবাত্মা ও ঈশ্বরকে ব্যাপন করিয়া আছে কি অব্যাপন করিয়া আছে ইহা নিরূপণের কোন প্রয়োজন নাই। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরে সম্ভাবিত হইবে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বসিদ্ধির জন্য জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধই অপেক্ষিত। কিন্তু সম্বন্ধের ব্যাপ্যবৃত্তিতা বা অব্যাপ্যবৃত্তিতা অপেক্ষিত নহে।

বার্তিককার এইরূপে জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজসংযোগ সমর্থন করিয়া পরে আবার বলিয়াছেন যাঁহারা অজসংযোগ স্বীকার করেন না তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার পরম্পরাসম্বন্ধ স্বীকার করেন অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। ন্যায়সিদ্ধান্তে মন অণুপরিমাণ বলিয়া তাহা মূর্তদ্রব্য। সমস্ত বিভু দ্রব্যই মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত। এজন্য মন যেমন জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত এরূপ ঈশ্বরের সহিতও সংযুক্ত। সুতরাং জীবাত্মসংযুক্ত মনঃসংযোগ ঈশ্বরে আছে এবং ঈশ্বরসংযুক্ত মনঃসংযোগ জীবাত্মাতে আছে। জীবাত্মসমূহের মনঃসমূহ সমস্তই ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত। এজন্য সম্বদ্ধসম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার আছে। আর তদ্দারাই ঈশ্বর জীবাত্মসমবেত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। (৯৫৭ পৃঃ, ন্যাঃ সূত্র)

এস্থলে তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এবং জীবাত্মসমেত ধর্মাধর্মের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলে ঈশ্বর জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সংযোগ বা সমবায় নহে। এই দুইটি মাত্রই সম্বন্ধ নহে। পরম্পরা সম্বন্ধও সম্বন্ধ বটে। সংযুক্তসংযোগিসমবায়ও সম্বন্ধই বটে। পরমাণ্বাদি ঈশ্বরের সহিত সংযুক্তই বটে। ঈশ্বর সংযুক্ত পরমাণ্বাদির সহিত জীবাত্মাও

সংযুক্তই বটে। জীবাত্মাতে ধর্মাধর্ম সমবেত আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত ধর্মাধর্মের সংযুক্তসংযোগিসমবায় আছে। ঈশ্বরসংযুক্তপরমাণ্বাদি-সংযোগী জীবাত্মাতে ধর্মাধর্মের সমবায় আছে। অথবা ঈশ্বরের সহিত জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধ হইবে। ঈশ্বরসংযুক্ত জীবাত্মাতে ধর্মাধর্ম সমবায় সম্বন্ধে আছে। ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ বার্তিককার স্বীকার করিয়াছেন এবং অজসংযোগসাধক অনুমান প্রমাণও দেখাইয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকার বলিয়াছেন—"সংযুক্তসমবায়ো বা ক্ষেত্রজ্ঞেন ঈশ্বরস্য সংযোগাৎ অজসংযোগস্যাপি উপপাদিতত্বাৎ। (তাৎপর্যটীকা ৯৫৭ পৃঃ)

বার্তিককার অজসংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। তাৎপর্যটীকাকারও তাহার সমর্থন করিয়াছেন ইহা প্রদর্শন করা হইল। কিন্তু ৪।২।২০ ন্যায়সূত্রের বার্তিকে বার্তিককার বলিয়াছেন—যাবন্মূর্তদ্রব্যসংযোগিত্বই সর্বগতত্ব—যন্মূর্তিমত্তেন সর্বেণ সম্বধ্যত ইতি সর্বগতত্বার্থঃ। (১০৬১ পৃঃ, ন্যাঃ সূঃ) এই বার্তিকের টীকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে—সর্বমূর্তসংযোগিত্বই সর্বগতত্ব স্বীকার করায় বার্তিককার যে অজসংযোগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রৌঢ়বাদ বলিয়াই মনে হয়—"মূর্তিমতা সর্বেণ সম্বদ্ধত্বং সর্বগতত্বং বদতো বার্তিককারস্যাজসংযোগস্যাভ্যুপগমঃ প্রৌঢ়িবাদতয়েতি লক্ষ্যতে।" (১০৬১ পৃঃ, ন্যাং সূঃ)

প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—"নাস্তি অজসংযোগো নিত্য-পারিমাণ্ডল্যবৎ পৃথগনভিধানাৎ। যথা চতুর্বিধপরিমাণমুৎপাদ্যমুক্ত্বা আহ নিত্যং পারিমাণ্ডল্যমিতি এবমন্যতরকর্মজাদিসংযোগমুৎপাদ্যমুক্ত্বা পৃথগ্ নিত্যং ব্রূয়াৎ, ন ত্বেবমব্রবীৎ। তস্মান্নাস্তি অজসংযোগঃ।" ইহার অভিপ্রায়—বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অজসংযোগ স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ সূত্রকার কণাদ নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন নাই। সূত্রকার যেমন অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ত্ব-দীর্ঘত্ব এই চতুর্বিধ অনিত্য পরিমাণের কথা বলিয়া পরে "নিত্যং পারিমাণ্ডল্যম্" এরূপ বলিয়াছেন। উক্ত চতুর্বিধ পরিমাণ উৎপাদ্য হইলেও পরমাণুপরিমাণ—পারিমাণ্ডল্য নিত্য, তাহা উৎপাদ্য

নহে এরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু সূত্রকার কণাদ অন্যতরকর্মজ সংযোগ, উভয়জ সংযোগ ও সংযোগজসংযোগ এই ত্রিবিধ সংযোগ উৎপাদ্য অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া পরে অজসংযোগ নিত্য অথবা বিভুদ্বয়ের সংযোগ নিত্য এরূপে নিত্যসংযোগের কথা বলেন নাই। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় —অজসংযোগ বলিয়া কিছুই নাই ; থাকিলে সূত্রকার অবশ্যই বলিতেন। (প্রশস্তপাদভাষ্য, সংযোগগুণনিরূপণ)

বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অজসংযোগ প্রত্যাখ্যাত হইলেও বার্তিককার অজসংযোগের সমর্থনও করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন—ন্যায়-সিদ্ধান্তে অজসংযোগ নিষিদ্ধ না হওয়ায় এবং অজসংযোগ প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া ন্যায়সিদ্ধান্তে অজসংযোগও গৃহীত হইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি—বার্তিককারপ্রদর্শিত মীমাংসকসম্মত অজসংযোগানুমান আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মা, আকাশসংযোগী ঈশ্বরসংযোগী বা, ঘটসংযোগিত্বাৎ, পটবৎ। এই অনুমানে আত্মা পক্ষ, আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ সাধ্য, ঘটসংযোগিত্ব হেতু, পটাদিমূর্তদ্রব্য দৃষ্টান্ত। যাঁহারা অজসংযোগ মানেন না তাঁহাদের নিকটে এই পরার্থানুমান প্রদর্শিত হইতেছে। পটাদিমূর্তদ্রব্যে ঘটসংগোগিত্ব আছে এবং তাহাতে আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগও আছে। এইরূপ বিভু আত্মাতেও ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে বলিয়া তাহাতে আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগরূপ সাধ্যও থাকিবে। যে যে দ্রব্য ঘটসংযোগী তাহারা সকলে আকাশসংযোগী বা ঈশ্বর-সংযোগী হইয়া থাকে। বিভু আত্মা ঘটসংযোগী বলিয়া আত্মাও আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষিগণ ঘট-সংযোগিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলেন যে, দিক্ ও কালে ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে বটে কিন্তু দিক্ ও কালে আকাশ-সংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগরূপ সাধ্য নাই। এজন্য উক্ত হেতু সাধ্যাভাববৎ দিক্ ও কালে আছে বলিয়া এই হেতুটি ব্যভিচারী হইয়াছে। ইহার উত্তরে স্থাপনানুমানবাদী বলেন যে, দিক্‌ে ও কালে উক্ত হেতুর ব্যভিচার

উদ্‌ভাবন করা যায় না। কারণ দিক্ ও কাল পক্ষসম। পক্ষে বা পক্ষসমে ব্যভিচার উদ্‌ভাবিত হইতে পারে না। পক্ষে বা পক্ষসমে ব্যভিচার দোষ হইলে সমস্ত অনুমানের উচ্ছেদ হইবে। যাঁহারা আত্মাকে আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী বলেন তাঁহারা দিক্ ও কালকেও আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী স্বীকার করেন। কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যে দিক্ ও কাল উল্লিখিত হয় নাই এই মাত্র সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচার অকিঞ্চিৎকর। আরও কথা এই যে, আত্মা যদি আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী না হয় তবে আত্মার সর্বসংযোগিত্ব বা বিভুত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আত্মার বিভুত্ব শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। সর্বসংযোগিত্বই বিভুত্ব। আত্মা আকাশাদি সংযোগী না হইলে সর্বসংযোগিত্বরূপ বিভুত্বই আত্মার অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য যে দ্রব্যে ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে তাহাতে যদি আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ না থাকে তবে তাহা বিভু দ্রব্য হইতে পারিবে না। আত্মাতে ঘটসংযোগিত্ব হেতু থাকিয়াও যদি তাহাতে সাধ্য আকাশ-সংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ না থাকে তবে আত্মার বিভুত্বই ভঙ্গ হইবে। যদি বলা যায়, যাবন্মূর্ত-সংযোগিত্বই বিভুত্ব কিন্তু যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব বিভুত্ব নহে আর তাহাতে আত্মা আকাশাদি বিভুসংযোগী না হইলেও আত্মার বিভুত্ব ভঙ্গ হইবে না। পূর্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। পূর্বপক্ষীর মতে ক্রিয়াবদ্দ্রব্যত্ব বা পরিচ্ছিন্নপরিমাণবদ্দ্রব্যত্বই মূর্তত্ব। এই উভয়বিধ মূর্তত্বকে অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্ব লঘু। সুতরাং যাবন্মূর্ত-সংযোগিত্ব অপেক্ষা যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব লঘুভূত। মূর্তত্বধর্ম জাতি নহে কিন্তু প্রদর্শিতরূপ সখণ্ড-ধর্ম। সুতরাং সখণ্ড-ধর্ম হইতে দ্রব্যত্ব জাতি লঘুশরীর; এজন্য যাবন্মূর্তসংযোগিত্ব অপেক্ষা যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব লঘুভূত। এই লঘুভূত ধর্মই বিভুত্ব কিন্তু প্রদর্শিত গুরুভূত ধর্ম বিভুত্ব নহে। আর যাঁহারা মূর্তত্বধর্মকেও জাতি বলিয়া থাকেন তাঁহারা মনে করেন—ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে মূর্তত্ব জাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহাদের এরূপ কল্পনা অতি অসঙ্গত।

ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে যদি মূর্তত্ব একটি জাতি সিদ্ধ হয় তবে স্পর্শসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়েও আর একটি জাতির সিদ্ধি হইবে। এইরূপ রসসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূতদ্বয়ে আর একটি জাতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপ রূপ-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ে আর একটি জাতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপে অপ্রামাণিক বহুতর জাতির কল্পনার আপত্তি হইবে। এজন্য ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে কোন জাতির কল্পনা হইতে পারে না, হইলে স্পর্শাদিসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপেও জাত্যন্তর কল্পনা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। এজন্য মূর্তত্ব জাতিই হইতে পারে না। যাঁহারা মূর্তত্বকে জাতি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা অনবধানতাবশতঃই তাহা করিয়াছেন। সুতরাং সর্বমূর্তসংযোগিত্ব অপেক্ষা সর্বদ্রব্যসংযোগিত্বই লঘু বলিয়া বিভুত্ব হইবে। বিভুদ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার না করিলে বিভুদ্রব্যের বিভুত্বের ভঙ্গই বাধক হইবে। লাঘব তর্ক সর্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক।

যদি বলা যায়, যেরূপে অজসংযোগ সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপে অজবিভাগও তো সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন আত্মা, আকাশাদিবিভক্তঃ, ঘটাদিবিভক্তত্বাৎ, পটবৎ এইরূপ অনুমানেরও তো প্রয়োগ হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগ স্বীকার না করিলে বিভুত্বেরই ভঙ্গ ঘটে কিন্তু অজবিভাগের অনঙ্গীকারে কোন বাধক নাই। এজন্য অজবিভাগসাধক অনুমান অপ্রযোজক—সাধ্যের অসাধক। যদি বলা যায়, আকাশবিভাগ লাঘবপ্রযুক্ত দ্রব্যমাত্রবৃত্তি হইবে কিন্তু গৌরববশতঃ মূর্তদ্রব্যমাত্রবৃত্তি হইবে না। আর তাহাতে দ্রব্যমাত্রবৃত্তি আকাশ [বিভাগ] সিদ্ধ হইল বলিয়া আত্মাদি বিভুদ্রব্যে আকাশবিভাগ অজবিভাগই হইবে, এইরূপে অজবিভাগ সিদ্ধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগের মত অজবিভাগও যদি সিদ্ধ হয় তবে হউক্, ইহাতে হানি কি? যদি বলা যায়, যে সময়ে যন্নিরূপিত সংযোগ যাহাতে আছে সেই সময়ে সেই বস্তুতেই তন্নিরূপিত বিভাগও আছে

—ইহাতো বিরুদ্ধ। আত্মাদিতে আকাশসংযোগও আছে, আকাশ-বিভাগও আছে—এরূপ কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। অজসংযোগের মত অজবিভাগও স্বীকার করিলে বিরুদ্ধ সংযোগবিভাগদ্বয় এক সময়ে এক বস্তুতে আছে স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য অজসংযোগ ও অজবিভাগ সিদ্ধ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগ ও অজবিভাগ উভয়েই প্রমাণ সিদ্ধ হইলে বিরুদ্ধ হইবে কেন? প্রমাণ সিদ্ধও বটে, বিরুদ্ধও বটে ইহা তো হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ সিদ্ধ বস্তুতে বিরোধই অসিদ্ধ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, অজসংযোগ-বিভাগবাদী কি সংযোগ-বিভাগের বিরোধিতা স্বীকার করেন না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অনিত্যসংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতা আছে বটে। অনিত্য-সংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতাতে প্রমাণ আছে। কিন্তু নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভাগের বিরোধিতাতে কোন প্রমাণ নাই। আর যদি নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভাগের বিরোধ স্বীকার করা যায় তবে নিত্যবিভাগই অসিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে এক সময়ে সংযোগবিভাগ স্বীকার করিতে হইবে না। আত্মা আকাশসংযুক্তও বটে, বিভক্তও বটে এইরূপ হইবে না। নিত্যবিভাগের অস্বীকারেই প্রদর্শিত বিরোধের সমাধান হইবে। (অদ্বৈতরত্নরক্ষণ ৫ পৃঃ)

এস্থলে বর্তিককার প্রভৃতি "মূর্তদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ" এই হেতুর দ্বারা নিত্য সংযোগের অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এইস্থলে "সংযোগিত্বাৎ" এইমাত্রই হেতু। "মূর্তদ্রব্য" শব্দটি পরিচায়করূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এইমাত্র। এইজন্য চিৎসুখাচার্য "আকাশমাত্মনা সংযুজ্যতে সংযোগিত্বাৎ ঘটবৎ—এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। (চিৎসুখী ২০১ পৃঃ) এই অনুমানটি যে মীমাংসকসম্মত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মীমাংসকসম্মত এই অনুমানটি খণ্ডন করিবার জন্য অতি প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য মানমনোহরকার বাদিবাগীশ্বর বলিয়াছেন যে, এই অনুমানে ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্বাদি উপাধি হইবে।

সাধ্যের ব্যাপক, হেতুর অব্যাপক ধর্মকে উপাধি বলে। এই উপাধি উদ্‌ভাবনে অতি সহজ রীতি এই যে, যে ধর্ম দৃষ্টান্তধর্মীতে আছে এবং পক্ষরূপ ধর্মীতে নাই তাহাই উপাধি হইবে। যে ধর্ম যাবদ্-দৃষ্টান্তধর্মীতে আছে বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইবে এবং পক্ষ-রূপ ধর্মীতে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইবে। এজন্য প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, "তস্মাদুপাধিমিচ্ছন্তিঃ পক্ষভূমিমনাপ্নুবন্। সপক্ষান্ ব্যাপ্নুবন্ ধর্মো মৃগ্যতামিতি সংগ্রহঃ।" যাহা হউক, প্রদর্শিত অনুমানে ক্রিয়াবত্ত্ব ও মূর্তত্ব উপাধি। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া থাকে বলিয়া সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে। অন্বয়ব্যাপ্তিতে যে দুইটি ধর্মের যাদৃশ ব্যাপ্যব্যাপকভাব হইবে ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সেই দুইটি ধর্মেরই বিপরীতভাবে ব্যাপ্যব্যাপকভাব হইবে। এজন্য ন্যায়-কন্দলীতে বলা হইয়াছে—নিয়ম্যত্বনিয়ন্তৃত্বে ভাবয়োর্যাদৃশে মতে। বিপরীতে প্রতীয়েতে ত এব তদভাবয়োঃ॥ ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব আত্ম-সংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলেই ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব, পরত্ব, অপরত্ব প্রভৃতিও আছে। এইজন্য ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্ম আত্মসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। এই অনুমানে ঘটরূপ দৃষ্টান্তে আত্মসংযোগরূপ সাধ্যও আছে এবং ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্মও আছে। এজন্য ক্রিয়াবত্ত্বাদি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্ম আকাশরূপ পক্ষে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এজন্য মানমনোহরকার এরূপ প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকাশমাত্মনা ন সংযুজ্যতে, অমূর্তত্বাৎ, রূপাদিবৎ। সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। এজন্য সাধ্যাভাব উপাধ্যভাবের ব্যাপক হইবে। সম্ভবদ্‌ব্যতিরেক স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি না থাকিলে অন্বয়ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইবে না। এজন্য মানমনোহরকার যে সাধ্য-হেতুর অন্বয়ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহার ব্যতিরেকব্যাপ্তিও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অন্বয়ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইবে

না। তাঁহার প্রদর্শিত প্রতিরোধানুমানে রূপাদি দৃষ্টান্তধর্মীতে অমূর্ত্তত্বও আছে এবং আত্মার অসংযোগও আছে। এজন্য অমূর্ত্তত্ব আত্মার অসংযোগের ব্যাপ্য। যে যে স্থলে অমূর্ত্তত্ব থাকিবে সেই সেই স্থলে আত্মসংযোগাভাবও থাকিবে, যেমন রূপরসাদিতে অমূর্ত্তত্বও আছে, আত্মসংযোগাভাবও আছে। মানমনোহরকারের এই অনুমান সোপাধিক বলিয়া দুষ্ট। এই অনুমানে অসংযোগিত্বই উপাধি। রূপাদিতে যে আত্মসংযোগ নাই তাহার প্রযোজক অসংযোগিত্ব; কিন্তু অমূর্ত্তত্ব নহে। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে সংযোগিত্বও আছে। যে স্থলে সংযোগিত্ব নাই সে স্থলে আত্মসংযোগিত্ব নাই। রূপাদিতে সংযোগিত্ব নাই বলিয়াই আত্মসংযোগিত্বও নাই। সুতরাং মানমনোহরকার মীমাংসকের স্থাপনানুমানে যে মূর্ত্তত্বকে উপাধি বলিয়াছিলেন তাহা সাধ্যের অব্যাপক হইয়াছে। তাহার কারণ, উপাধি মূর্ত্তত্বের ব্যাপ্তি আত্মসংযোগরূপ সাধ্যে নাই। কারণ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিতে উপাধি রহিয়াছে। সুতরাং অজসংযোগ স্থাপনানুমানে মানমনোহরকার যে উপাধি শঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা নিরস্ত হইল। কারণ, উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। উপাধি নিরূপিতা ব্যাপ্তি সাধ্যে নাই।

আরও বিশেষ কথা এই যে, 'আকাশমাত্মনা' সংযুজ্যতে—এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সংযোগ সেই সংযোগের অধিকরণ আকাশ। সংযোগ দ্বিষ্ঠ বলিয়া যে সংযোগ আত্মাতে আছে সেই সংযোগবিশিষ্ট আকাশ হইবে। আত্মাশ্রিত সংযোগের দ্বারা আকাশ আত্মসংযোগী হইবে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যের এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ায় আর মূর্ত্তত্ব উপাধির শঙ্কাই হইতে পারে না। যে সংযোগ সাধ্য তাহা আত্মাতে আছে। কিন্তু আত্মাতে মূর্ত্তত্ব উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল না। বেদান্ত-কল্পতরুতেও অমলানন্দ এই কথাই বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩ অধিকরণ)। কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্য্যের গ্রন্থ হইতেই এই কথাটি

গ্রহণ করিয়াছেন। কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্যের প্রশিষ্য। চিৎসুখাচার্যের শিষ্য সুখপ্রকাশ ও সুখপ্রকাশের শিষ্য কল্পতরুকার অমলানন্দ। আরও কথা এই যে, মানমনোহরকার যে মূর্তত্ব উপাধি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই মূর্তত্ব অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব। অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বকে উপাধি বলায় পক্ষেতরতুল্যতা হইয়াছে। উপাধির পক্ষে অবৃত্তিতা সম্পাদনের জন্য উপাধিতে বিশেষণ যোগ করিলে পক্ষেতরতুল্যতা হইয়া থাকে। সমস্ত অনুমানেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে আর তাহাতে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইবে। পক্ষের ভেদরূপ উপাধির দ্বারা হেতুর সাধ্যব্যভিচারানুমানেও পক্ষের ভেদই উপাধি হইবে বলিয়া পক্ষের ভেদ স্বব্যাঘাতক। এজন্য পক্ষের ভেদ উপাধিরূপে উদ্ভাবিত হইতে পারে না। ভেদমাত্রকেই উপাধি বলা যায় না। যেহেতু তাহা কেবলান্বয়ী। ভেদ পক্ষেও আছে। এজন্য পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা হইয়াছে। পক্ষের ভেদ পক্ষে নাই। স্ব-এর ভেদ স্ব-তে থাকিতে পারে না। এজন্য উপাধির পক্ষে অবৃত্তিতা সম্পাদনের জন্যই ভেদকে উপাধি না বলিয়া পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা হইয়াছে। উপাধি পক্ষে না থাকিলে উপাধি হেতুর অব্যাপক হইবে। সাধ্যের ব্যাপক, হেতুর অব্যাপককেই উপাধি বলে। এজন্য পক্ষের ভেদ সর্বত্রানুমানে উপাধি হইতে পারিলেও তাহা বিচারে উদ্ভাবনীয় নহে। ইহাতে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয় ও স্বব্যাঘাত দোষও হয়। এইরূপ পরিমাণবত্ত্বকে এস্থলে উপাধি না বলিয়া অবচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্বকে উপাধি বলার অভিপ্রায়ই এই যে উপাধির পক্ষাবৃত্তিত্ব সম্পাদন। কিন্তু তাহা সাধ্যে উপাধির ব্যাপ্তিগ্রহে উপযোগী নহে। সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে। পরিমাণবত্ত্ব আত্মসংযোগ রূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে পরিমাণবত্ত্বও আছে। কিন্তু পরিমাণবত্ত্ব পক্ষ গগনেও আছে। উপাধি পক্ষে না থাকুক, মাত্র এই অভিপ্রায়েই পরিমাণে অবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে। আর তাহাতে পক্ষেতরতুল্যতা হইয়াছে। মীমাংসকমতে

অজসংযোগ সমর্থনের ইহাই রীতি। বার্তিককার উদ্দ্যোতকরও এই অজসংযোগের সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎসংযোগ অথবা সংযুক্তসংযোগরূপ সম্বন্ধ আছে ইহা দার্শনিক রীতিতেও সিদ্ধ হয়। আর এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঈশ্বর জীবগত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। ঈশ্বর যে সর্বাধিষ্ঠাতা ইহা আমাদের উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে। দার্শনিকগণও যুক্তির দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে ইহা উপপাদন করিলে জীবের হর্ষাতিশয় হওয়া উচিত।

বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন

ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ ও কার্যপ্রতিপাদক বেদমন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বেদমন্ত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের স্বরূপের ও তাহার গুণরাশির উপপাদনের জন্য বহুবিধ দার্শনিক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরপ্রতিপাদক বেদমন্ত্র অতি বহুল। ঈশ্বরপ্রতিপাদক সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হইলে মাত্র তাহাতেই একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলিত হইতে পারে। এজন্য আমরা নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে স্থালীপুলাকন্যায়ে কয়েকটিমাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছি। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—"ন হি আগমানুমানে জগৎকর্তৃত্বনিত্যসর্ববিষয়ক-বুদ্ধিমত্ত্বব্যতিরেকেণ কেবলমীশ্বরং সাধয়তঃ।" (ন্যাঃ সূঃ. তাৎপর্যটীকা, ৯৫৬ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদ ও অনুমান ঈশ্বরের সাধক হইলেও এই দুইটি প্রমাণ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ করিতে পারে না।

বেদ ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বিশেষভাবে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য [বিশেষভাবে] প্রয়াস করিয়াছেন। ইহারা অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বাদির সিদ্ধি প্রদর্শন করিলেও বেদবিরুদ্ধ কোন ধর্মই ঈশ্বরে সিদ্ধি করিতে প্রয়াস করেন নাই; করিলে উচ্ছৃঙ্খল প্রয়াস ও যুক্তির নামে যুক্ত্যাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। প্রামাণিক-মূর্ধন্য নৈয়ায়িকগণ যুক্ত্যাভাস প্রদর্শনে একান্ত বিমুখ। উদ্ধৃত বেদমন্ত্রভাগে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের রীতি অনুসারে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বের সিদ্ধি আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

ভগবান্ বাৎস্যায়ন ১।১।১ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সা অন্বীক্ষা। প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অন্বীক্ষণমন্বীক্ষা। তয়া প্রবর্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী। ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি। (৩৯ পৃ, ন্যাঃ সূঃ, মেট্রোঃ সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী হইবে। প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণ দ্বারা অবধৃত অর্থের অন্বীক্ষা-অনুসন্ধান অনুমান। প্রত্যক্ষাগমাধিগত অর্থের অনুমান প্রমাণ দ্বারা অবধারণকে অন্বীক্ষা বলে। যে শাস্ত্র এই অন্বীক্ষাব্যাপার প্রদর্শন করে তাহাকে আন্বীক্ষিকী বলে। এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ তাহা ন্যায়াভাস। ভাষ্যকারের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়শাস্ত্র বেদানুকূল কিন্তু বেদ বিরোধী নহে। বেদপ্রতিপাদ্য যে সমস্ত অর্থ উপপাদনসাপেক্ষ সেই সমস্ত অর্থের উপপত্তিপ্রদর্শনই ন্যায়শাস্ত্রের কার্য। ন্যায়শাস্ত্রপ্রদর্শিত যুক্তিসমূহ বলপূর্বক শ্রৌত অর্থের স্কন্ধে স্থাপন করা হয় নাই। প্রত্যুত উপপত্তি সাপেক্ষ শ্রৌত অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্-

প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ ব্যর্থ বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রকার ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ন্যায়শাস্ত্রকে বেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ যেমন বেদের অঙ্গ এইরূপ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র এই চারিটি বেদের উপাঙ্গ—পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩)। উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে ন্যায়শব্দদ্বারা ন্যায়বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই চারিখানি দর্শনের নিদর্শন করা হইয়াছে। এই চারখানি দর্শনই অনুমান প্রমাণের সাহায্যে শ্রৌত অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছে এবং মীমাংসা শব্দদ্বারা পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা নির্দিষ্ট হইয়াছে এইরূপে ছয়খানি বৈদিক দর্শনই বেদের উপাঙ্গ। এই কথা পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "প্রস্থানভেদ" গ্রন্থে বলিয়াছেন। উপকারককেই অঙ্গ বলে। যে যাহার উপকারক নহে সে তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। উক্ত ছয়খানি দর্শন বেদের উপকারক বলিয়াই ইহাদিগকে বেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক রীতি অনুসারে বেদমন্ত্রপ্রদর্শিত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইলে ন্যায়শাস্ত্র যে বেদের উপাঙ্গ তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এই প্রবন্ধে ন্যায়বৈশেষিক সম্মত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়া বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরে ধর্মের উপপাদন করা হইয়াছে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি। একটি কথাই বারবার বলার অভিপ্রায় এই যে, দার্শনিক-তত্ত্ব-সমূহই বেদমন্ত্রে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। বেদমন্ত্রে যাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে দর্শনশাস্ত্রকারগণ মাত্র তাহারই বিবৃতি করিয়াছেন। বেদানপেক্ষিত তত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ করেন নাই। বৈশেষিকদর্শনে দ্রব্যাদি যে ছয়টি ভাব পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা বেদার্থবিচারের নিতান্ত অনুকূল বলিয়া ভগবান্ জৈমিনি এই ছয়টি ভাবপদার্থের দ্বারা বেদার্থমীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৈশেষিক-সম্মত ছয়টি ভাব পদার্থ বেদার্থনিরূপণের অনুপযোগী হইলে ভগবান জৈমিনি তাহা

কখনও গ্রহণ করিতেন না। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন—"দ্রব্যগুণসংস্কারেষু বাদরিঃ" (জৈঃ সূঃ ৩।১।৩)। আবার বলিয়াছেন—"কর্মাণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ (৩।১।৪)। আবার বলিয়াছেন—"অর্থৈকত্বে দ্রব্যগুণয়োরৈককর্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ (৩।১।১২)। এই সমস্ত জৈমিনিসূত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণকর্মাদি পদার্থ বেদার্থবিচারে অপেক্ষিত বলিয়া জৈমিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জৈমিনি নিজে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের নির্বচন করেন নাই।

বৈশেষিকসূত্রে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের আলোচনা না থাকায় বৈশেষিক সূত্র হইতে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরসাধক অনুমাণ প্রমাণ দেখান যায় না। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যেও সৃষ্টিসংহারবিধিপ্রকরণে ঈশ্বরকর্তৃক জগতের সৃষ্টি ও সংহারের রীতি প্রদর্শিত হইলেও সাক্ষাৎভাবে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদর্শিত হয় নাই। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের অতি প্রাচীন ব্যোমবতী বৃত্তিতে সৃষ্টিসংহারবিধিপ্রকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যোমশিবাচার্য বলিয়াছেন—"ননু সর্বমেতদসম্বদ্ধমীশ্বরসদ্ভাবে প্রামাণাসম্ভবাৎ। তন্ন, অনুমানাগমাভ্যাং তৎসদ্ভাবসিদ্ধেঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরকর্তৃক জগতের যে সৃষ্টিসংহারবিধি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। ততঃপর বলিয়াছেন—পূর্বপক্ষীর কথা সঙ্গত নহে, অনুমান ও আগমপ্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইয়া থাকে। (ব্যোমবতীবৃত্তি, সৃষ্টিসংহারপ্রকরণ, ৩০১ পৃঃ, চৌখাম্বা সং)। ব্যোমশিবাচার্যের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরসাধক প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের টীকা কিরণাবলীতে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে,—সর্বমেতদ্ ঈশ্বরসদ্ভাবসিদ্ধৌ সম্ভবেৎ, তৎসিদ্ধাবেব কিং প্রমাণমিতি চেৎ, তদ্বহুত্বেঽপি কিঞ্চিদুচ্যতে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে যে সৃষ্টিসংহারবিধি বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি হইলে

সঙ্গত হইতে পারে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক বহু অনুমান প্রমাণ থাকিলেও এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। উদয়নের এই উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরসদ্ভাবসাধক প্রমাণ উপন্যস্ত হয় নাই; হইলে, উদয়নপ্রদর্শিত শঙ্কা সঙ্গত হইত না। ব্যোমশিবাচার্য ও উদয়ন উভয়েই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের পরবর্তী। এজন্য আমরা প্রথমে এস্থলে বৈশেষিক তন্ত্র হইতে ঈশ্বরের সাধকপ্রমাণ উপন্যাস না করিয়া উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরসাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

উদ্দ্যোতকর ন্যায়দর্শনের ৪।১।২১ সূত্রের বার্তিকে ঈশ্বরসাধক দুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা এই—(১) বুদ্ধিমৎ-কারণাধিষ্ঠিতানি স্বাসু স্বাসু ধারণাদিক্রিয়াসু মহাভূতানি বায়্বন্তানি প্রবর্তন্তে, অচেতনত্বাৎ বাস্যাদিবৎ; (২) এবং কার্যত্বাৎ তৃণাদীনি পক্ষীকৃত্য দর্শনস্পর্শনবিষয়ত্বাদিতি বক্তব্যম্; এবং যত্র যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ কার্যত্বঞ্চ তদনেনৈব ন্যায়েন দৃষ্টান্তেন বাস্যাদিনা পক্ষয়িত্বা সাধয়িতব্যম্। ইহার অভিপ্রায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ বায়ু—এই মহাভূতচতুষ্টয় স্বোচিত ধারণক্লেদনাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; যেহেতু উক্ত মহাভূতবর্গ অচেতন। যে যে অচেতন বস্তু স্বোচিত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যেমন বাসী প্রভৃতি অস্ত্র। এই অচেতন অস্ত্র কাষ্ঠতক্ষণরূপ স্বোচিত ক্রিয়াতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথিব্যাদি বায়ু পর্যন্ত অচেতন মহাভূতসমূহ স্বোচিত ধারণাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হইবে। অচেতন মহাভূতবর্গ যে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় সেই বুদ্ধিমৎকারণই ঈশ্বর। ইহাই প্রথমানুমানের অর্থ।

এইরূপ তৃণতরুপর্বতাদি তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ কর্তৃক [নির্মিত]

হইবে। যেহেতু তৃণপ্রভৃতি কার্য অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ। যাহা যাহা কার্য তাহা উপাদানাভিজ্ঞকর্তৃজন্য হইয়া থাকে। যেমন প্রাসাদাদি। যে তৃণতরু প্রভৃতি তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ কর্তৃজন্য হইয়াছে সেই তৃণতরু প্রভৃতির উপাদানাভিজ্ঞ কর্তাই ঈশ্বর। ইহাই দ্বিতীয়ানুমানের অভিপ্রায়। এইরূপে যে যে কার্য বস্তু সকর্তৃকত্ব ও অকর্তৃকত্বরূপে বিপ্রতিপত্তির বিষয়ীভূত হইবে অর্থাৎ যে যে কার্যবস্তুকে কেহ সকর্তৃক, কেহ অকর্তৃক বলে সেই সমস্ত কার্যবস্তুকে অনুমানের পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া বাস্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিতত্বের অনুমান করিতে হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করেন নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্মো লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্।" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১, ৯৩৪ পৃঃ)। ইহার অর্থ—বুদ্ধিব্যতীত অন্য কোন লিঙ্গভূত ধর্ম ঈশ্বরের উপপাদন করা যায় না যাহার দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে। ভাষ্যকার যে এস্থলে ঈশ্বরীয় বুদ্ধিকেই ঈশ্বরসাধক লিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তদনুসারেই বার্তিককার 'বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিতানি' এরূপ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি বার্তিককার কর্তৃক কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে বার্তিককারও এস্থলে ষড়্গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর এই অভিপ্রায়েই ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও ঈশ্বরীয় কৃতির প্রবেশ ইহাতে করান নাই।

ন্যায়দর্শনে "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১) এই সিদ্ধান্ত সূত্র দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন। এই সূত্রের বার্তিকে বার্তিককার বলিয়াছেন—সূত্রকার যে, তৎকারিতত্বাৎ অর্থাৎ ঈশ্বরকারিতত্ব বলিয়াছেন তাহাতে সূত্রকার ঈশ্বর যে নিমিত্ত কারণ ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা নিমিত্তকারণ তাহা সমবায়িকারণ ও অসমবায়ি-কারণের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। ন্যায়বৈশেষিকমতে ভাবকার্যমাত্রের

ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করা হয়—সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। সূত্রকার ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। নিমিত্ত-কারণ ইতরকারণদ্বয়ের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। যেমন বস্ত্রের সমবায়িকারণ তন্তু ও অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগ। তুরী প্রভৃতি নিমিত্তকারণ এই উভয়ের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। ঈশ্বর যদি জগতের নিমিত্তকারণ হন, তবে জগতের উপাদান বা সমবায়িকারণ কে হইবে? ইহার উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন—পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু উপাদান কারণ হইবে। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জগতের নিমিত্ত-কারণ বিষয়ে বাদিগণের বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা কালকে নিমিত্তকারণ বলেন, কেহ বা ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলেন, কেহ বা প্রকৃতিকেই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলেন। যদিও এস্থলে বার্তিককার জগতের নিমিত্তকারণের বিপ্রতিপত্তিতেই প্রকৃতির নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ এরূপ কোন মত প্রসিদ্ধ নহে। প্রকৃতি উপাদান না হইয়া কেবল নিমিত্তকারণ হইবে এরূপ স্বীকার করিলে প্রকৃতি শব্দেরই নিরর্থকতাপত্তি হইবে। প্রকৃতি শব্দ সাধারণতঃ উপাদানেরই প্রতিপাদক। যাঁহারা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলেন তাঁহারা প্রকৃতিকে নিমিত্তকারণও বলেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র, তাহার আর কেহ প্রবর্তয়িতা নাই। জগতের নিমিত্তকারণের বিপ্রতিপত্তিতে প্রকৃতির উল্লেখ করায় এরূপও কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রকৃতি জগতের মাত্র নিমিত্ত-কারণ—এরূপও কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রাচীনকালে ছিল। কিন্তু আমাদের এরূপ বলা সঙ্গত মনে হয় না।

ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন যে, জগতের নিমিত্তকারণ বিশেষে দার্শনিকগণের বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়া বস্তুতঃ জগতের নিমিত্তকারণ কে হইবে? ন্যায়ানুসারে কোন্ পক্ষটি সঙ্গত হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত

কারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত। ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সাধক প্রমাণসমূহ প্রমাণান্তর দ্বারা প্রতিহত হয় না। এজন্য ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বই তো অসিদ্ধ, তাঁহার নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে কালাদির নিমিত্তকারণতা নিরসনপূর্বক ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতার অবধারণ হইতে পারে। এতদুত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন—যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইবে, সেই অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য পৃথক্ প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। যাহার অস্তিত্বই অসিদ্ধ তাহা কখনও নিমিত্তকারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্বে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন—যাঁহারা অচেতন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন; অথবা অচেতন পরমাণুসমূহ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন; অথবা যাঁহারা জীবের অচেতন শুভাশুভ কর্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন তাঁহাদের সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান, পরমাণু অথবা শুভাশুভ কর্ম ইহারা সকলেই অচেতন বলিয়া বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই ইহারা প্রবৃত্ত হইবে। অচেতন বস্তু বুদ্ধিমৎকারণদ্বারা অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ চেতনানধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যাহা অচেতন তাহা চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হয়। যেমন বাসী প্রভৃতি অস্ত্র বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বোচিতকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু বাসী প্রভৃতি অচেতন বস্তু। এই প্রধান অথবা পরমাণু অথবা কর্ম ইহারা সকলেই অচেতন। অথচ ইহারা স্বোচিতকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এজন্য অচেতন প্রধানাদি অবশ্যই বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইবে। ততঃপর বার্তিককার সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—যে সমস্ত মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন পুরুষ কর্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া অচেতন পরমাণুসমূহ জগতের

কারণ হইয়া থাকে—তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, অচেতন পরমাণু যদি জগৎনির্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারিত তবে পরমাণুসমূহের প্রবৃত্তি সর্বদাই থাকিত, জগতের প্রলয় কখনও হইত না। যদি বলা যায়, কালবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য পরমাণুর সর্বদা প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে না। সৃষ্টিকালে পরমাণুর প্রবৃত্তি হইলেও প্রলয়কালে পরমাণুর প্রবৃত্তি হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অচেতন পরমাণু যেমন বুদ্ধিমান্ অধিষ্ঠাতাকে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিমৎকারণব্যতীত অচেতনের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্যোন্মুখতা হইতে পারে না। এইরূপ অচেতন কালও বুদ্ধিমৎকারণানধিষ্ঠিত হইয়া কার্য করিতে পারিবে না। অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া যেমন অচেতনপরমাণুসমূহ স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ অচেতন কালও স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। আরও যুক্তি এই যে, পৃথিব্যাদি মহাভূতচতুষ্টয় বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই সুখদুঃখাদির জনক হইতে পারে; যেহেতু পৃথিব্যাদি মহাভূতও রূপরসাদিমান্। যাহা যাহা রূপরসাদিমান্ তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই প্রাণিগণের সুখদুঃখাদির নিমিত্ত হইয়া থাকে যেমন বস্ত্রের কারণ তুরী, বেমা প্রভৃতি।

এইরূপ অচেতন ধর্ম ও অধর্ম বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষের উপভোগ সম্পাদন করিবে; যেহেতু ধর্মাধর্ম সুখদুঃখ উপভোগের করণ। যাহা যাহা করণ; তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই ফলের জনক হইয়া থাকে; যেমন সূত্রধরাধিষ্ঠিত বাস্যাদি। যদি বলা যায়, জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ধর্মাধর্মের আশ্রয় জীবাত্মাই হইতে পারিবে, ঈশ্বরকে আর ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা স্বীকার করার আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতনই অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। অচেতন অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে জীবাত্মা অচেতন। জীবাত্মার জ্ঞানাদি অনিত্য। জীবের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পূর্বে জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অনুৎপন্নজ্ঞান জীবাত্মা অচেতন বলিয়া

স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতা সে হইতে পারে না। অনুৎপন্ন জ্ঞান জীবাত্মার রূপরসাদি বিষয়ক জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে ; ধর্মাধর্মবিষয়ক জ্ঞান তো দূরের কথা। যদি জীবাত্মাই স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত তাহা হইলে জীবাত্মা কখনও স্বীয় অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া নিজের দুঃখ উৎপাদন করিত না। যদি বলা যায়, জীবের ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতেই জগতের সৃষ্টি হয়—এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ ধর্মাধর্ম অচেতন। কোন অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

এইরূপে ন্যায়বার্তিককার অতি আড়ম্বরের সহিত অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার প্রদর্শিত এই অনুমানগুলি সমস্ত বৈশেষিকাচার্য ও ন্যায়াচার্য্যগণের উপজীব্য। ব্যোমশিবাচার্য, উদয়নাচার্য, প্রভৃতি বৈশেষিক আচার্যগণ ঈশ্বরে যে নানাবিধ অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন এবং ন্যায়াচার্য বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য প্রভৃতি ঈশ্বরসাধক বহুবিধ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্তেরই উপজীব্য এই বার্তিককারের গ্রন্থ। ন্যায়সূত্রে কেবলমাত্র "তৎকারিতত্বাৎ" বলা হইয়াছিল। ইহার অর্থ—ঈশ্বরকারিতত্বাৎ। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সূত্রকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। আর তাহাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্মো লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্"—এই উক্তির দ্বারা ঈষৎ বিকসিত হইয়াছে এবং বার্তিককারের প্রদর্শিত উক্তিসমূহ দ্বারা তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র, ব্যোমশিবাচার্য্য, উদয়নাচার্য প্রভৃতি ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ এই বার্তিকোক্তি অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব প্রতিভা অনুসারে ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রমাণ সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আচার্য উদয়ন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে, আত্মতত্ত্ববিবেকের অনুপলব্ধিবাদে, প্রশস্তপাদভাষ্যের সৃষ্টিসংহার-প্রক্রিয়ার বিবরণে ও ন্যায়সূত্রের ৪।১।২১ সূত্রের তাৎপর্যটীকার পরি-

শুদ্ধিতে অতি বিস্তৃতভাবে ঈশ্বরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়নাচার্যের মত ঈশ্বরানুমানের অতিবিস্তৃতি আর কোন আচার্যই প্রদর্শন করেন নাই। যদিও তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঈশ্বরানুমান চিন্তামণিতে ঈশ্বরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উদয়নবিরচিত কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকের প্রথম কারিকায় প্রদর্শিত প্রথম হেতুটির বিবৃতিমাত্র। আচার্য উদয়ন এই কারিকাতে "কার্য্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ"—বলিয়াছেন। এই কারিকাতে আচার্য যথাক্রমে (১) কার্য, (২) আয়োজন, (৩) ধৃতি, (৪) সংহার, (৫) পদ, (৬) প্রত্যয়, (৭) শ্রুতি, (৮) বাক্য ও (৯) সংখ্যাবিশেষ—এই নয়টি হেতু দ্বারা ঈশ্বরের অনুমিতিরূপ সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে। ষষ্ঠমন্ত্রে ঈশ্বরের সংহর্তৃত্ব ও জগৎস্রষ্টৃত্ব বলা হইয়াছে। দশমমন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তানুসারে জগৎস্রষ্টৃত্ব ও পরমাণুকারণবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত কারিকায় "আয়োজন" নামক দ্বিতীয় হেতুটিও প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্ম যাহা সমস্ত দার্শনিকগণ স্বীকার করেন তাহা বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে ঈশ্বরের বেদপ্রণেতৃত্ব, যাহা বৈশেষিকাচার্যগণ "বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে" এই কণাদসূত্রে ও "মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই অক্ষপাদসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং জীবাত্মাতে অধিষ্ঠিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠান ঈশ্বর—যাহা ন্যায়বৈশেষিকগণ স্বীকার করিয়াছেন—তাহাও বলা হইয়াছে। একাদশ মন্ত্রে ঈশ্বরকে সমস্ত ভুবনের ধারয়িতা বলায় কুসুমাঞ্জলি কারিকার তৃতীয় হেতু ধৃতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে "ব্রহ্মাধ্য-তিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্" এই বাক্য দ্বারা ধৃতিনামক হেতুটি সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ যে দৃষ্টি লইয়া ঈশ্বরে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তগুলিই আমাদের

উদ্ধৃত এই কয়টি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরপ্রতিপাদক সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত বৈদিক দার্শনিকগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সমস্তই বেদমন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন—"স দাধার পৃথিবীমুতেমাম্" (ঋক্ সং ৮।৭।৩) এবং "ইন্দ্রো দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্" (মৈঃ সং ৪।১৪।৭)।

ঈশ্বরের সুখসত্তা

মহামতি জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে প্রমাণ প্রকরণে ঈশ্বর নিরূপণ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ন্যায়সূত্র, ভাষ্য, বার্তিকাদি গ্রন্থ হইতে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি জয়ন্ত ভট্টও প্রায় তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার, বার্তিককার প্রভৃতি ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান এবং নিত্য ইচ্ছা স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের নিত্য সুখ বা আনন্দ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের নিত্য আনন্দও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন—"কিন্তু ত্রৈলোক্যনির্মাণনিপুণঃ পরমেশ্বরঃ। স দেবঃ পরমোজ্ঞাতা নিত্যানন্দঃ কৃপান্বিতঃ॥ (ন্যায়মঞ্জরী ১৭৫ পৃঃ প্রমাণ-প্রকরণ)। আবার তিনি বলিয়াছেন "অবাপ্তসর্ব্বানন্দস্য রাগাদি-রহিতাত্মনঃ।" (১৭৬ পৃঃ প্রমাণ-প্রকরণ)। জয়ন্ত ভট্টের এইসমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি ঈশ্বরের নিত্য আনন্দ স্বীকার করিতেন। জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের সিদ্ধির জন্য "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহু রুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥" (ন্যা, ম, ১৮৩ পৃঃ)—এই ঋক্ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ঋক্‌মন্ত্রটি আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রের মধ্যে দশম মন্ত্র। যদিও এই মন্ত্রটি নারায়ণ উপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে*

* এই কথা ন্যায়মঞ্জরীর সম্পাদক পণ্ডিত সূর্য্যনারায়ণ শুক্ল বলিয়াছেন। কিন্তু সম্পাদকের ঋক্‌মন্ত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞান না থাকায় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। ইহা যে ঋক্‌মন্ত্র তাহা স্থান নির্দেশ পূর্ব্বক প্রথমেই বলিয়াছি।

(নারায়ণ উপনিষৎ ৩য় খণ্ড) তথাপি এই মন্ত্রটি যে ঋক্ সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি। উপনিষদে যে সমস্ত মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু মন্ত্রই সংহিতায়ও আম্নাত হইয়াছে। উপনিষদে মন্ত্রটি দেখিয়াই অজ্ঞ লোকেরা মনে করেন যে ইহা সংহিতায় আম্নাত মন্ত্র নহে এবং মাত্র উপনিষদেই আম্নাত হইয়াছে বলিয়া সেই বাক্যটিকে মন্ত্র বলিতেও ভীত হন। এই ভয় যে অত্যন্ত অমূলক তাহা আমরা এই প্রবন্ধের উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি।

জয়ন্ত ভট্টের মতের আলোচনা

জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে বলিয়াছেন—ঈশ্বর আত্মজাতীয় বলিয়া জীবাত্মার যে নয়টি বিশেষ গুণ আছে ঈশ্বরেরও প্রায় তাহাই আছে। জীবাত্মার বিশেষ গুণ নয়টি—১। জ্ঞান, ২। ইচ্ছা, ৩। কৃতি বা প্রযত্ন, ৪। দ্বেষ, ৫। ধর্ম্ম, ৬। অধর্ম্ম, ৭। সুখ, ৮। দুঃখ ও ৯। ভাবনাখ্যসংস্কার। জীবাত্মার এই নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে ঈশ্বরের পাঁচটি বিশেষ গুণ আছে। যেমন—১। জ্ঞান, ২। সুখ, ৩। ইচ্ছা, ৪। প্রযত্ন বা কৃতি ও ৫। ধর্ম্ম। জীবাত্মার নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে চারিটি বিশেষ গুণ ঈশ্বরের নাই। যেমন—১। দুঃখ, ২। দ্বেষ, ৩। অধর্ম্ম ও ৪। ভাবনাখ্য সংস্কার। এই চারিটি বিশেষ গুণ কেবল জীবাত্মারই আছে। ঈশ্বর আত্মজাতীয় হইলেও ঈশ্বরের এই চারিটি বিশেষ গুণ নাই। ঈশ্বরের এই পাঁচটি বিশেষগুণ ভিন্ন পাঁচটি সামান্যগুণও আছে যেমন—১। সঙ্খ্যা, ২। পরিমাণ, ৩। পৃথক্ত্ব, ৪। সংযোগ ও ৫। বিভাগ। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টের মতে ঈশ্বরের দশটি গুণ আছে। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক আচার্য্যগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরে দশটি গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের সুখ ও ধর্ম এই দুইটি বিশেষ গুণ অঙ্গীকার করেন

নাই। এজন্য তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের বিশেষগুণ তিনটি ও সামান্য গুণ পাঁচটি আছে বলিয়া ঈশ্বরের আটটি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে।

বার্তিককার উদ্‌দ্যোতকর ঈশ্বরের প্রথমতঃ ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়াছিলেন; মাত্র জ্ঞানই ঈশ্বরের একটি বিশেষ গুণ আছে; পরে আবার ইচ্ছাও ঈশ্বরের আছে স্বীকার করায় তাঁহার মতে ঈশ্বরে দুইটি বিশেষগুণ ও পাঁচটি সামান্য গুণ এই সাতটি গুণ [ঈশ্বরে] স্বীকার করা হইয়াছে।

ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধরাচার্য এই বার্তিককারীয় প্রথম মতটির উল্লেখ করিয়াছেন—"অন্যে তু বুদ্ধিরেবতস্যাব্যাহতা ক্রিয়াশক্তিরিত্যেবংবদন্ত ইচ্ছা-প্রযত্নাবপ্যনঙ্গীকুর্বাণাঃ ষড়্‌গুণাধিকরণোঽয়মিত্যাহুঃ" (ন্যায়কন্দলী ৫৭ পৃঃ বিজয়নগর সং)। ইহার অভিপ্রায় অন্যেরা অর্থাৎ বার্তিককার প্রভৃতি ঈশ্বরের বুদ্ধিই তাঁহার অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি এইরূপ মনে করিয়া ইচ্ছা ও প্রযত্ন ঈশ্বরের স্বীকার না করিয়া ঈশ্বর ষড়্‌গুণ এইরূপ বলেন। কন্দলীকার এই উদ্ধৃত বার্তিক মতে কোনও দোষ প্রদর্শন করেন নাই। ততঃপর কন্দলীতে ঈশ্বর বদ্ধ কি মুক্ত এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বার্তিকমতেই ঈশ্বর বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন এইরূপ বলিয়া পরে পাতঞ্জল মতে ঈশ্বর নিত্য মুক্ত এইরূপ বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার প্রযত্নরূপ বিশেষগুণও ঈশ্বরের আছে বলিয়াছেন এবং বার্তিককারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকায় যাহা বলা হইয়াছে আচার্য্য উদয়নও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরের ধর্মরূপ বিশেষগুণ ঈশ্বরের আছে বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি এবং বার্তিককার উদ্‌দ্যোতকর তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু বার্তিককারের পরবর্তী জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন ও ঈশ্বরের সুখও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তির অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিয়াছেন "আত্মবিশেষএব ঈশ্বরো ন দ্রব্যান্তরন্" (ন্যায়মঞ্জরী ১৮৫ পৃঃ)। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন "ন চ আত্মকল্পাদন্যঃ

কল্পঃ সম্ভবতি” (ন্যায়ভাষ্য ৯৪৪ পৃঃ)। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের মতানুসারে ঈশ্বরকে আত্মবিশেষ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ধর্মজ্ঞান-সমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টম্ আত্মান্তরম্ ঈশ্বরঃ” (ন্যায়ভাষ্য ৯৪৩ পৃঃ)। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তির অনুবর্ত্তন করিয়াও ভাষ্যবিরুদ্ধ ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরদেশীয় নৈয়ায়িক। কাশ্মীরে একটি স্বতন্ত্র ন্যায়প্রস্থান বিদ্যমান ছিল। এই প্রস্থান বাৎস্যায়নীয় প্রস্থান হইতে ভিন্ন। ভাষ্যকার, বার্তিককার প্রভৃতি ন্যায়দর্শনের যে প্রস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রাচীন কাশ্মীরীয় নৈয়ায়িকগণ তাহা হইতে ভিন্ন প্রস্থানের সমর্থন করিতেন। কাশ্মীর-দেশীয় নৈয়ায়িক ভাসর্বজ্ঞ প্রণীত ন্যায়সার গ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই ন্যায়সারের ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ নামক একখানি টীকা অতি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এই টীকার উল্লেখ উদয়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বহুস্থলে করিয়াছেন। যেমন কিরণাবলীগ্রন্থে—“যৎপুনরাহ ভূষণঃ লক্ষণং চিহ্নং লিঙ্গমিতিপর্য্যায় ইতি কিরণাবলী ৪৩ পৃঃ)। আবার বলিয়াছেন “তস্মাৎ বরংভূষণঃ কর্মাঽপি গুণঃ তল্লক্ষণযোগাৎ ইতি” (কিরণাবলী ১৬০ পৃঃ)। এইরূপ বহু গ্রন্থে ন্যায়ভূষণের বা ভূষণের উল্লেখ দেখা যায়। নব্য নৈয়ায়িকগণও নানাস্থালে ভূষণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই ন্যায়সারগ্রন্থে শিবকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে এবং এই শিবই শৈবসিদ্ধান্তে ব্রহ্মপদাভিধেয়। ন্যায়সারে বলা হইয়াছে “আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষেভিলক্ষ্যতে” (ন্যায়সার আগম পরিচ্ছেদ ৪০ পৃঃ সতীশ বিদ্যাভূষণ মুদ্রিত)। আবার এই পৃষ্ঠাতেই “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃহঃ উঃ ৩।৯।২৮) এই শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাসর্বজ্ঞ পরম শৈব ছিলেন। তিনি মোক্ষ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন শিবসাক্ষাৎকার হইতেই জীবের মোক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বা শিবের আনন্দ আছে বলিয়াই ভাসর্বজ্ঞের মতে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখাভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই নিত্যসুখাভিব্যক্তি পক্ষের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। (ন্যা° সূঃ ১।১।২২)। ইহাতে

বুঝিতে পারা যায় ভাসর্বজ্ঞ যে সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিলেন সেই সিদ্ধান্তই ন্যায়ভাষ্যকার কর্তৃক সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রচলিত ছিল।

জয়ন্তভট্ট যদিও সাক্ষাৎভাবে ভাষ্যকারীয় সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন ভাসর্বজ্ঞের মতের সমর্থন করেন নাই তথাপি কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপবর্গ নিরূপণপ্রসঙ্গে যদিও জয়ন্তভট্ট নিত্যসুখাভিব্যক্তির সমর্থন করেন নাই, ভাষ্যকারীয় প্রস্থানানুসারেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ বলিয়াছেন, তথাপি ন্যায়মতসিদ্ধ অপবর্গ উপাদেয় না হইয়া শোচনীয়ই বটে ইহাই বলিয়াছেন—"অত্যন্তোচ্ছেদপক্ষস্তু নৈয়ায়িকমতাদপি। শোচ্যো যত্রাশ্মকল্পোঽপি ন কশ্চিদবশিষ্যতে"॥ (ন্যায়মঞ্জরী ২য় খণ্ড প্রমেয়-পরীক্ষা, অপবর্গ নিরূপণ ৮১ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানসন্ততির উচ্ছেদকেই অপবর্গ বলিয়াছেন। এই বৌদ্ধ মত ন্যায়মত হইতেও শোচনীয়। ন্যায়মতে যদিও মোক্ষদশাতে আত্মা পাষাণপ্রায়—অচেতন অবস্থায় থাকে—কিন্তু বিজ্ঞানসন্ততির উচ্ছেদ স্বীকার করিলে আর আত্মার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য বৌদ্ধমতে অপবর্গ ন্যায়মত হইতেও শোচনীয়। জয়ন্তভট্টের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ন্যায়সিদ্ধান্ত সম্মত অপবর্গ অন্ততঃ জয়ন্তভট্টের মনে ভাল লাগে নাই। বৌদ্ধসম্মত অপবর্গ ন্যায়মতের অপবর্গ হইতেও অধিকতর শোচ্য বলায় ন্যায়মতসিদ্ধ অপবর্গও যে শোচ্য ইহাও তিনি সূচিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় কাশ্মীরীয় ন্যায়প্রস্থানে যে মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি ভাসর্বজ্ঞ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছিলেন জয়ন্তভট্ট তাহাই সমীচীন মনে করিতেন। এজন্যই জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করার অন্য কোনও প্রয়োজন নাই।

পাশুপত সিদ্ধান্তের আলোচনা

উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহে ঈশ্বরকে জগৎকর্তা সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রার্থের উপপাদনের জন্য ন্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বরকে ঘটাদি-কার্য্যের কর্তা কুম্ভকারাদির মত কেবল নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। কুম্ভকার যেমন ঘটকার্য্যের কেবল নিমিত্তকারণ কিন্তু উপাদান কারণ নহে, এইরূপ ঈশ্বরও পৃথিব্যাদিকার্য্যের কেবল নিমিত্তকারণ কিন্তু উপাদান কারণ নহেন। যে কার্য্যের যাহা নিমিত্তকারণ তাহা সেই কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারে না। একটি কার্য্যের উপাদানত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব একধর্মীতে বিরুদ্ধ। এজন্য ঈশ্বর কুম্ভকারাদিরমত পৃথিব্যাদিকার্য্যের নিমিত্তকারণই বটে কিন্তু উপাদানকারণ নহে।

ন্যায়বৈশেষিকমতে যেমন ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্বই বলা হইয়াছে, পাশুপত সিদ্ধান্তেও তাহাই বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর নিরূপণ বিষয়ে পাশুপত সিদ্ধান্তের সহিত ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সাম্য আছে। পাশুপত সিদ্ধান্তেও ঈশ্বর অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ বলা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা শিবার্কমণিদীপিকাতে অপ্যয় দীক্ষিত বলিয়াছেন যে, "ইহ অধিকরণে পরমেশ্বরস্য অনুমানাৎ সিদ্ধিঃ। তস্য অনুমানতঃ সিদ্ধং নিমিত্তত্বমেব কেবলং নোপাদানত্বমপীতিমতং নিরাক্রিয়তে। (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫)। অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—পাশুপত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ বলা হয় এবং ঈশ্বরের অনুমানসিদ্ধ নিমিত্তকারণত্বই আছে কিন্তু উপাদানকারণত্ব নাই। সেই পাশুপতসিদ্ধান্তের নিরাস এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীকরভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে, ভূতপতি শিবের জগদুভয়কারণত্ব প্রতিপাদক শুদ্ধ সাত্ত্বিক শৈবমতই প্রধান ? অথবা শৈবমতাভাস ? অথবা মিশ্ররৌদ্র-পাশুপত, পাশুপতগাণপত্য, সৌর, শাক্ত, কাপালিক, বৈষ্ণবাদি মতই প্রধান ? এইরূপ সংশয়ের নিরাসপূর্বক শুদ্ধসাত্ত্বিক শৈবমতই প্রধান ; এজন্য ভূতপতি শিব জগতের উভয়বিধ কারণ—ইহাই

এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে। (শ্রীকরভাষ্য, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭, ২৩২ পৃঃ)।

শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "পত্যুঃ পরমেশ্বরস্য শ্রুতিসিদ্ধজগদুভয়কারণস্যাপি তদাগমনিষ্ঠাঃ তন্মতাভিপ্রায়ানভিজ্ঞা একদেশিনস্তান্ত্রিকাঃ কেবলনিমিত্তত্বং বদন্তি, তদ্‌যুক্তং নবেতি সন্দেহঃ।" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫)। পশুপতি পরমেশ্বরের জগদুভয়কারণত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও শৈবাগমনিষ্ঠ একদেশী আচার্যগণ শৈবাগমের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পরমেশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্বই শৈবাগমপ্রতিপাদ্য মনে করেন। তাঁহাদের সেই মত যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই সন্দেহ। এই সন্দেহের নিরাসপূর্বক পরমেশ্বরের উভয়কারণত্ব সমর্থন এই অধিকরণে করা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের মত পাশুপত সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের অনুমানসিদ্ধত্ব ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের মাত্র নিমিত্তকারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে পাশুপত মতের সহিত ন্যায়বৈশেষিক মতের সাম্য আছে।

যদিও বিশুদ্ধ পাশুমত মতে ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ এবং ঈশ্বর জগতের উভয়বিধ কারণ ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি শৈবাগমের রহস্যানভিজ্ঞ আচার্যগণ পূর্বোক্তরূপই বলিয়াছেন। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭) সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়ছে যে, "মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে··· পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি।······বৈশেষিকাদয়োঽপি স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমীশ্বর ইতি।"

এই সূত্রের "ভামতী" নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে—"মাহেশ্বরাশ্চত্বারঃ। শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাপালিকাশ্চ।" শাঙ্করভাষ্যে ও ভামতীতে বিশুদ্ধ বৈদিক পাশুপতসিদ্ধান্ত ও অবৈদিক পাশুপত সিদ্ধান্ত এইরূপ ভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই। সাধারণভাবে মাহেশ্বর-সিদ্ধান্তে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ এইরূপই বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ও তাহার টীকা শিবার্কমণিদীপিকাতে এবং শ্রীকরভাষ্যে বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে পাশুপতসিদ্ধান্ত সংক্ষেপতঃ দ্বিবিধ বলা হইয়াছে।

এই পত্যধিকরণে "ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ" এই অবৈদিক পাশুপত-মতের আপাততঃ খণ্ডন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত শাঙ্করভাষ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়—বৈশেষিকাদিমতের সহিত পাশুপতমতের সাম্য আছে। ইহারা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণই বলিয়াছেন।

ন্যায়বৈশেষিকগণের পাশুপতত্বপ্রসিদ্ধি—প্রাচীন প্রসিদ্ধি। এইরূপ দেখা যায় যে, পাশুপতসিদ্ধান্তানুযায়ী আচার্যগণ ন্যায়বৈশেষিক সূত্রভাষ্যাদির ব্যাখ্যাতে পাশুপতসিদ্ধান্তের অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকার প্রাচীন টীকা যুক্তিদীপিকাতে ষোড়শ কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "এবং কাণাদানামপি ঈশ্বরোহস্তীতি পাশুপতোপজ্ঞমেতৎ।" (৮৮ পৃঃ, মেট্রোঃ সং)। ইহার অভিপ্রায়—পাশুপত সিদ্ধান্ত হইতেই বৈশেষিকমতে ঈশ্বর গৃহীত হইয়াছে।

একাদশ শতকে রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে অহঙ্কারের উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, "এতে শৈবপাশুপতাদয়ো ত্বরভ্যস্তাক্ষপাদমতাঃ।" ইহার অভিপ্রায়, মহর্ষি অক্ষপাদের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া শৈবপাশুপতগণ অযথার্থভাবে অক্ষপাদ-মতের অভ্যাস করিতেছে।[১]

হরিভদ্রসূরি বিরচিত ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাতে গুণরত্ন সূরি বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তত্বাৎ শৈবা ইত্যুচ্যন্তে। বৈশেষিকাস্তু পাশুপতা ইতি।" গুণরত্ন আবার বলিয়াছেন যে, "তেন নৈয়ায়িকশাসনং শৈবমাখ্যায়তে, বৈশেষিকদর্শনঞ্চ পাশুপতমিতি। (৫১ পৃঃ সোসাইটি মুদ্রিত)। ন্যায়বার্তিক গ্রন্থের অবসানে পুষ্পিকাতেও দেখা যায় যে, "ইতি পরমর্ষিভারদ্বাজ-পাশুপতাচার্য-শ্রীমদুদ্দ্যোতকরাচার্যকৃতৌ ন্যায়বার্তিকে।" এই পুষ্পিকা হইতেও জানা যায় যে, ন্যায়বার্তিককার পাশুপতাচার্য ছিলেন।

---

১ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অহঙ্কার দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়দেশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র যে শিবভক্ত ছিলেন তাহা তাৎপর্য-টীকার মঙ্গলশ্লোক হইতেই জানিতে পারা যায়—"বিশ্বব্যাপী বিশ্বশক্তিঃ পিনাকী বিশ্বেশানো বিশ্বকৃদ্ বিশ্বমূর্তিঃ ॥ (তাৎপর্যটীকা-মঙ্গলশ্লোক)। ন্যায়াচার্য উদয়নও ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে প্রারম্ভ শ্লোক হইতেই স্বীয় শিবভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষে "বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতিনমন্" এবং চতুর্থ স্তবকের শেষে "তস্মে প্রমাণং শিবঃ" বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদভাষ্যের মঙ্গলশ্লোকে—"প্রণম্য হেতুমীশ্বরন্" বলায় প্রশস্তপাদেরও শিবভক্তি সূচিত হইয়াছে। "ঈশ্বর" শব্দ শিবেরই বাচক। অমরকোষে "ঈশ্বরঃ শর্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্র-শেখরঃ" বলা হইয়াছে। প্রশস্তপাদভাষ্যের প্রাচীন টীকা ব্যোমবতীর প্রণেতা ব্যোমশিবাচার্য যে শৈব ছিলেন তাহা তাঁহার নামের দ্বারাই জানিতে পারা যায়। এইরূপ বৈশেষিকাচার্য শিবাদিত্য মিশ্রও শৈব ছিলেন।

পাশুপতমতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ অথবা উভয়বিধ কারণ? আমরা শ্রীকণ্ঠভাষ্যে দেখিতে পাই যে, পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫) এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—পশুপতি পরমেশ্বরের জগতের উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই দ্বিবিধ কারণত্বই শ্রুতিসিদ্ধ ও শৈবাগমসিদ্ধ। পরমেশ্বরের এই দ্বিবিধকারণত্ব শ্রুতি এবং শৈবাগমসিদ্ধ হইলেও কতকগুলি শৈবাগমনিষ্ঠ একদেশী তান্ত্রিক শৈবাগমের অভিপ্রায় যথার্থভাবে বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্তকারণ এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাদের এই মত যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই সন্দেহ। এই সন্দেহে পূর্বপক্ষ এই যে, যেমন ঘটাদিকার্যের অনুপাদানভূত কুম্ভকারাদি ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদিকে ব্যাপারিত করিয়া ঘটকার্যের কর্তা হইয়া থাকে, ঘটাদিকার্যে কুম্ভকারাদির মত জগৎকার্যে ঈশ্বরও কেবল নিমিত্তকারণ কিন্তু উপাদানকারণ নহেন। এইজন্য জগৎকর্তা ঈশ্বর নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন—ইহাই পূর্বপক্ষ। এতদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের কেবল

নিমিত্তকারণত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত। যেহেতু তাহাদের মত শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অসমঞ্জস। ভাষ্যকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—শৈবাগমের তাৎপর্য না বুঝিয়া ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ এইরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে, শৈবাগম-বিরুদ্ধও বটে। শ্রুতিতে ও শৈবাগমে ঈশ্বরকে উপাদান কারণ ও নিমিত্তকারণ এই উভয়বিধ কারণ বলা হইয়াছে। এই ভাষ্যের টীকাতে অপ্যয়দীক্ষিত পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের অনুমানপ্রমাণসিদ্ধত্ব ও কেবলনিমিত্তকারণত্ব মাত্র বৈশেষিকাদিশাস্ত্রেই বলা হয় নাই ; কিন্তু সকলবেদরহস্যনিধান শৈবাগমসমূহেও বলা হইয়াছে। যাহা বৈশেষিকাদিমতসিদ্ধ এবং সকলবেদরহস্যভূত শৈবাগমপ্রসিদ্ধ তাহার প্রত্যাখ্যান কিভাবে সম্ভাবিত হইবে ?

এই পূর্বপক্ষের সমাধান প্রসঙ্গে শিবার্কমণিদীপিকাতে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—শৈবাগমসমূহের এরূপ তাৎপর্য নহে যে, ঈশ্বর বেদ-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র অনুমানসিদ্ধ এবং ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ। আগম-বাদিগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধির কারণ এই যে, যাহারা সরলবুদ্ধি, বাক্যের আপাতপ্রতীতার্থমাত্রগ্রাহী, আগমের তাৎপর্যানভিজ্ঞ অথচ শৈবাগমের ব্যাখ্যাতা তাহারাই এই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অন্যেরাও মনে করিয়াছে যে, শৈবাগমসমূহের প্রদর্শিত অর্থেই তাৎপর্য। শৈবাগমের অতাৎপর্য-বিষয়ীভূত অর্থে তাৎপর্যভ্রান্তিনিরাকরণের জন্য এই পত্যধিকরণ প্রবৃত্ত হইয়াছে। (শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ১০৬ পৃঃ)।

আবার অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—এই পত্যধিকরণদ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ববাদ শৈবাগমমূলক নহে ; কিন্তু শৈবাগমের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতৃপরম্পরামূলক (শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য, ১০৯ পৃঃ)। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের উপাদানত্বনিরাকরণ-শৈবাগমেই তো উপলব্ধ আছে। শৈবাগমেই যদি ঈশ্বরের উপাদান-কারণত্ব নিষেধ করা হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ব-

বাদ ব্যাখ্যাতৃগণের অপরাধপ্রযুক্ত হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদে কি ঈশ্বরের নির্বিকারত্ব বলা হয় নাই? বেদে ঈশ্বরের নির্বিকারত্ব যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমর্থনের জন্যই শৈবাগমে ঈশ্বরের উপাদানত্ব নিরাকরণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরের যাদৃশ উপাদানত্ব স্বীকার করিলে বিকারিত্বাপত্তি হয় তাদৃশ উপাদানত্বেরই নিরাকরণ শৈবাগমে করা হইয়াছে। ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ নির্বিকারত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বরের জগদুপাদানত্ব নিষেধ করা হইয়াছে। ঈশ্বর জগতের উপাদান হইলে জগৎ ঈশ্বরের পরিণামরূপ হইবে এবং ঈশ্বরও জগদ্রূপে পরিণামীই হইবেন। যেহেতু "পরিণামো হি বস্তূনাং পূর্বাবস্থাপরিচ্যুতিঃ। অবস্থান্তরসম্প্রাপ্তিঃ ক্ষীরস্য দধিভাববৎ ॥" ক্ষীরের দধিভাবের ন্যায় ঈশ্বরের জগদ্‌ভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ নির্বিকারত্বের হানি ঘটিবে। এজন্য শৈবসিদ্ধান্তে জীবচিচ্ছক্তির ন্যায় শিবচিচ্ছক্তিরও পরিণাম স্বীকার করা হয়। কিন্তু শিবচিচ্ছক্তির পরিণামে শিবের পরিণামিত্বের আপত্তি হয় না।

বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে শৈবাগমের দ্বৈবিধ্য বলা হইয়াছে। এই দ্বৈবিধ্য প্রদর্শনের জন্য অপ্যয়দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকাতে কূর্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—নির্মিতং হি ময়া পূর্বং ব্রতং পাশুপতং শুভম্। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং সূক্ষ্মং বেদসারং বিমুক্তয়ে ॥ এষ পাশুপতো যোগঃ সেবনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ। ভস্মচ্ছন্নৈর্হি সততং নিষ্কামৈরিতি হি শ্রুতিঃ ॥" এই সমস্ত কূর্মপুরাণীয় বাক্যদ্বারা প্রমাণভূত বৈদিক পাশুপত মত বলা হইয়াছে। অনন্তর কূর্মপুরাণে—"বামং পাশুপতং সোমং লাগুড়ঞ্চৈব ভৈরবম্। ন সেব্যমেতৎ কথিতং বেদ-বাহ্যং তথেতরৎ ॥" (১১২ পৃঃ, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৮)। কূর্মপুরাণে এই সমস্ত বচন দ্বারা অবৈদিক পাশুপত শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। শিবার্কমণি-দীপিকায় উদ্ধৃত এই সমস্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিলে বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে শৈবাগম দ্বিবিধ বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মসূত্রে যে পাশুপতমতের খণ্ডন করা হইয়াছে তাহা অবৈদিক পাশুপতমতেরই

খণ্ডন করা হইয়াছে। বৈদিক পাশুপত মত বেদান্ত সিদ্ধান্তের অবিরোধী। এই কথা শ্রীকণ্ঠভাষ্য প্রভৃতি শৈবগ্রন্থে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আপাতদৃষ্টিতে শৈবসিদ্ধান্ত ও বৈশেষিক সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের কারণতাবিষয়ে এক হইলেও সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বৈদিক শৈবসিদ্ধান্ত বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত এক নহে। অবৈদিক শৈব-সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের শ্রৌত নির্বিকারত্বসমর্থন করিবার জন্যই ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্তেও পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয় বলিয়া সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয়ত্বরূপ শরীরত্ব পরমাণুসমূহেও আছে একথা উদয়নাচার্য প্রভৃতিও বলিয়াছেন। ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহই দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে স্থূলের আরম্ভক হইয়া থাকে এরূপ বলা হইয়াছে। শৈবমতে ঈশ্বরশক্তি জগদ্রূপে পরিণত হয়, অথবা বৈশেষিকমতে ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূলের আরম্ভক হয় এরূপ বলায় উভয়-মতের বিশেষ পার্থক্য থাকে না। আরম্ভবাদ স্বীকার করায় ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহের নানাত্ব এবং পরিণামবাদ স্বীকার করায় বৈদিক শৈব-সিদ্ধান্তে ঈশ্বরশক্তির একত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরম্ভবাদে আরম্ভকের নানাত্ব ও পরিণামবাদে উপাদানের একত্ব ইহাই বৈলক্ষণ্য। ফলতঃ উভয় সিদ্ধান্তই বেদমন্ত্রপ্রদর্শিত ঈশ্বরতত্ত্বের উপপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কথা আমার 'দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে (অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা)।

ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৬ সূত্রের শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকাতে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—"অনুপ্রবিশ্য নিয়ম্যত্বং, সাক্ষাৎপ্রযত্নাধিষ্ঠেয়ত্বং বা শরীরত্বম্……তচ্চ পরমেশ্বরং প্রতি মায়াদীনাং সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্।" ইহার অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বর যে বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার শরীর। অথবা যে বস্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয় হয় তাহাই তাঁহার শরীর। শরীরের এই দ্বিতীয় লক্ষণটি উদয়নাচার্য্যও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(কুসুমাঞ্জলি—৫ম স্তবক ৭৫ পৃঃ সোসাইটি সং)। আর তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পরে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন "তচ্চ (শরীর-লক্ষণঞ্চ) পরমেশ্বরঃ প্রতি মায়াদীনাং সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্"। ইহার অভিপ্রায় জগতের উপাদানরূপে মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি যাহা ঈশ্বরপ্রযত্নের সাক্ষাদধিষ্ঠেয় হইবে তাহাই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিয়ম্য বস্তু ঈশ্বরের শরীর হওয়ায় সেই নিয়ম্য বস্তু দ্বারাই ঈশ্বর শরীরবান্ হইবেন। জীব যেমন স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরও সেইরূপ সাক্ষাৎ স্বনিয়ম্য বস্তুর অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবেন না। এজন্য ঈশ্বরের করচরণাদিযুক্ত শরীরান্তর কল্পনার আবশ্যকতা নাই—"তথা চ যন্নিয়ম্যং তেনৈব নিয়ম্যেন শরীরবান্ পরমেশ্বরঃ। তস্য অধিষ্ঠাতৃত্বমুপপদ্যতে ইতি ন তস্য করচরণাদিমচ্ছ-শরীরান্তরসিদ্ধিঃ প্রসজ্যতে।" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৬, শিবার্কমণিদীপিকা)। এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের দ্বারাই যিনি শরীরবান্ তিনিই নিয়ম্য বস্তুর অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবেন। এরূপ নিয়ম স্বীকার করিলে জীবাত্মা নিজেও স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবে না। জীব স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা। জীবের শরীর জীবাত্মার দ্বারা নিয়ম্য হইয়া থাকে। জীবের নিয়ম্য শরীর ভিন্ন অন্য শরীর নাই। যদি নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের দ্বারা শরীরবান্ হইয়াই নিয়ম্যের অধিষ্ঠাতা হইতে হইত তবে জীবও স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত না। এই কথা অপ্যয়দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকাতে বলিয়াছেন।

ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"স্বশরীরপ্রেরণে চ দৃষ্টম্ অশরীরস্যাপ্যাত্মনঃ কর্তৃত্বম্।" (ন্যায়মঞ্জরী, প্রমাণপ্রকরণ ১৮৫ পৃঃ)। অপ্যয়দীক্ষিত যাহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন জয়ন্তভট্ট তাহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। ঈশ্বর অশরীর হইয়াও নিয়ম্যবস্তুর দ্বারাই সশরীর, ইহাই উভয়ের প্রতিপাদ্য। ভূতবশী ও প্রকৃতিবশী যোগিগণের ভূতবর্গ ও প্রকৃতিবর্গ যেমন ইচ্ছানুবিধায়ী হইয়া থাকে এইরূপ জগতের উপাদানও অপ্রতিহতেচ্ছ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবিধায়ী হইয়া থাকে। আর

তাহাতেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায়—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ঈশ্বরের প্রযত্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শরীর স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। সেজন্য উদয়ন, অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রকারান্তরে ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিয়াছেন।

অপ্যয়দীক্ষিত পাশুপত অধিকরণের শেষভাগে বলিয়াছেন যে, বায়ুসংহিতাতে শ্রৌত ও অশ্রৌত ভেদে শিবাগম দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। যাহা শ্রুতির অনুসারী শিবাগম তাহা শ্রৌত, আর যাহা শ্রুতির অনুসারী নহে তাহা স্বতন্ত্র বা অশ্রৌত। এই স্বতন্ত্র অশ্রৌত আগমের নির্দেশ করিতে যাইয়া বায়ুসংহিতাতে বলা হইয়াছে—কামিকাদি বাতুলান্ত ২৮ খানি শৈবাগম অশ্রৌত স্বতন্ত্র আগম—স্বতন্ত্রো দশধা পূর্বং তথাষ্টাদশধা পুনঃ। কামিকাদিপ্রভেদেন বহুধা স ব্যবস্থিতঃ॥ শ্রুতিসারময়োঽন্যস্তু শতকোটিপ্রবিস্তরঃ। পরং পাশুপতং যত্র ব্রতং জ্ঞানঞ্চ কথ্যতে॥ (শিবার্কমণিদীপিকায় বায়ুসংহিতার বচন, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৮)। আমরা এস্থলে কামিকাদি বাতুলান্ত অষ্টাবিংশতি স্বতন্ত্র শৈবাগমের নাম নির্দেশ করিতেছি। (১) কামিক, (২) যোগজ, (৩) চিন্ত্য, (৪) কারণ, (৫) অজিত, (৬) দীপ্ত (দীপ), (৭) সূক্ষ্ম, (৮) সহস্র, (৯) অংশুমান্, (১০) সুপ্রভেদক, (১১) বিজয়, (১২) বিশ্বাস, (নিঃশ্বাস), (১৩) স্বায়ম্ভুব, (১৪) অনিল (অনল), (১৫) বীর, (১৬) কারণ (রৌরব, শরব), (১৭) মকুট, (১৮) বিমল, (১৯) চন্দ্রজ্ঞান, (২০) বিম্ব, (২১) প্রোদ্গীত, (২২) ললিত, (২৩) সিদ্ধ, (২৪) সন্তান, (২৫) (শ) সর্বোক্ত, (২৬) পারমেশ্বর, (২৭) কিরণ, (২৮) বাতুল।* এই ২৮ খানি আগম সিদ্ধান্ততন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সর্বজ্ঞানোত্তরাদি

---

* বৃহৎসংহিতাতে যে বিস্তৃতভাবে স্থাপত্যবিদ্যা, মন্দিরনির্মাণাদি বলা হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই শ্রীমৎকিরণাগম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন।

শৈবাগম, শ্রৌত শৈবাগম। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকরভাষ্যে ২।২।৩৭ সূত্রে ভাষ্যকার শ্রীপতি পণ্ডিতাচার্য বলিয়াছেন যে, "সর্ববেদধর্মানুকূলঃ কামিকাদ্যষ্টাবিংশ আগমঃ সিদ্ধসিদ্ধান্তাভিধানঃ বীরশৈবম্ এবং মুমুক্ষুভিরুপাদেয়ম্" (শ্রীকরভাষ্য, ২৩৩ পৃঃ)। অপ্যয়দীক্ষিত পরে বলিয়াছেন, কামিকাদি ২৮খানি আগমকে বায়ু-সংহিতাতে অবৈদিক আগম বলিলেও তাহারা সর্বথা অবৈদিক আগম নহে। কারণ বরাহপুরাণে নিঃশ্বাস সংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, "এতস্মাদ্বেদমার্গাদ্ধি যদন্যদিহ জায়তে। তচ্ছূদ্রকর্মবিজ্ঞেয়ং রৌদ্রং শৌচবিবর্জিতম্ ॥" নিঃশ্বাস সংহিতার এই বচনানুসারে কামিকাদি সিদ্ধান্ততন্ত্র অশ্রৌত হইতে পারে না। কিন্তু যে সমস্ত শৈবাগম বামাচারযুক্ত, শৌচবিবর্জিত যেমন লাগুড়, পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ প্রভৃতি শৈবাগমই অশ্রৌত বা অবৈদিক। এই সমস্ত অবৈদিক লাগুড়, পাশুপতাদি শৈবাগমেরও সর্বথা অপ্রামাণ্য নহে। অধিকারিভেদে ইহাদেরও প্রামাণ্য আছে। বেদবাহ্য অধিকারিগণের রক্ষণের জন্যই এই সমস্ত আগম প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যে সমস্ত শৈবাগমবাদিগণ মনে করেন শৈবাগমের সহিত বেদের কোন সম্বন্ধ নাই, বেদ নিরপেক্ষভাবেই শৈবাগম স্বতঃপ্রমাণ তাঁহারাও শিবার্কমণিদীপিকাতে উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রৌত ও অশ্রৌত ভেদে শৈবাগম দ্বিবিধ। অশ্রৌত শৈবাগম বেদবাহ্যগণের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদাধিকারিগণ কখনও অশ্রৌত শৈবাগমানুসারে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু শ্রৌত শৈবাগমানুসারেই প্রবৃত্ত হইবেন। শিবদর্শনস্থাপনধুরন্ধর অপ্যয়দীক্ষিতের অভিপ্রায় এই যে, বেদের সিদ্ধান্তানুসারেই বৈদিক শৈবাগম প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধৃত বেদমন্ত্রসমূহে যাদৃশ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে শ্রৌত শৈবাগমসমূহ তাহারই উপপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। বেদমন্ত্রে ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইলেও পরমোপাস্য ঈশ্বরের উপাসনার প্রকার বেদমন্ত্রে বিস্তৃতভাবে কথিত হয় নাই।

কিন্তু শ্রৌত শৈবাগমে এই উপসানার প্রকার অতি বিস্তৃতভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

পাশুপত দর্শনের আলোচনা সমাপ্ত

ভাগবতমতালোচন

আমরা এই প্রবন্ধে নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে মাত্র পনর যোলটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদক মন্ত্রের অভিপ্রায় যুক্তির দ্বারা উপপাদনের জন্য ন্যায়, বৈশেষিক, ও পাশুপত আচার্য্যগণ যে সমস্ত যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত পাশুপতসিদ্ধান্তের যে অংশে সাম্য আছে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রৌত পাশুপত মতে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই বলা হইয়াছে—তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি।

বেদমন্ত্র হইতেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা ভট্টপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বৈলক্ষণ্যের কারণ এই যে যাঁহারা বেদের একদেশমাত্র অবলম্বন করিয়া সেই বেদৈকদেশপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনের জন্য উপপত্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা একরূপ। আর যাঁহারা সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্যতত্ত্বের উপপাদনের জন্য উপপত্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অন্যরূপ। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রৌত ও অশ্রৌত পাশুপত মতের আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রসমূহের মধ্যে ৬, ১২, ১৩ ও ১৪ মন্ত্রে ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন। ঈশ্বর নিমিত্তকারণও বটেন উপাদানকারণও বটেন। ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ হইলে যে দোষের আপত্তি হয় তাহার সমাধানের জন্য শ্রৌত পাশুপত সিদ্ধান্তে একপ্রকার উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিষ্ণুভাগবত মতে বেদমন্ত্র প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা উপপাদনের জন্য ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ—এই উভয়বিধ কারণতা প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে। ঈশ্বর সমস্ত জগতের স্রষ্টা ইহা যেমন বেদভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রের ৭ম ও ১১শ মন্ত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে এবং ৮ম মন্ত্রে একমাত্র ঈশ্বরই ইহার জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। জগতের স্রষ্টাই দুর্বিজ্ঞান। আবার যিনি জগতের স্রষ্টা তিনিই সর্বজগদাত্মক ; স্রষ্টা নিজেই সৃজ্যমান রূপেও ব্যবস্থিত, স্রষ্টাই সৃজ্যমান রূপেও ভাসমান এই তত্ত্ব জীবজগতের কল্পনারও অতীত ; দুর্বিজ্ঞান হইতেও দুর্বিজ্ঞান।

ঈশ্বর জগতের উপাদান—এই শ্রৌত সিদ্ধান্তের উপপাদনের সূত্রপাত ন্যায়াচার্য্য উদয়নের মতের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পাশুপত মতের আলোচনায় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাতা তাঁহারা উত্তর মীমাংসক নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত্যধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬ অধিকরণ) শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ও শ্রীকরভাষ্যে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে।

বৈদিক পাশুপত মতে যেমন ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ বলা হইয়াছে এইরূপ ভাগবত মতেও ঈশ্বর জগতের উভয়বিধ কারণ। অশ্রৌত পাশুপত মতে ঈশ্বর মাত্র নিমিত্ত কারণ—আর তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভাগবত মতে ভগবান্ নারায়ণই পরমব্রহ্ম। এই পরমব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিত—বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ। ভগবান্ বাসুদেবই নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ ও পরমার্থতত্ত্ব। তিনি পরিপূর্ণ যাড়্গুণ্যশালী। (১) জ্ঞান, (২) শক্তি, (৩) বল, (৪) ঐশ্বর্য্য, (৫) বীর্য্য ও (৬) তেজঃ এই ছয়টি তাঁহার গুণ। সমস্ত চেতনাচেতন প্রপঞ্চকে তিনি অহংভাবে জানেন। সমস্ত চেতনা-চেতন জগৎকেই ভগবান ইহা আমি এইরূপে জানেন। সমস্ত জগতের

অন্তঃপাতী প্রত্যেক বস্তুকে যিনি বিশেষভাবে জানেন তিনিই বাসুদেব। তাঁহার এতাদৃশ জ্ঞানই তাঁহার ছয়টি গুণের মধ্যে প্রথম গুণ—জ্ঞান। তিনি সমস্ত জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। বাসুদেবের এই প্রকৃতি ভাবই শক্তি। এই শক্তিই তাঁহার দ্বিতীয় গুণ। ভগবান্ যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রান্তি হয় না। এবং মানুষ তাহার দেহস্থিত তিল, কালকাদি চিহ্ন যেমন অপ্রযত্নে অনায়াসে ধারণ করে এইরূপ মানুষের তিল কালকাদি ধারণের মত তিনি সকল জগৎকে অপ্রযত্নে অনায়াসে ধারণ করেন। ইহাই তাঁহার বল নামক তৃতীয় গুণ। তাঁহার ইচ্ছার কখনও প্রতিঘাত হয় না। এজন্য অপ্রতিহতেচ্ছত্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নামক চতুর্থ গুণ। ভগবান্ জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইলেও তাহাতে তাঁহার কোনও বিকার হয় না। যেমন দুগ্ধ দধিভাবে পরিণত হইলে দুগ্ধের বিকার হয় ভগবানের এইরূপ বিকার হয় না। ইহাই ভগবানের বীর্য্য নামক পঞ্চম গুণ। ভগবান্ যে জগতের সৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহার কোন সহকারীর অপেক্ষা নাই। কোন সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং অন্যকে সর্বদাই অভিভূত করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে সহকারীর অনপেক্ষা ও পরাভিভব সামর্থ্যই তাঁহার তেজঃ নামক ষষ্ঠ গুণ। ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়াছেন। ভাগবত মতেও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপে, গুণের সংখ্যা সমান হইলেও গুণের সাম্য নাই। যাহা হউক্, ভগবানের এই ছয়টি গুণের মধ্যে জ্ঞান ও বল এই দুইটি গুণের উন্মেষপ্রযুক্ত তিনি সঙ্কর্ষণব্যূহরূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহার বীর্য ও ঐশ্বর্য এই দুইটি গুণের উন্মেষে তিনি প্রদ্যুম্নব্যূহরূপে অবস্থিত থাকেন। তাঁহার শক্তি ও তেজঃ এই দুইটি গুণের উন্মেষে তিনি অনিরুদ্ধ ব্যূহরূপে অবস্থিত থাকেন। ষড়্‌গুণশালী বাসুদেবের দুইটি দুইটি গুণের উন্মেষে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ প্রকাশমান হইয়া থাকে। সমস্ত প্রপঞ্চই এই

ভগবদ্‌ব্যূহচতুষ্টয়াত্মক। আমরা সংক্ষেপে ভাগবত সিদ্ধান্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ভগবান্ যে সর্বাত্মক ইহা আমাদের উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এই ভাগবত মতেও চেতনাচেতন প্রপঞ্চে ভগবানের অহংভাব আছে বলা হইয়াছে। আর এজন্যই ঋক্‌মন্ত্রসমূহে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি।" "উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষান্" ইত্যাদি ঈশ্বরেরই সর্বজীবভাব বলা হইয়াছে। ভগবানের যে জ্ঞান, শক্তি, বল প্রভৃতি গুণ বলা হইয়াছে তাহাও উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্র সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই ভাগবত মতে ভগবানের পঞ্চমগুণ যে বীর্য বলা হইয়াছে তাহাই এস্থলে আলোচ্য বিষয়। ভাগবত মতে ভগবান্ জগতের উপাদান বা প্রকৃতি যেমন দুগ্ধ দধির প্রকৃতি। উপাদান কার্যরূপ প্রাপ্ত হইলে উপাদানের বিকার অপরিহার্য। কিন্তু ভাগবত মতে ভগবানের বীর্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভগবানের বীর্যই এতাদৃশ যে তিনি জগতের প্রকৃতি হইয়াও বিকারী হন না। ভগবান্ যে নির্বিকার ইহাও বেদমন্ত্রসিদ্ধ। অথচ ভগবান্ জগতের প্রকৃতি ইহাও বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের জগৎপ্রকৃতিত্ব ও নির্বিকারত্ব এই উভয়ের সংরক্ষণ অতি দুর্ঘট। আর এই দুর্ঘটতাপ্রযুক্তই দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতাই স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিভাব স্বীকার করেন নাই। অবৈদিক পাশুপত মতের আলোচনায় আমরা ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি। আর এই পাশুপত মত খণ্ডন করিবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রে পত্যধিকরণ বলা হইয়াছে। (ব্রঃ সূঃ ২।২।৭ অধিকরণ)। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও শ্রীকরভাষ্যে এই কথাই বলা হইয়াছে। ভাগবত সিদ্ধান্তেও এই দুর্ঘটতার সমাধানের জন্য ভগবানের বীর্যনামক পঞ্চমগুণ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রৌত পাশুপত সিদ্ধান্তে তাহা করা হয় নাই। রমেশ্বরের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণামিনী হইয়া থাকে এরূপ বলা ইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত ঋকমন্ত্রসমূহে ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব, জগৎ-

সংহর্তৃত্ব, জগৎ প্রকৃতিত্ব, চেতনাচেতন—প্রপঞ্চাত্মকত্ব প্রভৃতি যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারই উপপাদনের জন্য ন্যায়, বৈশেষিক, পাশুপত ও ভাগবত প্রভৃতি দর্শনপ্রস্থানের দার্শনিকবৃন্দ নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শনেও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও মন্ত্রপ্রদর্শিত ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্যই করা হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি—কোন দার্শনিক বেদের একদেশের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ বা বেদের অধিকতর অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপপাদনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ বা বেদের সর্বাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপপাদনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থের উপপাদনের জন্য ন্যায়াচার্য উদয়ন পরমাণুপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ও ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সমর্থন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাঁরও সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা বেদের মন্ত্রভাগে প্রতিপাদিত ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক রীতিতে আলোচনার কিঞ্চিৎ স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকবৃন্দ এক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেই যে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতি সুবিপুল। এজন্য শাক্ত, সৌর প্রভৃতি দার্শনিকগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। কারণ সমগ্র আলোচনা প্রদর্শন করা একটি মানুষের জীবনে অসম্ভব, বিশেষতঃ একটি প্রবন্ধে।

সাংখ্যমতে ঈশ্বর

ঈশ্বরসম্বন্ধে দার্শনিকগণের যে সমস্ত প্রতিকূল আলোচনা আছে যেমন সাংখ্যদর্শনে ও পূর্বমীমাংসা দর্শনে তাহারও আলোচনা হইতে

বিরত রহিলাম। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ও পূর্বমীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অতি প্রাচীন টীকা যুক্তিদীপিকাতে বলা হইয়াছে—যদি বেদবাক্যানুসারে মূর্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করা যায় তবে তো সাংখ্যমতেও ঈশ্বরের অস্তিত্বই সিদ্ধ হইল। ঈশ্বরই যদি না থাকেন তবে তাঁহার মূর্তি হইল কিরূপে? "ন হি অসতো মূর্তিমত্ত্বমুপপদ্যতে।" (যুক্তিদীপিকা, ৮৭ পৃঃ)। এতদুত্তরে টীকাকার বলিয়াছেন—পূর্বপক্ষী আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। আমরা সর্বতোভাবে ভগবানের শক্তিবিশেষের প্রত্যাখ্যান করি না। ঈশ্বরও মাহাত্ম্যশরীরাদি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহা স্বীকার করি। কিন্তু পূর্বপক্ষী যেরূপ বলিতেছেন—প্রধান ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোক্তা, প্রেরয়িতা ঈশ্বর এরূপ আমরা স্বীকার করি না। প্রধান পুরুষের প্রেরয়িতারূপে ঈশ্বর স্বীকার করিনা বলিয়া আমরা যে ঈশ্বরই স্বীকার করিনা তাহা নহে। ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ এবং তাঁহারও মাহাত্ম্যশরীরাদি আমরা স্বীকার করি। (যুক্তিদীপিকা, ৮৭ পৃঃ)

মীমাংসকগণের অভিপ্রায়

প্রভাকর মতানুসারী ভবনাথ মিশ্র নয়বিবেকগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "একদা কৃৎস্নসৃষ্টিপ্রলয়ৌ মানশূন্যৌ প্রত্যুত যথাদর্শনং ক্রমেণ তদনুমা ইতি জগতাশ্বরকর্তৃত্বেঽপি ন গুরুনয়বিরোধ ইতি গুরোরবধীরণম্।" (নয়বিবেক, ১৮৭-৮ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায়, নয়বিবেককার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ যে বলিয়াছেন সমস্ত জগতের এককালেই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সমস্ত জগতের এক কালেই ঈশ্বর কর্তৃক সংহার হইয়া থাকে—ইহা প্রমাণশূন্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যুত, লোকদৃষ্টি অনুসারে ক্রমশঃ সৃষ্টি

বা ক্রমশঃ সংহার ঈশ্বর কর্তৃক হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার করিলে জগতের ক্রমিক সৃষ্টি ও ক্রমিক সংহারের কর্তা ঈশ্বর অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাহাতে গুরুমতের সহিত কোন বিরোধ হয় না। এ জন্যই গুরু (প্রভাকর) ঈশ্বরানুমান সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। নয়বিবেককার ভবনাথ মিশ্র প্রভাকরমতানুসারী ও একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। নয়বিবেকের টীকা বিবেকতত্ত্বে রবিদেব বলিয়াছেন—"জগতি ঈশ্বরকর্তৃকেঽপি ন গুরুনয়বিরোধ ইতি প্রাগুক্তম্। নয়বিবেকটীকা, ১৮৮ পৃঃ)। ততঃপর নয়বিবেককার সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহার প্রকরণে ঈশ্বরসাধক ন্যায়বৈশেষিক সম্মত অনুমানপ্রমাণের খণ্ডন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—"এবঞ্চ ঈশ্বরে পরোক্তমেবানুমানং নিরস্তম্। ন ঈশ্বরোঽপি নিরস্তঃ। (নয়বিবেক, ১৯৯ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রদর্শিতরূপে ন্যায়বৈশেষিকগণের ঈশ্বরানুমানই নিরস্ত হইল। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর নিরস্ত হইলেন না। আমরা ঈশ্বরানুমানেরই খণ্ডন করি, ঈশ্বর খণ্ডন করি না। এইরূপ বলিয়া নয়বিবেককার পরে একটি শিবস্তুতি পাঠ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরতত্ত্ব একান্তভাবে বেদপ্রতিপাদ্য। ইহা বেদনিরপেক্ষ লোকবুদ্ধির গম্য হইতে পারে না। এজন্য যে সমস্ত দার্শনিক বেদনিরপেক্ষভাবে কেবল লৌকিক বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে প্রয়াসী মীমাংসকগণ তাহারই প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রৌত ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিরোধ করেন নাই।

মীমাংসার শ্লোকবার্তিকে ভট্টপাদ যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহাতেও মীমাংসকগণের ঈশ্বর বিশ্বাস বুঝিতে পারা যায়। এই মঙ্গলাচরণে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে। শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে।" এই শ্লোকটি দেবীকীলকেও পঠিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবনাবিবেকের টীকাতেও উম্বেক ঈশ্বরের প্রণাম করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। বিধিবিবেকের টীকাতেও বাচস্পতিমিশ্র ঈশ্বরের প্রণামের দ্বারাই মঙ্গলাচরন করিয়াছেন।

উত্তরমীমাংসাতেও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) সূত্রের ভাষ্য টীকা প্রভৃতিতে বেদৈকবেদ্য ঈশ্বর বেদনিরপেক্ষভাবে অনুমানপ্রমাণবেদ্য হইতে পারে না বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বরসাধক কেবলানুমানপ্রমাণ ঈশ্বরবিষয়ক প্রমিতির উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক কেবল অনুমানপ্রমাণ ঈশ্বরের সম্ভাবনার জনক হইয়া থাকে। ন্যায়-বৈশেষিকাদ্যুক্ত ঈশ্বরসাধক প্রমাণ প্রমিতির জনক না হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক সম্ভাবনারই জনক হইয়া থাকে। এই কথা এই অধিকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরসাধক কেবল অনুমানপ্রমাণ ঈশ্বরে এইরূপ দৃঢ়সম্ভাবনার জনক হয় যাহাতে ঈশ্বরসাধক যুক্তির (অনুমানের) সহিত ঈশ্বরসাধক প্রমাণের (শ্রুতির) ভেদ অল্পই থাকে। সুতরাং শ্রৌত ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্যায়বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অনুমানপ্রমাণোপন্যাস সার্থক হইয়াছে।

ব্রহ্ম-পরিণামবাদ

আমরা এই প্রবন্ধে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রতিপাদক যে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের সুসমঞ্জস অর্থ নিরূপণের জন্য ভারতীয় নানা দার্শনিক সম্প্রদায় নানাবিধ প্রক্রিয়া রচনা করিয়া বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকপ্রস্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাশুপত সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছি এবং প্রসঙ্গক্রমে ভাগবত সিদ্ধান্তেরও কিঞ্চিৎ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। ভাগবত সিদ্ধান্ত—পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত ও বৈখানস সিদ্ধান্ত ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকগণ ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদানকারণতা সমর্থন করিয়াছেন। যদিও রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন তথাপি তাঁহারা যথাযথভাবে পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ভগবান

সর্বাত্মভাবে প্রকাশমান হইয়াও অবিকারী। ইহার উপপাদনের জন্য ভাগবত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের বীর্যনামক যে পঞ্চমগুণ স্বীকার করা হইয়াছে তাহাকেই ইহারা শরীর-শরীরিভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের শরীর জগদাকার হইলেও ঈশ্বর তাহাতে বিকৃত হন না ইত্যাদি বলিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদক সমস্ত বেদবাক্যের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ নানাবিধ দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়া সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস করিয়াছেন। এই সমস্ত দার্শনিকগণের মধ্যে উভয়মীমাংসার অতিপ্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ (কেহ কেহ ইহাকেই বোধায়ন বলেন) ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহের সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছিলেন।

পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী অতি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন, শবরস্বামী দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন। এই শবরস্বামী পূর্বমীমাংসাভাষ্যে "অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) এইরূপ বলিয়াছেন। ১।৩।২৮ ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"বর্ণা এব তু শব্দা ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ।" উভয় ভাষ্যকারই ভগবান্ উপবর্ষের যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ থাকিলেও অর্থের কোন ভেদ নাই। পদস্ফোট অস্বীকার করিয়া বর্ণাত্মকই পদ ইহাই উপবর্ষ বলিয়াছেন। বৈয়াকরণগণই বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার করেন। ভগবান্ উপবর্ষের বাক্যানুসারেই উভয় মীমাংসাতেই স্ফোটবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। অতিপ্রাচীন শবরস্বামী যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়াছেন তিনি যে অতি সুপ্রাচীন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ উপবর্ষ উভয়মীমাংসারই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য ৩।৩।৫৩ ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"অত এব চ ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।"

(৮৫০ পৃঃ. ব্রঃ, সূঃ, নির্ণয়সাগর সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিহিত কর্মফলের ভোক্তা দেহাত্তিরিক্ত আত্মা আছে কিনা এইরূপ সন্দেহের নিরসনের জন্য ১।১।৫ জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী দেহাত্তিরিক্ত নিত্য আত্মা আছে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। শবর-স্বামী যে দেহাত্তিরিক্ত আত্মার সমর্থন করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মসূত্রের ৩।৩।৫৪ সূত্রাভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াই করিয়াছেন। উত্তরমীমাংসার অভিপ্রায়ানুসারে শবরস্বামী পূর্বমীমাংসার ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে দেহাত্তিরিক্ত আত্মবাদও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ উপবর্ষ পূর্বমীমাংসার বৃত্তিতে দেহাত্তিরিক্ত আত্মবাদ স্থাপন করেন নাই। কিন্তু দেহাত্তিরিক্ত আত্মা সিদ্ধ না হইলে পারলৌকিক কর্মফলের জন্য কেহই বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্য বৃত্তিকার উপবর্ষ বলিয়াছেন—যদিও প্রথমতন্ত্রে দেহাত্তিরিক্ত আত্মার স্থাপন করা উচিত ছিল, তথাপি দেহাত্তিরিক্ত আত্মার স্থাপন শারীরক সূত্রে প্রদর্শন করিব এইরূপ বলিয়াছেন। "শারীরকে বক্ষ্যামঃ" এই কথার অর্থ ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিতে ইহা প্রদর্শন করিব। বৃত্তিকারের এইরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, পূর্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনি দেহাত্তিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদনের জন্য কোন সূত্র প্রণয়ন করেন নাই। সূত্রকার যাহার জন্য সূত্র প্রণয়ন করেন নাই তাহার প্রতিপাদন করিলে সেই প্রতিপাদন উৎসূত্র হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মমীমাংসাতে সূত্রকার নিজেই "ব্যতিরেকস্তদভাবভাবিত্বাৎ" (৩।৩।৫৪, ব্রঃ সূঃ) সূত্রে দেহাত্তিরিক্ত আত্মার স্থাপন করিয়াছেন। এই সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার উপবর্ষ দেহাত্তিরিক্ত আত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শারীরক সূত্রের বৃত্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদন উৎসূত্র হইবে না এইরূপ মনে করিয়াই ভগবান্ উপবর্ষ শারীরকসূত্রের বৃত্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থাপন করিয়াছেন। শবরস্বামী উত্তরমীমাংসার ভাষ্য রচনা করেন নাই বলিয়া তিনি শারীরকসূত্রের অভিপ্রায় অনুসারেই পূর্বমীমাংসায় অপেক্ষিত বলিয়া পূর্বমীমাংসা ভাষ্যেই দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ভগবান্ উপবর্ষ পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এবং পূর্বমীমাংসার শাবরভাষ্যে এই বৃত্তিকারের মত পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভণসূত্রের (২।২।১৪) ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর "ননু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অত একত্বং নানাত্বঞ্চ উভয়মপি সত্যমেব—(৪৫৬ পৃঃ, ব্রহ্মসূত্র, নির্ণয়সাগর সং) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মপরিণামবাদ যে বৃত্তিকারের মত ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৃত্তিকার উপবর্ষ যে অতি সুপ্রাচীন তাহা বলাই হইয়াছে। উপবর্ষ নিজেই বলিয়াছেন—আমি শারীরক সূত্রের বৃত্তিতে ইহাই বলিব।" বৃত্তিকারপ্রদর্শিত এই ব্রহ্মপরিণামবাদ মাধ্যন্দিন শতপথের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" এই ঋক্‌মন্ত্রটি সমাম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর ভর্তৃপ্রপঞ্চের সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই ভাষ্যের বার্তিকে সুরেশ্বরাচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ সম্মত ব্রহ্মপরিণামবাদ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার শঙ্করের অব্যবহিত পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্‌ভাস্কর এই ব্রহ্মপরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্‌ভাস্কর ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রেরও পূর্ববর্তী। ১।১।৪ ব্রহ্ম সূত্রের ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র—"কার্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা" এই যে কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ভগবদ্‌ভাস্করেরই কারিকা। কাশীমুদ্রিত ভাস্কর ভাষ্যের ১৮ পৃষ্ঠায় এই কারিকাটি আছে। ব্রহ্মপরিণামবাদী ভগবদ্‌ভাস্কর শাঙ্করভাষ্য খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এজন্য ভামতীগ্রন্থে ভাস্করীয় ভাষ্যের খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভামতীতে ভাস্করের নামের উল্লেখ

করা হয় নাই। কল্পতরুতে প্রায় প্রত্যেক স্থলেই ভাস্করের নামের ও তাহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনপূর্বক ভামতীর অভিপ্রায় দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত কথা না জানার জন্য ভাস্করভাষ্যের ভূমিকাতে ভগবদ্‌ভাস্করকে উদয়নের সমসাময়িক বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কর বাচস্পতিরও পূর্ববর্তী।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭) সূত্রের ভাষ্যে ভগবদ্‌-ভাস্কর বলিয়াছেন যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী ব্রহ্ম-পরিণামবাদই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মসূত্রকার নিজেই "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) ও "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।২৭) সূত্রে "পরিণাম" ও "যোনি" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মপরিণাম-বাদের নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আচার্যগণ ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যেও শঙ্করাচার্য ২।৪।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন যে, "অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণেষূপাসনেষু উপয়োক্ষ্যত ইতি।" প্রস্থানভেদ গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, বেদের কর্মকাণ্ড আরম্ভবাদ অনুসারে, উপাসনাকাণ্ড পরিণামবাদানুসারে ও জ্ঞানকাণ্ড বিবর্তবাদ অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ—এই তিনটি বাদ বেদের কাণ্ডত্রয়ে ব্যবস্থিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে যে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা দেখাইতেছি এই ঈশ্বরতত্ত্বই পরম উপাস্য তত্ত্ব। এজন্য উপাস্য তত্ত্বের বিবরণ পরিণামবাদানুসারে ব্যাখ্যাত হইলেই এই ঈশ্বরতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে।

ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তেত্রিশ বর্গে একটি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥" (ঋক্ সং ৪।৭।৩৩)। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এই মন্ত্রটি পাঠ করিলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, কোন

একটি ইন্দ্রনামধেয় বস্তু অনন্তরূপে ভাসমান রহিয়াছে। এই ঋক্‌মন্ত্রটি বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোনিষদে ইন্দ্রনামধেয় পরমেশ্বর স্বীয় রূপ প্রখ্যাপনের জন্য অনন্তরূপে ভাসমান হইয়াছেন বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রেও "তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" বলা হইয়াছে—অস্য পরমেশ্বরস্য রূপং স্বরূপং, পরমেশ্বরস্য যৎ স্বকীয়ং রূপং তস্য প্রতিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়।" যাঁহারা মনে করেন—ঋক্‌সংহিতায় আধ্যাত্মিক মন্ত্র থাকিলেও তাহা প্রথম মণ্ডলে বা দশম মণ্ডলেই আছে। অপর মণ্ডলগুলিতে কিছুই নাই। আমরা যে মন্ত্রটি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম এই মন্ত্রটি চতুর্থ অষ্টকের বা ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম বা দশম মণ্ডলের নহে। ঋক্‌সংহিতা পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করা এক কথা ও না পড়িয়া যা তা বলা অন্য কথা। আমরা এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য দেখাইতেছি। ভাষ্যভাবার্থ—ইদি পরমৈশ্বর্যে, পরমৈশ্বর্যবাচক ইদি ধাতু হইতে "ইন্দ্র"পদ নিস্পন্ন হইয়াছে। এজন্য ইন্দ্রপদের অর্থ পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা আকাশের মত সর্বগত, সদানন্দরূপ। তিনি প্রতি জীবশরীরে অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশতঃ পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বর অনাদি মায়াশক্তিসমূহ দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন এবং শব্দাদি বিষয়গ্রাহক, শব্দাদিবিষয় আহরণশীল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহও এই পরমেশ্বরের সহিত সম্বদ্ধ। জীবাত্মরূপে, আকাশাদি-প্রপঞ্চরূপে ও গ্রাহ্যপ্রপঞ্চের গ্রাহক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে একই পরমেশ্বর প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর কেন এইরূপ হইয়াছেন ইহার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন—পরমেশ্বরের যাহা বাস্তব রূপ, সর্বগত সদানন্দ রূপ তাহার প্রদর্শনের জন্য—তাহার খ্যাপনের জন্য, সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর বহু মায়াশক্তির দ্বারা পুরুরূপ হইয়া অর্থাৎ আকাশাদি সর্বপ্রপঞ্চরূপ হইয়া 'ঈয়তে চেষ্টতে' বহুবিধ চেষ্টাযুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়াও মায়াশক্তির দ্বারা চেষ্টাবান্ হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের

এই প্রপঞ্চরূপ ধারণও পরমাত্মার স্বীয় রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য। মন্ত্রে হরিশব্দের অর্থ শব্দাদি বিষয় আহরণশীল চিত্তবৃত্তিসমূহ। যদিও মন্ত্রে 'শতা দশ' অর্থাৎ সহস্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলা হইয়াছে তথাপি এই সহস্র পদ অনন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির বোধক। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়গ্রহণে উদ্‌যুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরই এই অসংখ্যবৃত্তিরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। ইহাও তাঁহার রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য। পরমেশ্বরের এই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও আকাশাদি-মহাপ্রপঞ্চ রূপ ধারণ-তাহা পরমেশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই। পরমেশ্বরের যাহা তাত্ত্বিক রূপ তাহা এই সপ্রপঞ্চরূপের বিশ্লেষণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্র, আচার্য প্রভৃতির উপদেশের সাহায্যে এবং প্রপঞ্চের সাহায্যে এই সপ্রপঞ্চরূপের মধ্যে পরমেশ্বরের তাত্ত্বিকরূপ দর্শন করিতে পারা যায়। শাস্ত্রোপদেশ ও আচার্যোপদেশ ব্যতীত জানা যায় না। শাস্ত্রা-চার্যোপদেশের রীতির আভাস আমরা "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্" এই মন্ত্রের শাকপূণি-সম্মত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। এই মন্ত্রটি যে সূক্তের অন্তর্গত সেই সূক্তে ৩১টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তের দ্রষ্টা ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ। পরমেশ্বরের সার্বাত্ম্য এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্রে ঈশ্বর, পিতা, বন্ধু, সখা, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পরমেশ্বরই স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বৃদ্ধরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন বলা হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্রগুলি এই—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা মাত্র। যিনি সর্বাত্মক তিনি পিতাও বটেন, মাতাও বটেন, বন্ধুও বটেন।

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর স্বীয় তাত্ত্বিকরূপ সর্বগত সদানন্দ রূপ প্রকাশের জন্যই সর্বাত্মকরূপে ভাসমান হইয়াছেন। শাস্ত্র, আচার্য, যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা পরমেশ্বরের এই সর্বগত সদানন্দরূপ জানিতে পারা যায়। ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকপ্রস্থান পরমেশ্বরের এই সদানন্দরূপের অপরোক্ষীকরণের জন্য মন্ত্রপ্রতিপাদ্য পারমেশ্বর রূপের উপলব্ধির জন্য

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন—ভারতের দার্শনিকপ্রস্থান দুঃখবাদে বিশ্রান্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমরা এই মন্ত্রার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি। পারমেশ্বর রূপ যদি দুঃখময় হইত তবে আর পরমেশ্বর স্বীয় রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন কেন ? লৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের যে রূপ আমরা অনুভব করি, পারমেশ্বর রূপও যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আর বিশ্বপ্রপঞ্চের সাহায্যে পারমেশ্বর রূপ দর্শনে কাহারও অভিলাষ হইতে পারে না। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" এই মন্ত্রটি কর্মেও বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অধিযজ্ঞ পক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা সায়ণ করিয়াছেন। এক একটি মন্ত্রের যে বহুবিধ অর্থ আছে তাহা আমরা অতঃপর প্রদর্শন করিব।

ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদনের জন্য নানাবিধ দর্শনপ্রস্থানের স্মরণাতীত কাল হইতে আবির্ভাবন করিয়াছিলেন। ভারতীয় দার্শনিকগণের যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা যে দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা বেদপ্রতিপাদ্য অর্থই উপপাদিত হইয়াছে। এই দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বই প্রথমতঃ উপস্থাপিত করিয়া সেই উপস্থাপিত বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনের জন্য দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। আবার কেহ স্ব স্ব দৃষ্টি অনুসারে দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়া তাহার দ্বারা যে বেদপ্রতিপাদিত অর্থ উপপাদিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন। এই সমস্ত দার্শনিকগণের পরস্পর প্রক্রিয়াভেদ থাকিলেও বেদ-প্রতিপাদ্যতত্ত্বের উপপাদনে সকলেই অবহিতচিত্ত ছিলেন। বৈদিক দার্শনিকগণ বেদার্থের উপপাদনের জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে বেদের অনপেক্ষিত যুক্তিভার বেদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হয় নাই। কিন্তু বেদেরই অত্যন্ত অপেক্ষিত উপপত্তিসমূহ বৈদিক দার্শনিকগণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাতে অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তাঁহারা যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা করিয়াছেন তাহা সমস্তই বেদপ্রতিপাদিত অর্থেই পর্যবসিত হইয়াছে। বেদবহির্ভূত অর্থের চিন্তাতে ভারতীয় দার্শনিকগণ উদাসীন ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। পরতন্ত্র চিন্তা দার্শনিক চিন্তাই নহে।

ইহাতে আমাদের প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, অনন্ত গগনপথে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি অবিশ্রান্ত স্বৈর গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির সমবিষম গতি ও গতিবেগের তারতম্য নিরূপণ করিবার জন্য ভারতীয় তথা অভারতীয় খাগোলবিদ্যাবিদ্ গণিতজ্ঞগণ প্রণিহিত চিত্তে স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির চার নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ গণিত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। গগনের কোন্ প্রান্তে কোন্ জ্যোতিষ্ক কোন্ সময়ে কোথায় উদিত বা অস্তমিত হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ জ্যোতিষ্কের সমচার ও বিষমচার ঘটিবে তাহার নিরূপণ গণিতজ্ঞগণ শ্রদ্ধার সহিত করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের চার নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের মধ্যেও বহু মতভেদ অনাদি কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন সুস্থ-চিত্ত পুরুষই আজ পর্য্যন্ত এমন কথা বলেন নাই যে, নানাবিধ স্বৈর গতিতে পরিভ্রমণশীল পরিদৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গতি, উদয় ও অস্তাদির নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের যে প্রচেষ্টা তাহাতে তাঁহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কেবল পরতন্ত্র ভাবেই তাঁহাদের এই গণিতবিদ্যা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গণিতজ্ঞগণের এই চিন্তা নিতান্তই পরতন্ত্র চিন্তা। ইহাতে তাঁহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই—এইরূপ অধিক্ষেপ গণিতজ্ঞ-গণের প্রতি আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। খগোলে স্বৈরগতিতে পরিভ্রমণশীল জ্যোতিষ্করাশির মত বেদের অসংখ্য মন্ত্ররাশি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বশতঃ নানাবিধ লৌকিক ও অলৌকিক অর্থের প্রকাশ করিতেছে। স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণশীল জ্যোতিষ্করাশির মত মন্ত্ররাশিও স্ব স্বাতন্ত্র্য বশতঃ নানাবিধ অর্থের প্রকাশক হইয়াছে। গণিতজ্ঞগণ যেমন কোনও

জ্যোতিষ্কের গতিবশতঃ অন্য জ্যোতিষ্কের গতির অন্যথাভাব দেখিবার জন্য গণিতের নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন এইরূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মন্ত্রসমূহের মধ্যেও কোন মন্ত্রদ্বারা কোন মন্ত্রের অর্থপ্রকাশনের সঙ্কোচ ও অর্থপ্রকাশনের বিকাশ প্রভৃতি দার্শনিক-গণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রহগণের পরিদৃশ্যমান উদয়াস্তমনাদির যুক্তিদ্বারা সমর্থনের জন্য গণিতশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের গতির অন্যথাকরণের জন্য গণিতশাস্ত্র প্রবৃত্ত হয় নাই। জ্যোতিষ্কগণের স্থিতিগতিই গণিতশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু গণিতশাস্ত্র দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কেরই গতি অন্যথাকৃত হইতে পারে না। গণিতশাস্ত্র দ্বারা জ্যোতিষ্কগতির অন্যথাকরণের প্রয়াস যেমন উচ্ছৃঙ্খল বাতুলপ্রয়াস এইরূপ বেদমন্ত্রপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনপ্রয়াসই ভারতীয় দার্শনিকগণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যথাকরণের প্রয়াস করেন নাই। তাহার কারণ তাঁহাদের বেদমন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পূর্ণ জ্ঞান ছিল। বেদমন্ত্র কাহারও অধীন হইয়া কোন অর্থের প্রকাশক নহে। মীমাংসক ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রো বেদ এবৈতৎ কেবলো বক্তু্মর্হতি।" (তন্ত্রবার্তিক)।

ভারতীয় সভ্য সমাজের নিকটে বেদের মন্ত্ররাশি কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাঁহারা এই মন্ত্রের গৌরব কীদৃশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সামান্য একটি উদাহরণের দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে। পৃথিবীর মানবসভ্যতায় ঋক্‌সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। ইহা অভারতীয় বিদ্বদ্‌বৃন্দও স্বীকার করিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে সমগ্র ভারতে এই ঋক্‌মন্ত্রসমূহ অধীত, অধ্যাপিত ও লিখিত হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে নানা ভাষাভাষী সভ্যজনবৃন্দ নানা লিপিতে এই ঋক্‌মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কত সুপ্রাচীন কাল হইতে এই মন্ত্র নানা লিপিতে নানা দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং নানা কণ্ঠে এই মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুপ্রাচীন কাল হইতে সুবিশাল ভারতবর্ষে যে মন্ত্ররাশি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অতি অল্পদিন হইল সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যন্ত্র দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রণ সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, দশ সহস্র মন্ত্রেরও অধিক ঋক্‌সংহিতার মন্ত্ররাশি কোন স্থলেই একটি রেখার দ্বারাও বিপ্লুত হয় নাই। নানা লিপিতে লিপিবদ্ধ এবং নানা প্রদেশীয় জনগণকর্তৃক লিখিত ঋক্‌সংহিতার মন্ত্ররাশির কোন স্থলেও ঈষন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ সাম-সংহিতা, যজুঃসংহিতা সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সর্বত্র সমাদৃত গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহেও বহু পাঠভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই অসংখ্য দুরুচ্চার্য বহু স্বরনিয়ন্ত্রিত দুর্লেখ্য দুর্ধার্য মন্ত্ররাশির কোনও স্থলেও একটিও পাঠভেদ ঘটে নাই। যাঁহারা মনে করেন বেদমন্ত্র ঋষিদের সমাধিলব্ধ জ্ঞানমাত্র; সমাধিলব্ধ জ্ঞান ভারতবর্ষে বহু লোকের হইয়াছে; এইরূপ আর্ষজ্ঞান, প্রাতিভজ্ঞান প্রসিদ্ধই আছে; কিন্তু সেই সমস্ত মহাত্মাগণের বাক্যরাশিও বহুধা বিপ্লুত হইয়া গিয়াছে। গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সমস্ত গ্রন্থে অসংখ্য পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনের সূত্র গ্রন্থসমূহেও পাঠভেদ উপলব্ধ হয়। অথচ ইহাদের বেদমন্ত্রের মত দুরুচ্চার্যতা, দুর্ধার্যতা বা দুর্লেখ্যতার লেশমাত্র নাই। কীদৃশ লোকাতিশায়ী প্রযত্ন দ্বারা ভারতে এই বেদমন্ত্ররাশি সুরক্ষিত হইয়াছে তাহা চিন্তারও অতীত। ভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য-গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও ভারতের বেদমন্ত্ররাশির রেখামাত্রও বিপ্লুত হয় নাই। এই বিস্ময়কর ব্যাপারের গৌরব আজ আমরা উপলব্ধি করিতেও অসমর্থ। কারণ ভারতের বাহিরের কোন মনীষী আমাদিগকে একথা শুনান নাই বা জানাইয়া দেন নাই। গগনমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগণের গতিসংকলনপ্রয়াস যদি পরতন্ত্রপ্রয়াস না হইয়া থাকে তবে অগণিত স্বতন্ত্র বেদরাশির অর্থ উপপাদনের প্রয়াসই বা পরতন্ত্র-প্রয়াস হইবে কেন? গগনমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রাদি কীদৃশ গতিতে কোন

গগনপ্রান্তে কেন যাইতেছে ইহা যেমন বলে না এইরূপ বেদমন্ত্রসমূহও কাহার জন্য কোন্ অর্থ কেন প্রকাশ করিতেছে ইহাও বলে না। কেবলমাত্র শব্দস্বাভাব্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই দার্শনিকগণ বেদের নানাবিধ তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন। বেদমন্ত্র সংখ্যায় যেমন বিপুল তাহার অর্থও তেমনি অসংখ্যাত। যে কোন চিন্তাই মন্ত্রার্থের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা সমঞ্জস কি অসমঞ্জস ইহাই দার্শনিক চিন্তার বিষয়। যে কোন বাক্যই মাতৃকা বর্ণের (alphabet) অন্তর্গত। এজন্য কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে সমস্ত বাক্যই যখন পরিমিত কয়েকটি মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত তখন বাক্যের আর নবীনতা কোথায়? কিন্তু এরূপ চিন্তা তো কেহ কখনও করেন না। এইরূপ অসংখ্যাত তত্ত্ব বেদমন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা যে কোনটির উপপাদন করিলে দার্শনিক দৃষ্টির পরতন্ত্রতা হইবে কেন? উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাই কি স্বতন্ত্র চিন্তা।

আমরা দেখিতে পাই—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে প্রাণিমাত্রের নানাবিধ রোগের নিদান, ভৈষজ্য প্রভৃতির সুনিরূপণের জন্য বৈদিক, তান্ত্রিক, নানাবিধ গ্রন্থরাশি নির্মিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার, টীকাকার প্রভৃতি জীবজগতের কল্যাণের জন্য নানাবিধ পরিদৃশ্যমান ব্যাধির নিদান ও ভৈষজ্যের জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাতে স্থলবিশেষে চিকিৎসকদের মতভেদও ঘটিয়াছে। এই আয়ুর্বেদবিদ্‌গণ জীবদেহে উপলভ্যমান রোগেরই নিদানাদি নিরূপণের জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যে ব্যাধি আজ পর্যন্ত জীবদেহে প্রকাশমান হয় নাই সেই ব্যাধির নিদানই বা কি এবং তাহার ভৈষজ্যই বা কি ইহা নিরূপণের জন্য ভিষগবৃন্দ স্ব স্ব মনীষার দুরুপযোগ করিয়াছেন। যে ব্যাধি প্রসিদ্ধ নহে তাহা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহার ঔষধই বা কি ইহার নিরূপণের জন্য কোন স্বস্থচেতা ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে

পারেন না। নানা উপদ্রব সমন্বিত রোগ জীবদেহে সর্বানুভবসিদ্ধ। এই রোগের নিদানাদি নিরূপণের প্রয়াস তো পরতন্ত্র চিন্তাই বটে—এরূপ কথা আজ পর্যন্ত কেহ বলেন নাই। রোগ অনুভবসিদ্ধ হইলেও, রোগী রোগের যন্ত্রণা স্বয়ং অনুভব করিলেও রোগ উৎপন্ন হইল কিরূপে, উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে ইহা তো রোগী জানেন না। আর ইহার নিরূপণ করিবার জন্যই তো আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাত অথবা সম্পূর্ণরূপে অবিজ্ঞাত বিষয়ে ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সন্দিগ্ধ বিষয়েই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বেদরাশি যে সমস্ত তথ্য দর্শন করিয়াছিলেন সেই মন্ত্রদৃষ্ট অর্থে অল্পজ্ঞ জনের নানাবিধ অনুপপত্তির প্রতিসন্ধান হয়। অনুপপত্তির প্রতিসন্ধানবশতঃ মন্ত্রদৃষ্ট অর্থে অল্পজ্ঞ জনের নানাবিধ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা বশতঃ বহুশাখ সংশয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর ইহারই সমাধানের জন্য মন্ত্রদৃষ্ট অর্থের দার্শনিকগণ নানাবিধ সদুপপত্তি সমূহ উপস্থাপন করিয়া অল্পজ্ঞগণের চিত্তকে অনাবিল করিয়া থাকেন। চক্ষুরাদি প্রমাণের সাহায্যে যাঁহারা প্রমেয় বস্তুর দর্শন করেন তাঁহাদের সেই প্রমাণ দোষ-সংস্পৃষ্ট হইলে দর্শনও অযথার্থই হইয়া থাকে। পরমেশ্বর বা বেদ প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় দর্শন করেন না। এজন্য পারমেশ্বরী দৃষ্টি বা বৈদিক দৃষ্টি সর্ববিধ অযথার্থত্বশঙ্কার অতীত। সর্ববিধ অযথার্থত্ব-শঙ্কার অতীত দৃষ্টির দ্বারা দৃষ্ট বস্তুতে অল্পজ্ঞজনের আশয়ে দোষবশতঃ যে বিভ্রম ঘটিয়া থাকে তাহারই চিকিৎসার জন্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুরুষাপরাধের নিবারণের জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা। শাস্ত্র জ্ঞাপক, কারক নহে। যথাবস্থিত বস্তুর প্রকাশনই শাস্ত্রব্যাপার। শাস্ত্রদ্বারা যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশিত হইলেও গ্রহীতৃ-পুরুষের প্রজ্ঞার মালিন্যপ্রযুক্ত যথাবস্থিত প্রকাশিত বিষয়েও নানাবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়। আর তাহার নিরসনের জন্যই যুক্তিশাস্ত্রের আবশ্যক হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা পরমেশ্বর তত্ত্বপ্রকাশক যে কয়টি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। এই উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্র কয়টিতেই ঈশ্বরকে পিতা, বন্ধু, সখা, পিতামাতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি বলা হইয়াছে। আবার এই ঋক্‌মন্ত্রে ঈশ্বরকে সমস্ত স্ত্রী সমস্ত পুরুষ, সমস্ত কুমার, সমস্ত কুমারী, সুবৃদ্ধ এবং সমস্ত প্রাণিবর্গ বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরকেই জগতের স্রষ্টা, জগতের ধারয়িতা জগতের বিধানকর্তা, সমস্ত বস্তুর নামকর্তা. সমস্ত জগতের সংহারকর্তা, সমস্ত জগতের পালয়িতা, সমস্ত বস্তুতে সদ্রূপে ভাসমান, সমস্ত চেতন জীবের হৃদয়ে চিদ্রূপে প্রমাশমান, সকলের প্রীতিপাত্র এইরূপ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম ঈশ্বরের বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ঋক্‌মন্ত্র আছে যাহাতে ঈশ্বরের আরও বহুবিধরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার এই ঈশ্বরকেই ঋক্-মন্ত্র সর্বাত্মক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে এই সমস্ত রূপের উপপাদনের জন্য দার্শনিকগণের দৃষ্টিবৈচিত্র্য ও তাঁহাদের প্রক্রিয়াভেদ আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। পরম উপাস্য ও পরম ধ্যেয় পরমেশ্বরে এইরূপ বৈচিত্র্য ও সর্বাত্মকতা উপপাদনের জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদী দার্শনিকগণের সুপ্রাচীন সিদ্ধান্তেরও আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি।

সমস্ত দার্শনিক প্রক্রিয়াতেই ঋক্‌মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ঐশ্বর রূপের কথঞ্চিৎ উপপাদন করা হইয়াছে। কোন দার্শনিক প্রক্রিয়াতে বেদমন্ত্রসমূহের আংশিক ভাবে অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবার কোনও দার্শনিক প্রক্রিয়াতে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্বের উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই দার্শনিক উপপত্তি প্রদর্শনের বৈচিত্র্য ও অধিকারী গ্রহীতৃপুরুষের আশয়বৈচিত্র্য-প্রযুক্তই হইয়াছে এবং দার্শনিকগণের প্রয়োজনবৈচিত্র্যও এই দার্শনিক প্রক্রিয়াবৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। একান্তভাবে ঈশ্বরের উপাসনা ও

ধ্যানে নিরত ব্যক্তিগণের জন্যই ঈশ্বরের সর্বাত্মকতা উপপাদন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সমস্ত পুরুষই একান্ততঃ ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যানের অধিকারী নহেন। দুই চারিজন পুরুষধুরন্ধরই ইহার অধিকারী হইতে পারেন। এজন্য বলপূর্বক অনধিকারীকেও তাহার সামর্থ্যের অতীত বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইলে তাহার বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দার্শনিকগণ সকলেই ব্রহ্মপরিণামবাদ সমর্থন করেন নাই। যাঁহারা অভ্যুদয়কামী তাঁহাদের জন্য ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শন, পরমেশ্বরকে জগতের মাত্র নিমিত্তকারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার আলোচনাও আমরা পাশুপত সিদ্ধান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছি। যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরের মাত্র নিমিত্তকারণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও নিঃশ্রেয়সের প্রতিও পরম উপাদেয়তা বুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তীব্র নিঃশ্রেয়সাকাঙ্ক্ষায় অভ্যুদয় উপেক্ষা করেন নাই। বস্তুতঃ যে সমস্ত দার্শনিকের নিকটে অভ্যুদয় উপেক্ষিত হয় নাই তাহা জাগতিক মর্যাদা পরিপালনের জন্যই অভ্যুদয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ব্রহ্মপরিণামবাদের উপসংহারে একটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পূর্ণ তাৎপর্য প্রদর্শন করিব। অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥ (ঋক্ সং ১৷৬৷১৬)। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতিই অদিতি নামে এই মন্ত্রে কীর্তিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ১৷২৷৫ খণ্ডের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এই ঋক্ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ভগবান্ প্রজাপতির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে ১৷২৷৫ খণ্ডে অদিতি শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শিত ঋক্‌মন্ত্রে অদিতি শব্দের উক্ত নির্বচন অনুসারেই অদিতির সর্বাত্মকতা সিদ্ধ হইয়াছে। এই মন্ত্রযুক্ত সূক্তটি মহাব্রতে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে বিনিযুক্ত হইয়াছে। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৷৩১)।

ঈশ্বরবাদ প্রবন্ধ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

আমরা বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা প্রকটিত হইয়াছে তাহা "বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। বেদের মন্ত্রে কোথাও ঈশ্বরকে পিতা কোথাও বন্ধু, কোথাও সখারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই সমস্ত বিষয় "বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি।

কিন্তু ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উপাসক সম্প্রদায়-বিশেষ আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে মধুরভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর পিতা নহেন, মাতা নহেন, বন্ধু নহেন কিন্তু ঈশ্বর পরমপ্রেমাস্পদ নায়ক। এইভাবে উপাসনা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা এইভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভাগবত পুরাণেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যগণও মধুরভাবে উপাসনার গুণকীর্তন করিয়াছেন এবং বর্তমান উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মধুরভাবে উপাসনা প্রচলিত আছে। আপাত দৃষ্টিতে এই মধুরভাবে উপাসনা জনসাধারণের নিকটে অশ্রৌত উপাসনা বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে বেদের মন্ত্রভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে মন্ত্রভাগেও উপাসক কর্তৃক উপাস্যের মধুরভাবে উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য আমরা এই পরিশিষ্টে বেদের মন্ত্রভাগে উপাস্যের উপাসক কর্তৃক মধুরভাবে উপাসনার নিদর্শন প্রদর্শন করিব। ইহাতে উপাস্যের মধুরভাবে উপাসনা যে শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

ঋক্ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অপালা ব্রহ্মবাদিনীর উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে।

কন্যা বারবায়তি সোমমপি শ্রুতা বিদৎ।
অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদ্ ইন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ ত্বা॥
(ঋক্ সং ৬।৬।১৪)

আমরা যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিলাম ইহা মহর্ষি অত্রির কন্যা অপালা কর্তৃক দৃষ্ট সাতটি ঋক্‌মন্ত্রসমন্বিতসূক্তের প্রথম মন্ত্র। এই সূক্তের ঋষি অত্রিকন্যা ব্রহ্মবাদিনী অপালা। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্যে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য মন্ত্রার্থবোধের সৌকর্যের জন্য একটি ইতিহাস প্রদর্শন করিয়াছেন। সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—অত্রেতিহাসমাচক্ষতে। এই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য এই যে, পূর্বসময়ে মহর্ষি অত্রির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী অপালা কোনও কারণবশতঃ ত্বগ্‌দোষদুষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্য অপালা দুর্ভগা বলিয়া পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। পতি-পরিত্যক্তা দুর্ভগা ব্রহ্মবাদিনী অপালা ত্বগ্‌দোষে দুষ্ট হইয়া স্বীয় পিতা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ত্বগ্‌দোষ নিবারণের জন্য পিতার উপদেশ অনুসারে সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রের তপস্যা করিয়াছিলেন। যদিও মন্ত্রে ইন্দ্র নামই বলা হইয়াছে তথাপি ইন্দ্রপদদ্বারা পরমেশ্বরকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" (ঋক্ সং ২।৩।২২) মন্ত্রে ইন্দ্রশব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক বলা হইয়াছে। যাহা হউক ব্রহ্মবাদিনী অপালা পিতার আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া ইন্দ্রের তুষ্টির জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রের প্রীতিপরায়ণা হইয়া ইন্দ্র-ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। এজন্য যাহা ইন্দ্রের প্রিয় তাহাই সম্পাদন করিবার জন্য অপালার সুতীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। কোন সময়ে অপালার মনে হইয়াছিল যে, সোম ইন্দ্রের অতি প্রিয়। ইন্দ্রের অতি প্রিয় সোম আমি ইন্দ্রকে প্রদান করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া এক সময় অপালা স্নানার্থ নদীতীরে গিয়াছিলেন। নদীতে স্নান করিয়া যখন তিনি পিতার আশ্রমের দিকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে ছিলেন তখন পথিমধ্যে একখণ্ড সোমলতা যাদৃচ্ছিকভাবে অপালা

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোম প্রাপ্ত হইয়া অপালার মনে অতিশয় হর্ষ হইয়াছিল। অপালা এই সময়ে ইন্দ্রচিন্তায় তন্ময়ীভাব প্রাপ্ত হইয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। যে লব্ধ সোম ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন বলিয়া পূর্ব হইতেই তাঁহার অভিলাষ হইয়াছিল অতি বিহ্বলতা প্রযুক্ত সেই সোমখণ্ড স্বীয় মুখে অর্পণ করিয়া চর্বণ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অপালা যখন সোমচর্বণ করিতে করিতে পিতার আশ্রমের দিকে আসিতেছিলেন তখন অপালার সোমচর্বণকালে দন্তের ঘর্ষণজনিত শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। সোমযাগে সোমলতা প্রস্তরে কুটিয়া রস গ্রহণ করিতে হয়। প্রস্তর দ্বারা সোম লতার কুট্টন সোমাভিষব বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপালার দন্তঘর্ষণজন্য শব্দ সোমাভিষব ধ্বনি মনে করিয়া ইন্দ্র সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত হইয়া অপালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এখানে কি প্রস্তর দ্বারা সোমলতার রস গ্রহণ করা হইতেছে? ইহার উত্তরে অপালা বলিয়াছিলেন—মহর্ষি অত্রির কন্যা অপালা স্নান করিবার জন্য নদীতীরে আসিয়া সোমলতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। অত্রিকন্যা অপালাই সেই লব্ধসোম চর্বণ করিতেছেন আর সোমলতার চর্বণজন্য ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, প্রস্তর দ্বারা সোমলতা কুট্টনের ধ্বনি হইতেছে না। ইন্দ্র অপালার এই কথা শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া অপালা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ইনিই ইন্দ্র। তখন অপালা ইন্দ্রের ভাবে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—ইন্দ্র, তুমি কেন ফিরিয়া যাইতেছ? তুমি তো সোমরসপানের জন্য প্রতি গৃহেই গমন করিয়া থাক। যে যজমান তোমার জন্য সোমের অভিষব করিয়া থাকে সেই গৃহেই তুমি গমন করিয়া থাক। এখানেও আমার দন্তদ্বারা নিষ্পীড়িত সোমের রস তুমি পান করিতে পার। অত্রিকন্যা প্রথমে ইহাকে ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন ইন্দ্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তখন অপালা নিজের মুখনিহিত সোমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন হে সোম, তুমি সমাগত ইন্দ্রের জন্য রসক্ষরণ কর। দ্রুত তোমা হইতে রস ক্ষরিত হউক। ইন্দ্র অপালার

প্রতি অনুরাগবশতঃ অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন ইন্দ্র অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিয়াছিলেন তখন আপালা ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—আমি ত্বগ্‌দোষ দুষ্ট বলিয়া স্বামি-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমি ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছি। তখন ইন্দ্র অপালাকে বলিয়াছিলেন—তুমি যে কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। অপালা তিনটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দুইটি বর অনাবশ্যক বলিয়া এই স্থলে বিবৃত হইল না। তৃতীয় বর অপালা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে আমি ত্বগ্‌দোষ দুষ্ট হইয়া দুর্ভগা হইয়াছি। ত্বগ্‌দোষ তিরোহিত হইয়া আমার ত্বক্‌প্রদেশ লোমযুক্ত হউক। সায়ণাচার্য বর্ণিত ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে "মম গুহ্যস্থানমপি আরোমশং তদ্রোমযুক্তং কুরু। ইন্দ্র অপালার প্রার্থনা অনুসারে অপালার ত্বগ্‌দোষ পরিহারের জন্য স্বীয় রথচ্ছিদ্রে, শকটচ্ছিদ্রে, ও যুগচ্ছিদ্রে অপালাকে তিনবার আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অপালার ত্বক্ হইতে ত্বগ্‌দোষ সজারু, গোধা ও কৃকলাসরূপে নির্গত হইয়াছিল। অপালা ত্বগ্‌দোষবর্জিত হইয়া সূর্যের সদৃশ কান্তিযুক্ত হইয়াছিলেন। অপালা দৃষ্ট এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে--ইমং জম্ভসুতং পিব"। ইহার অর্থ—জম্ভসুত দন্তনিষ্পীড়নে অভিষুত সোমরস পান কর।

এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"উবিৎপতিদ্বিষো যতিরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ।" এই মন্ত্রাংশের অভিপ্রায়—ত্বগ্‌দোষপ্রযুক্ত দুর্ভগা বলিয়া পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি। কেহ আমাকে গ্রহণ করে নাই। সম্প্রতি আমি ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছি। এস্থলে ভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন—মন্ত্রস্থিত সঙ্গম শব্দের দ্বারা ইন্দ্র অপালাকে কামনা করিয়াছিলেন ইহাই প্রতীত হইতেছে। এই সমস্ত মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, পতিপরিত্যক্তা ব্রহ্মবাদিনী অপালা স্বীয় ত্বগ্‌দোষের পরিহারের জন্য সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রের উপাস্য

নিমগ্ন হইয়া ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। অপালার তপঃ-প্রভাবে ইন্দ্রও অপালার প্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের প্রতি অপালার অনুরাগের আতিশয্যপ্রযুক্তই ব্রহ্মবাদিনী অপালা স্বীয় উপাস্য ইন্দ্রকে স্বীয় দন্তচর্বিত সোমরসপ্রদানে কুণ্ঠিত হন নাই। উপাসক সর্বত্রই অতি বিশুদ্ধ ভাবে উপাস্য দেবতার উপহারাদি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে অপালা যে ইন্দ্রের প্রীতিলাভের জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন অপালার সেই পরমোপাস্য ইন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে স্বীয় মুখস্থিত সোমরসপানের জন্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য প্রযুক্তই ব্রহ্মবাদিনী অপালা ইন্দ্রকে এইরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও অপালার দীর্ঘ তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়া অপালার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে অপালার মুখস্থিত সোমরস পান করিতে ইন্দ্র কখনও সম্মত হইতেন না। এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে—"ইন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ" এই উক্তির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইবার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং উপাস্য দেবতাকে অতি অনুরাগবশতঃ পতিভাবে উপাসনা করা এবং অনুরাগের আতিশয্যপ্রযুক্ত স্বমুখস্থিত উচ্ছিষ্ট বস্তু উপাস্যকে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করার কথা এই সূক্তে বিবৃত হইয়াছে। এই অপালা সূক্তে উপাস্য ইন্দ্রকে অপালা পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপাস্যকে কেবল স্তুতি-নতি করিবার কথাই বেদমন্ত্রে বলা হয় নাই প্রত্যুত উপাস্যের প্রতি অতি অনুরাগ ও অতি অনুরাগবশতঃ তদুচিত ব্যবহারও বেদমন্ত্রমধ্যে উক্ত হইয়াছে। এজন্য গোপাঙ্গনাগণ যে কৃষ্ণকে পতিরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহা বৈদিক মর্যাদার বিরুদ্ধ নহে। প্রীতির কত আতিশয্য থাকিলে উপাসক স্বীয় মুখস্থিত দ্রব্য উপাস্যকে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিতে ও উপাস্য দেবতাও তাহা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দেশে শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীয় উপাস্য দেবতার নিকটে নৈবেদ্য বস্তু প্রথমতঃ নিজে আস্বাদ গ্রহণ করিয়া নিজের নিকটে রুচিত বোধ হইলে উপাস্য দেবতাকে প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাও আপাত দৃষ্টিতে বৈদিক সমাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী অপালার ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করিলে তাদৃশ ব্যবহারও বৈদিক সমাচারের অবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। অননুরাগে যে ব্যবহার হয় অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ সেই ব্যবহারই অন্যথা প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মবাদিনী অপালা ইন্দ্রকে গৃহে লইয়া গিয়াও নানাবিধ উপহার প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই। পথিমধ্যে ইন্দ্রকে যখন দেখিলেন তখনই নিজের মুখস্থিত সোমরস গ্রহণ করিবার জন্য ইন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্রও বিনা আপত্তিতে তাহাই গ্রহণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং অপালার ম্লান কান্তি সুনির্মল করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইলেন। এই ব্যবহার ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে যেরূপ সমর্থিত হইয়াছে বেদমন্ত্রেও তাদৃশই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরাণবর্ণিত ব্যবহার অশ্রৌত বলিয়া শঙ্কা করিবার কোন অবসর নাই। ঈশ্বরকে উপাসক নানা দৃষ্টিতে উপাসনা করিয়া থাকেন। এজন্য কোনও স্থলে ঈশ্বরকে কান্ত বলিয়া উপাসনা করিলেও তাহা বেদানুকূলই বটে কিন্তু বেদবিরোধী নহে। ব্রহ্মবাদিনী অপালার এই উপাখ্যান লইয়া পুরাণে কোনও বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় না। তথাপি ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রভাগে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে এবং শাট্যায়নক ব্রাহ্মণেও সুস্পষ্টভাবে এই মন্ত্রের অভিপ্রায় বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণ শাট্যায়নক ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া বেদমন্ত্রের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়াছেন। যাহা মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে তদনুরূপ ব্যবহার পুরাণাদিতেও বলা হইয়াছে। সুতরাং মধুরভাবে উপাস্যের উপাসনা ব্যক্তিবিশেষের কপোলকল্পিত নহে এবং ইহার প্রতি অনাদরেরও কারণ নাই। যেহেতু বেদের

মন্ত্রভাগে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে মধুরভাবে উপাস্যের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সায়ণাচার্য অপালাদৃষ্ট এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও উপাস্যের মধুরভাবে উপাসনার কথা জানিতে পারা যায়। আমরা বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর প্রবন্ধে ঈশ্বরের প্রতি পিতৃত্বাদি আরোপের কথা বলিয়াছি। কিন্তু সেই প্রবন্ধে ঈশ্বরকে কান্তরূপে, নায়করূপে নির্দেশ বেদমন্ত্র হইতে প্রদর্শন করা হয় নাই। এই প্রবন্ধে আমরা সেই অনুক্তভাগের পরিপূরণের জন্য এই পরিশিষ্ট ভাগ যোজনা করিলাম। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদমন্ত্র হইতে ধারণার পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হইল। আমরা বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহা সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্র শব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক। সুতরাং এই সূক্তে ইন্দ্রশব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিলেও তাহা অপরমেশ্বররূপ এইরূপ শঙ্কা করিবার কোন অবসর নাই।



পরিশিষ্ট খ

ভাগবতসিদ্ধান্ত পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হয়। ১। আগম সিদ্ধান্ত, ২। দিব্য সিদ্ধান্ত, ৩। তন্ত্রসিদ্ধান্ত, ৪। তন্ত্রান্তর সিদ্ধান্ত—এই চারিটি সিদ্ধান্তই পাঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। এজন্য চতুঃ পাঞ্চরত্র বলা হয়। এই চতুর্বিধ পাঞ্চরাত্রের মধ্যে পরস্পর কোনও বিরোধ নাই।

কেহ কেহ এই ভাগবত সিদ্ধান্তে ও বৈদিকাবৈদিক ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই ভাগবত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বৈখানস মত আছে। পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত, সাত্বত সংহিতা, বিহগেন্দ্র সংহিতা, পৌষ্কর সংহিতা, পারমেশ্বর সংহিতা, পদ্ম সংহিতা, কপিঞ্জল সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা প্রভৃতি ১০৮ খানি গ্রন্থ আছে এবং বৈখানসাগমেও বহু গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য প্রভৃতি নয়জন মহর্ষি প্রণীত নয়খানি সংহিতা গ্রন্থ প্রধান।

বৈখানসশাস্ত্রে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে অবৈদিক বলা হইয়াছে। পরিমল গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত বৈখানস শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "আগ্নেয়ং পাঞ্চরাত্রন্তু দীক্ষাযুক্তঞ্চ তান্ত্রিকম্। অবৈদিকত্বাত্তৎ তন্ত্রং ভতো বৈখানসেন তু। সৌম্যেন বৈদিকেনৈব দেবদেবং সমর্চয়েৎ ॥"

ব্রঃ সূঃ ২।২।৪৪

এই সমস্ত উক্তির সারমর্ম্ম এই যে শৈব বৈষ্ণবাদি আগম শাস্ত্রও বেদানুযায়ি বলিয়াই ভারতীয় শিষ্টজন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যে সমস্ত আগম অবৈদিক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা বেদে অনধিকৃত অধিকারীর জন্য ব্যবস্থিত আছে বুঝিতে হইবে।





গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

[illegible] প্রকাশিত হইবে